

বর্ষ
....

[ভাদ্র, ১৩৩৬]

পঞ্চম উপস্থাস
.....

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

রহস্য-লহরী

উপস্থাস-মালার

১৪০ নং উপস্থাস

পেশাদারী প্রতিহিংসা

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘাট লেন, কলিকাতা

‘রহস্য-লহরী’ বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে

শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

‘রহস্য-লহরী’ কার্যালয়—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ টাকা,—মূলত সাধাবণ, বাব আনা মাত্র

পেশাদারী প্রতিহিংসা

প্রথম ধাক্কা

ওয়াল্ডোর পথভ্রান্তি

কলির ভীম ওয়াল্ডো অনেক চিন্তার পর এক দিন অপরাহ্নে তাহার স্বপুত্র ও বেগবান মোটর-সাইকেল চাপিয়া বায়ু সেবন করিতে চলিল। লণ্ডনের আইড-পার্ক নামক উদ্ভানের দক্ষিণাংশে নাইটস-ব্রীজ নামক পল্লী ; সেই পল্লীর পার্শ্ববর্তী সেই সবেগে মোটর-সাইকেল চালাইতে লাগিল।

সে নাইটস-ব্রীজ পল্লীর সুবিখ্যাত বণিক, প্রাচীন যুগের দুর্লভ মনোহারী দ্রব্য-বিক্রেতা মিঃ অস্কার মেটল্যাণ্ডের স্তরহং দোকানের কিছু দূরে থাকিতেই দোখতে পাইল—সেই পথে অধিক জন-সমাগম নাই, পথ অপেক্ষাকৃত নির্জন। সেই পথে তখন শকটাদিরও অভাব লক্ষিত হইল।

ওয়াল্ডো মনে মনে বলিল, “পথে তেমন জনতা নাই, গাড়ী চাপা দিয়া মানুষ মাঝিবার সম্ভাবনা অল্প ; তথাপি একটু সতর্ক ভাবেই চলিতে হইবে। এই পথটুকু একরূপ বেগে সাইকেল চালাইব যে, কোনও সিনেমার ফিল্মওয়াল তাকাদেঁ আমার ছবি তুলিয়া লইত ; কিন্তু কোন দিকে কোন ফিল্মওয়াল নাই। — র পূর্ণ বেগে গাড়ী ছাড়ি। বন্টায় সাঠ মাইল বেগ মন্দ হইবে না।”

ওয়াল্ডো বায়ুবেগে সেই পথে গাড়ী চালাইয়া দিল। যে ছই চারিজন পার্থক সেই পথে চলিতেছিল—তাহারা সভয়ে তাড়াতাড়ি ফুটপাথে উঠিয়া বিশ্বয়-বিস্ফারিত নেত্রে ওয়াল্ডোর দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ অশ্রুট স্বরে বলিল, “লোকটা পাগল না কি ? না, গাড়ীর বেগ থামাইতে পারিতেছে না ? এখনই কোথাও ধাক্কা লাগিয়া মারা পড়িবে !”

একজন বলিল, “লোকটা ক্যাপাই বটে !” (He's mad !)

ওয়াল্ডো গাড়ীর সম্মুখে বুঁকিয়া-পড়িয়া, দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ছুটিয়া চলিল ; ইঞ্জিনের গর্জন-ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ।

এই পথের ধারে মিঃ মেটল্যাণ্ডের দোকান । ওয়াল্ডো পূর্বে দুই দিন সবেগে গাড়ী চালাইয়া মেটল্যাণ্ডের দোকান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল ; কিন্তু সেই দুই দিনই দোকানের সম্মুখস্থ কাচের বাতায়নের সম্মুখে দুই চারি জন লোক ছিল । জানালায় অস্ত্র ধারে যে সকল ছুপ্রাপা মনোহারী পণ্যরাশি থরে থরে সজ্জিত ছিল, পাথকেরা পথের ধারে দাঁড়াইয়া একাগ্র চিত্তে তাহাই দেখিতেছিল ; এই জন্তই ওয়াল্ডো দোকানের নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল । কিন্তু সেদিন সে মেটল্যাণ্ডের দোকানের কাচের বাতায়নের সম্মুখে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না । সম্মুখে কোন্‌ কাণ্ড না দেখিয়া ওয়াল্ডো মোটর-সাইক্লসহ পূর্ণ-বেগে সেই জানালার উপর আসিয়া পড়িল । বন্-বন্-ব্বনাৎ !—

প্রচণ্ড বেগে ধাবমান গাড়ীর মাথার ধাক্কা লাগিবামাত্র জানালার কাচ শত-খণ্ডে ভাঙিয়া পড়িল । ওয়াল্ডো সেই ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া তাহার মোটর-বাইক সহ প্রচণ্ড বেগে দোকানে প্রবেশ করিল ।

দোকানের ভিতর নানা প্রকার বহুমূল্য, প্রাচীন যুগের হ্রলভ মনোহারী দ্রব্য থরে থরে সজ্জিত ছিল । ওয়াল্ডোর গাড়ীর ধাক্কাই সেগুলির কতক ভাঙিল, কতক বা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল । ওয়াল্ডো যেন ঝাঁক সামলাইতে পারে নাই এই ভাবে কতকগুলি জিনিসের উপর ছিটকাইয়া পড়িল, তাহার মোটর-সাইক্ল ঘুরিতে ঘুরিতে আর এক দিকের কতকগুলি মূল্যবান পণ্য দ্রব্যের উপর কাত হইয়া পড়িল ।

ভাঙ্গা জানালা দিয়া দুই চারিজন কোতুহলী পাথক দোকানে প্রবেশ করিল ; চারি দিকে উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল । সকলে সভয়ে চাহিয়া দেখিল— ওয়াল্ডো মৃতবৎ স্তব্ধভাবে পড়িয়া আছে ! তাহার ভাবিল—পাগলটা গাড়ী হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া মরিল না কি ?

কিন্তু ওয়াল্ডো মরিল না, এমন কি, তাহার চেতনাও বিলুপ্ত হইল না !

সে চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া-থাকিয়া বুঝিতে পারিল—কাচের আঘাতে তাহার কপাল ও হাতের হই এক স্থান কাটিয়া গিয়াছে, এবং বাঁ-হাঁটু ছড়িয়া গিয়াছে ; কিন্তু সে মুচ্ছিত হইয়াছে—দর্শকগণের মনে এই ধারণা উৎপাদনের জন্ত হাত পা নাড়িল না। দেহের কোন অংশে আঘাত লাগিলে ওয়াল্ডো যাতনা বোধ করিত না ; দেহ হইতে রক্তের স্রোত বহিলেও সে কাতর হইত না। কেহ তাহার দেহে ছুরি বিঁধাইয়া দিলে সে মুখ বিকৃত করিত না, একটু হাসিত মাত্র ! জানি না এরূপ সহিষ্ণুতা রক্ত মাংসের দেহের পক্ষে স্বাভাবিক কি না ; কিন্তু আমি ব্রেক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—তাহার দেহের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

তথাপি ওয়াল্ডো কি উদ্দেশ্যে এইরূপ হঃসাহসের কার্যে প্রবৃত্ত হইল ? মিঃ মেটল্যাণ্ডকে এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার কারণ কি ? বাহ্য দৃষ্টিতে তাহার এই কার্য্য উন্মাদের কার্য্য বলিয়াই ধারণা হয় ; কিন্তু সে আকস্মিক উদ্ভ্রম না—উত্তেজনার বশীভূত হইয়া এই কার্য্য করে নাই। দুই দিন পূর্বেই সে এজন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার মোটর-সাইকেলের সম্মুখে পড়িয়া কেহ আহত হইতে পারে—এহ আশঙ্কায় সে ইহাতে নিরস্ত ছিল। তাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা সে পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে জানিত, যদি সে সেই পুরু কাচের চাদরের জানালায় সমান ভাবে আঘাত করিতে পারে তাহা হইলে জানালায় কাচ সমানভাবে ভাঙিয়া, সাইক্ল সহ দোকানের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহাতে সে সামান্য আহত হইতে পারে—ইহা বুঝিলেও সেই আশঙ্কায় সে চঞ্চল বা নিকৃৎসাহ হয় নাই।

ওয়াল্ডো একথাও জানিত যে, যে সকল শিল্পী চলচ্চিত্রের ফিল্ম প্রস্তুতে সাহায্য করে, তাহারা এই ভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাচের চাদর ভেদ করিয়া (through great sheets of plate-glass) মোটর-সাইক্ল পরিচালিত করে ; বাহাহুরী দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তাহারা এই কার্য্য করিয়া থাকে। ওয়াল্ডোর সেরূপ বাহাহুরী প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল না ; সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছিল। তাহার চেষ্টা সফল হইল দেখিয়া সে আনন্দিত হইল।

সে অধিক আহত না হইলেও তাহার ললাট বিদীর্ণ হইয়া শোণিতের স্রোত

বহিল। সে সেই দোকানের ভিতর তাহার মোটর-সাইক্ল হইতে নিষ্কিপ্ত হইয়া এক পাশে জড়ের মত পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার অবস্থা সেইরূপ শোচনীয় হয় নাই ; লোক দেখাইবার জন্তই সে ঐ ভাবে পড়িয়া রহিল।
(a condition that was more assumed than real.)

সেই দোকানের একটি কেরাণী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল ; এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সে বিবর্ণ মুখে সভয়ে বলিল, “মিঃ মেটল্যাণ্ড, কি সর্বনাশ হইয়াছে দেখুন।”

কিন্তু দোকানের মালিক অস্কার মেটল্যাণ্ডকে আহ্বান করিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ মেটল্যাণ্ড তখন দোতালার সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল। লোকটি দোতালার তক্তার ঘাড় জঁঘ বঁাকা, মুখ দাড়ি গোফ-বজ্জিত ; তাহার নাসিকা দীর্ঘ, এবং নাসাগ্র বাজের চকুর মত জঁঘ বক্র, যেন শিকার করা—অর্থাৎ মল্লম্ভ-শিকারই তাহার স্বাভাবিক কার্য্য। তাহার চক্ষু দুটি কোটরপ্রবিষ্ট, নিবিড় ক্র দ্বারা তাহা আবৃতপ্রায়।

ওয়াল্ডো যে সময় মেটল্যাণ্ডের কাচের জানালা সশব্দে চূর্ণ করিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, মেটল্যাণ্ড সেই সময় দোতালার গ্যালারী হইতে সিঁড়ি দিয়া नीচে নামিতেছিল। সে সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

তাহার কেরাণী বিবর্ণ স্বরে বলিল, “মিঃ মেটল্যাণ্ড, দোকানের ভিতর একটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটয়া গেল ! একটা লোক মোটর বাইকের গুঁতায় আমাদের দোকানের জানালা ভাঙিয়া গাড়ীসহ দোকানে ঢুকিয়াছে। বোধ হয় লোকটা মারা গেল !”

মিঃ মেটল্যাণ্ড বলিল, “আমার চোখ আছে হে বাপু ! তোমার কি ধারণা—আমি কিছুই দেখিতে পাই না ?”

মেটল্যাণ্ড অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সিঁড়ি হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। সেই সময় দুইজন পুলিশ কন্স্টেবল সেই ভাঙা জানালার ভিতর দিয়া

দোকানে প্রবেশ করিল ; একদল পথিকও সেই পথে দোকানে প্রবেশ করিতে উত্তত হইয়াছে দেখিয়া তাহার তাহাদিগকে দোকানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল ।

মেট্‌ল্যাণ্ড একজন কন্‌ষ্টেবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “কি ভয়ানক কাণ্ড ! লোমহর্ষণ ব্যাপার ! কিন্তু এই সর্বনাশ কিরূপে ঘটিল ? লোকটার কি অবস্থা হইয়াছে দেখিতেছ ? নির্ঝোঁধ গাধা, না পাগল ? পাগল না হইলে কেহ এরকম কাণ্ড করে ? কাণ্ডজ্ঞানবজ্জিত উন্মাদ, উহার মর্যাদা উচিত । হতভাগা আমার সর্বনাশ করিয়া মরিয়া গেল !”—মেট্‌ল্যাণ্ড ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, নিদারুণ উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল ; কিন্তু ওয়াল্ডোর অবস্থা দেখিয়া তাহার একটু ভয়ও হইল ।

কন্‌ষ্টেবল মেট্‌ল্যাণ্ডের কথা শুনিয়া একটি কথাও বলিল না ; কেননা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল । তাহার পর বিক্ষিপ্ত পণ্যদ্রব্যগুলি সরাইয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে ওয়াল্ডোর প্রসারিত দেহের নিকট উপস্থিত হইল ।

কন্‌ষ্টেবলকে মূল্যবান ও দুর্লভ পণ্যদ্রব্যগুলির ভিতর দিয়া ওয়াল্ডোর নিকট অগ্রসর হইতে দেখিয়া মেট্‌ল্যাণ্ড সরোষে বলিল, “তুমি ও করিতেছ কি ? বোকার ধাড়ী ! আমার জিনিসপত্রগুলো কি পায়ের ধাক্কা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ? তুমি কি সতর্ক ভাবে—”

কন্‌ষ্টেবল মেট্‌ল্যাণ্ডের কথায় বাধা দিয়া বলিল, “খামুন মশায় !—এই বেচারার সাংঘাতিক অবস্থা ; এ সময় সতর্কভাবে আমার পিঁ চালাইবার ফুরসৎ কোথায় ? আপনার দোকানের এই সকল জিনিস অপেক্ষা উহার জীবন অধিক মূল্যবান মনে করি ।”

কন্‌ষ্টেবল দ্বিতীয় পুলিশম্যানকে আহ্বান করিয়া বলিল, “এদিকে এস তাই, আমাকে একটু সাহায্য কর ।”

দ্বিতীয় পুলিশম্যান বলিল, “তোমাকে সাহায্য করিতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু এ কাণ্ড কিরূপে ঘটিল ?”

প্রথম কন্‌ষ্টেবল, বলিল, “কিরূপে ঘটিল—তাহা শুনিয়া কি লাভ ? লোকটাকে

অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে ; এক্সট্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালের গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করা চাই। তবে আমার বিশ্বাস, উহাকে এখন হাসপাতালে পাঠাইয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে না ; বেচারার মরিয়া না থাকিলেও হাসপাতালের পথেই মারা যাইবে।”

কন্টেবল ওয়াল্ডোর মাথার কাছে খুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার মাথাটা সতর্কভাবে ও অতি ধীরে উচু করিয়া তুলিল, এবং গভীর সহানুভূতি ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার এই প্রকার সদাশয়তার পরিচয় পাইয়া ওয়ালডো আনন্দিত হইল।

কন্টেবল ওয়াল্ডোর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া, তাহার নাকে ও বুকে হাত দিল ; — শুষ্ঠার পর অশ্রুট স্বরে বলিল, “হুম্ ! যে রকম দেখাইতেছে, তত খারাপ নয় ; (not so bad as he looks.) বুকের স্পন্দন আছে ; নিশ্বাসও স্বাভাবিক ভাবেই পড়িতেছে। তবে কপালে যে আঘাত পাইয়াছে—তাহাতে মস্তিষ্কে ঝাঁকুনি লাগিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না ! ভিতরে হয় ত ভালিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। (he's probably smashed up inside.) আহা বেচারার ! গাড়ীর বেগ সামলাইতে না পারাতেই উহার এই দুর্দশা !”

মেট্‌ল্যাণ্ড ওয়াল্ডোর নিকটে আসিয়া কন্টেবলকে ব্যগ্রভাবে বলিল, “উহাকে শীঘ্র এখান হইতে লইয়া যাও ; তফাৎ কর, তফাৎ কর। দেখ দেখি আমার কি সর্বনাশ করিয়াছে ! ঐ গালিচাখানি আমি হাজার হাজার পাউণ্ডে কিনিয়াছি ; হজরত মহম্মদ উহাতে বসিয়া উপাসনা করিতেন। এই বহুমূল্য পবিত্র গালিচা উহার রক্তে কলঙ্কিত হইয়াছে। হাঁ, গালিচাখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর ঐ চেয়ারখানি—উহাতে বসিয়া লর্ড বায়রণ কবিতা লিখিতেন ; উহাও মহামূল্য সম্পত্তি। চেয়ারখানি উল্টাইয়া পড়িয়া উহার একটি পায়া খসিয়া গিয়াছে। আমার সর্বনাশ হইয়াছে ! এ পাপ শীঘ্র এখান হইতে বিদায় কর।”

কন্টেবল বলিল, “আপনি তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে ? এম্বুলেন্স আসিলেই ইহাকে হাসপাতালে পাঠাইব ; তাহার পূর্বে ইহাকে সরাইবার উপায় নাই। আপনি কিঞ্চৎ জল আনাইয়া দিয়া ইহার উপকার করুন।”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “কিন্তু আমার এই সকল মহামূল্য প্রাচীন জিনিসের দল রক্ষা—”

কন্স্টেবল বাধা দিয়া বলিল, “চুলোয় যাক আপনার জিনিস!—এদিকে একটা লোক জন্ম হইয়া মারা পড়ে—তাহা আপনি দেখিয়াও দেখিতেছেন না? এই জিনিসগুলার উপরেই আপনার বেশী দরদ! খুব ত ব্যবসাদারী বুদ্ধি! এই বিপন্ন হতভাগ্যকে একটু সাহায্য করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত নাই! অথচ আপনার এক্সপ ব্যস্ত হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি শু দোকানের সকল জিনিসই ইন্সিয়োর করিয়া রাখিয়াছেন। কেমন, এ কথা কি সত্য নয়?”

মেটল্যাণ্ড কোন কথা না বলিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ। এই ধাক্কা সামলাইয়া উঠা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা করিয়া ক্ষোভে দুঃখে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দোকানের বাহিরে ক্রমশঃ জনতা বদ্ধিত হইতে লাগিল। প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানিবার জন্ত সকলেই ব্যগ্রভাবে দোকানে প্রবেশের চেষ্টা করিল, এবং কন্স্টেবলের বাধা পাইয়া সোরগোল আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে হাসপাতালের গাড়ী আসিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার ভিতর হইতে হাসপাতালের দুই জন আর্দালী দোলা লইয়া দোকানে প্রবেশ করিল, এবং ওয়াল্ডোকে সেই দোলায় শয়ন করাইয়া সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

গাড়ী হাসপাতাল অভিমুখে ধাবিত হইল। যাহা যাহা ঘটিল, তাহা সমস্তই ওয়াল্ডো বুঝিতে পারিল। সে মুচ্ছিত ভাবে পড়িয়া থাকিয়া অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। মিঃ মেটল্যাণ্ড এই ক্ষতিতে কিরূপ বিচলিত হইবে—তাহাই সে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। ধাক্কার ফল সন্তোষজনক বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

ওয়াল্ডো কতকটা নিশ্চিত হইয়া মনে মনে বলিল, “আমি যেক্ষণ আশা

করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। যেটল্যাণ্ডকে জব্দ করিবার জন্ত কোন কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না। যদি আমি তাহাকে কোনও কৌশলে সাতটি বৎসরের জন্ত জেলে পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে সে সেই ধাক্কা সামলাইয়া জীবিত অবস্থায় জেলখানা হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয়ই তাহাকে জেলে পাঠাইবার একটা অব্যর্থ উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। হাঁ, এবার তাহাকে সাতটি বৎসর জেলে পাঠাইব; তাহার হাড় কখনা জেলখানার গোরেই মাটি হইবে।”

দ্বিতীয় ধাক্কা

মিঃ ব্লেকের ধারণা

বাইটস-ব্রীজ পরীতে পুরোঁক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার কয়েক ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেকের সুযোগ্য সহকারী স্থিথ সাক্ষ্যভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল। সে দোতালায় উঠিয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল ; কিন্তু মিঃ ব্লেককে সেখানে দেখিতে পাইল না। তখন সে মিঃ ব্লেকের লেবরেটরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মিঃ ব্লেক দুইটি কাচের নলে দুই প্রকার তরল পদার্থ ঢালিয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় রত আছেন।

স্থিথ তাঁহাকে ব্যস্ত দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিল না ; সে একখানি চেয়ারে বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক পরীক্ষা শেষ করিয়া স্থিথের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং মুহূর্ত্তে বলিলেন, “খবর কি স্থিথ ?”

স্থিথ বলিল, “আজ সন্ধ্যার কাগজ দেখিয়াছেন কৰ্ত্তা ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না স্থিথ আজ আমি সাক্ষ্য কাগজ দেখিবার অবসর পাই নাই, আর তাহা দেখিবার জন্ত আমার আগ্রহও হয় নাই। আজ সন্ধ্যার কাগজে পড়িবার মত কিছু আছে না কি ?”

স্থিথ বলিল, “হাঁ কৰ্ত্তা, মেটল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ‘প্যারা’ বাহির হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মেটল্যাণ্ড ? তুমি কি অস্কার মেটল্যাণ্ডের কথা বলিতেছ ?”

স্থিথ বলিল, “হাঁ কৰ্ত্তা, অস্কার মেটল্যাণ্ডই বটে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার কি খবর বাহির হইল ? তুমি কি বলিতে চাও যে কোন ব’সের চাকার নীচে পড়িয়া পঞ্চদ লাভ করিয়াছে, না—সিঁড়ি হইতে

পড়িয়া তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে ? মেটল্যাণ্ডের মত পাজী লোকগুলোকে ত এ ভাবে মরিতে দেখা যায় না। তাহারা ভদ্রলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, এবং যমও বোধ হয় তাহাদিগকে ভয় করে !”

শ্রীথ গম্ভীর ভাবে বলিল, “হাঁ কৰ্ত্তী, যাহারা ভাল, তাহারাই আগে চলিয়া যায় ! (it's the good ones who go.) ছুংখের বিষয়, পৃথিবীর নোংরা কুকুরগুলো (world's dirty dogs) নানা অপকৰ্ম্ম করিয়াও ফাঁকি দিয়া সাঁচিয়া যায়। এ কথা কি সত্য নয় কৰ্ত্তী !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, কিছু কালের জন্য ফাঁকি দিতে পারে বটে ; কিন্তু তাহাদের ফাঁকিবাঁজি দীর্ঘকাল চলে না ! এক দিন তাহাদিগকে পাপের ফল ভোগ করিতেই হয় ; ইহা পরমেশ্বরের অব্যর্থ বিধান। কিন্তু তুমি মেটল্যাণ্ডের কথা কি বলিতেছিলে ?”

শ্রীথ বলিল, “আমি অধিক কিছু জানিতে পারি নাই। একটা বোকা কি ক্যাপা আজ বৈকালে মোটর-বাইকে চাপিয়া তাহার দোকানের কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া সবেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল ; হাঁ, বাইক সমেত কৰ্ত্তী ! মেটল্যাণ্ডের দোকানের অনেক হুর্ল্ড মূল্যবান জিনিস ভাঙ্গিয়া তছ-নছ করিয়া ফেলিয়াছে ! পুলিশ পাগলটাকে এম্বুলেন্সে তুলিয়া হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু গাড়ীখান হাসপাতালে উপস্থিত হইলে পাগলটিকে আর সেই গাড়ীতে পাওয়া গেল না ; সে একদম ফেরার !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কে একদম ফেরার ? সেই মোটর-সাইকেলের আহত আরোহীটা ?”

শ্রীথ বলিল, “হাঁ কৰ্ত্তী, সে বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল ! এই জন্তই ত সংবাদটা পড়িয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছি। লোকটার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, নড়িবার শক্তি ছিল না, চেতনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত ; সকলেই ভাবিয়াছিল—হাসপাতালে পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইবে ; কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছিবার পূর্বেই সে শশরীরে সরিয়া পড়িল ! আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে কৰ্ত্তী ! সেবার এরোনেন হইতে আর একটা পাগল একজন আগেহীর পক্ষাশ হাজার পাউণ্ডের

হীরা কাড়িয়া লইয়া, নীচে লাফাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। শেষে আমরা জানিতে পারিলাম সে পাগলও নহে, নিকোঁধও নহে ; সে অদ্ভুতকৰ্ম্মী ওয়াল্ডো ! এই ব্যাপারটাও সেই রকম অদ্ভুত। এ ওয়াল্ডোর মত লোকেরই কায !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, এ ওয়াল্ডোরই কায।”

শ্বিথ সবিস্ময়ে বলিল, “আপনি বলেন কি কৰ্ম্মী ! সে লোকটা ওয়াল্ডো ?”

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “হাঁ, সে ওয়াল্ডো ভিন্ন অন্য কেহ নহে।—সে নিশ্চয়ই ওয়াল্ডো।”

শ্বিথ বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “নিশ্চয়ই কেন বলিতেছেন কৰ্ম্মী ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কারণ ঐরূপ কার্য্য এবং আহত অবস্থায় ঐ ভাবে পলায়ন ওয়াল্ডো ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। বিশেষতঃ, আমার বিশ্বাস ছিল—শীঘ্রই তাহাকে কোন অসাধারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে দেখিব। ওয়াল্ডো সরে জেলার ঠোক পুড়ুণীর অদূরে যে প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে প্যারচুট-সাহায্যে এরোপ্লেন হইতে নামিয়াছিল সেই আরণ্য-নিবাসের মালিক সার রড্‌নে ডুমগুয়ের সঙ্গে তাহার কোন রকম চুক্তি হইয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সেই সময় আমি বুঝিয়াছিলাম—ওয়াল্ডো শীঘ্রই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে।”

শ্বিথ বলিল, “আপনার অনুমান বোধ হয় সত্য।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য।—দেখি তোমার কাগজ, উহাতে কি লিখিয়াছে আগে তাহাই পড়িয়া দেখি।”

মিঃ ব্লেক কাগজখানি হাতে লইয়া নিদ্রিষ্ট অংশটি পাঠ করিলেন ; তাহার পর মুখ তুলিয়া শ্বিথকে বলিলেন, “ওয়াল্ডো ভিন্ন অন্য কোন লোক এরূপ অসমসাহসের কায করিতে পারিত না। সে মোটর-সাইক্ল চালাইয়া জা লার কাচ ভাঙ্গিয়া অনায়াসে দোকানে প্রবেশ করিল, বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হইল না। সে গাড়ী হইতে ছিটকাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, তাহার কপাল কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল ; সকলেই ভাবিল—তাহার আসন্ন কাল উপস্থিত ! . তাহাকে এম্বুলেন্সে তুলিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। এম্বুলেন্স হাসপাতালে

উপস্থিত হইলে দেখা গেল—সে এন্ডুলেন্স হইতে অদৃশ্য হইয়াছে ! সে নিশ্চয়ই এন্ডুলেন্স হইতে পলায়ন করিয়াছিল। ইহার কারণ—তখন তাহার কাষ শেষ হইয়াছিল; সেই কাষট ঐ ভাবে মেটল্যাণ্ডের দোকানে প্রবেশ ! সে কি উদ্দেশ্যে ঐ ভাবে মেটল্যাণ্ডের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল বলিতে পার ?”

শ্মিথ বলিল, “আপনার স্থির বিশ্বাস—ওয়াল্ডোই সেই লোক ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাষ দেখিয়া লোকের পরিচয় পাওয়া যায় ; ওয়াল্ডোর কাষই তাহাকে চিনাইয়া দিয়াছে।”

শ্মিথ বলিল, “কিন্তু ইহা আপনার অনুমান মাত্র। আপনি অনুমানকে ক্রম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কত দিন আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন কর্ত্তা ! এখন আপনি নিজেই অনুমানকে ক্রম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সকল অনুমান সত্য নহে ; কিন্তু কার্য্যফল দেখিয়া আমরা যাহা অনুমান করি—তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ঠিকিতে হয় না। জুলিয়ন্স গোল্ডবার্গের হীরাগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কি জানিতে পারিয়াছিলাম—তাহা ভবিষ্য দেখিলেই আমার কথা বুঝিতে পারিবে। আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম হীরাগুলি ওয়াল্ডোই আত্মসাৎ করিয়াছিল। পরে আমরা ওয়াল্ডোর অনুসরণ করিয়া জানিতে পারি—সে সার রড্‌নে ডুমুণ্ডের আরণ্য-নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।”

শ্মিথ বলিল, “আরণ্য-নিবাস না বলিয়া দুর্গ বলুন কর্ত্তা ! কি ভয়ানক উচ্চ প্রাচীর, তাহার উপর ইম্পাতের ফলা-বসানো ! তিতরে বুনো শিয়ালের পাল দাঁত বাহির করিয়া পাহারা দিতেছে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার রড্‌নের আরণ্য-নিবাস কি কারণে ঐরূপ দুর্লভ্য প্রাচীর-বেষ্টিত, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে। যদিও আমরা বিশ্বাস করিতে পার না, তথাপি আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম—ওয়াল্ডো সার ডুমুণ্ডের সহিত কোনও একটা সর্ভে আবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সর্ভ অনুসারে সে পুলিশের হাতে ধরা দিতে রাজী হইয়াছিল ; কারণ সে বুঝিয়াছিল—সে ধরা দিলে পুলিশ সার রড্‌নের সহিত তাহার আত্মগত্যা অবিশ্বাস করিবে। সার রড্‌নের সহিত

তাহার কোন গুপ্ত পরামর্শ হইয়াছে ইহাও কেহ বিশ্বাস করিবে না। ওয়াল্ডো পুলিশের হাতে ধরা পড়িলেও পুলিশ তাহাকে থানা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে নাই; পথিমধ্যেই সে হাতকড়ি ভাঙ্গিয়া পুলিশের চলন্ত মোটর-কার হইতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই সময়েই আমরা বৃষ্টিতে পারিয়াছিলাম—ওয়াল্ডোর ব্যবহার সরল নচে, সে কোন দুর্ভিসন্ধিতেই ঐ সকল কাজ করিয়াছিল।”

স্মিথ বলিল, “হাঁ, সেই জন্তই আপনি সার রড্‌নের অতীত জীবনের বিবরণ জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারি—সার রড্‌নে পারস্ত দেশে তেলের কারবার আরম্ভ করিবার প্রায় কুড়ি বৎসর পরে বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু সাইমন কার্ল, হুবাট রোরিক, ও অস্কার মেটলাগ নামক তিন জন নর-প্রেত ক্রমাগত দশ বৎসর কাল তাঁহার কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া জোঁকের মত তাঁহাকে শোষণ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়া তাঁহার সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধাংশ আত্মসাৎ করিয়াছিল! তাহাদের পীড়ন অসহ্য হওয়ায়, তিনি পুলিশের সাহায্যে সেই তিন নর-পিশাচকে তিন বৎসরের জন্ত কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন। আমার মনে হয়—সেই অপরাধে তাহাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইলেই সঙ্গত হইত। তিন বৎসরের কারাদণ্ড অত্যন্ত লঘু দণ্ড হইয়াছিল।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “দেখ স্মিথ, যাহারা ভদ্রলোকের কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া উৎকোচ আদায় করে, তাহাদের মত নর-পিশাচ মনুষ্যসমাজে বিরল; তাহাদের অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধের তুলনা হইতে পারে না। ইহারা মনুষ্য-সমাজের কলঙ্ক, পৃথিবীর ভারস্বরূপ। এক্ষণে ঘনান্যাতরিত হুজ্জন সমাজে বাস করিবার অযোগ্য।—এই তিন জন লোক তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সার রড্‌নেকে হত্যা করিবে।”

স্মিথ বলিল, “কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা সার রড্‌নের জীবন বিপন্ন করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া, সেই বিজন অরণ্যে একাকী বাস করিতেছেন! প্রাণভয়ে তাঁহাকে বাড়ীঘর, সমাজ,

আত্মীয় স্বজন, আমোদ-প্রমোদ সকলই ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এ সকল কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে ওয়াল্ডো কি ভাবে বিজড়িত তাহা বুঝিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডো তাঁহার আরণ্য-নিবাসে উপস্থিত হইয়া নিজের পরিচয় দিলে, সার রড্‌নে তাহার অসাধারণ শক্তি ও সাহসের বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ওয়াল্ডোর সাহায্যপ্রার্থী হইলে, আমার বিশ্বাস— ওয়াল্ডো তাঁহাকে শত্রুকবল হইতে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার শত্রুদের নিশ্চুল করিবে বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন সার রড্‌নের সহিত ওয়াল্ডোর আর কি চুক্তি হইতে পারে? সার রড্‌নেকে অভয় দান করিতে হইলে, ওয়াল্ডো তাঁহাকে ইহা ভিন্ন আর কোন কথা বলিতে পারিত? আমি মনে মনে সকল কথার আলোচনা করিয়া এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছি স্থিথ! আমার এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে; এবং মোটর-সাহকের আরোহী পলায়ন-সংবাদ শুনিয়া—এই সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ সত্য, এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।”

স্থিথ ধীরে ধীরে মাথা চুলকাইয়া বলিল, “তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস—ওয়াল্ডো সার রড্‌নের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহা পালন করিবার স্থচনাস্বরূপ সে ঐ ভাবে মেটল্যাণ্ডের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল?—এই বার সে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, এইরূপই আমার বিশ্বাস।”

স্থিথ বলিল, “কিন্তু শত্রুদমনের জন্য ওয়াল্ডো যদি এই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা হইলে ইহাতে তাহার নিকুঙ্কিতাই প্রকাশ পাইতেছে কর্ত্তা! সে মেটল্যাণ্ডের দোকানের সোজা পথ ছাড়িয়া, কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া দোকানে প্রবেশ করিল! তাহার এই কার্যে মেটল্যাণ্ড কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে স্বীকার করি; কিন্তু সে ত দোকানের দরজা দিয়াই দোকানের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত। তাহার ও ভাবে আহত হইবার কি প্রয়োজন ছিল? আঘাতটা গুরুতর হইলে তাহার জীবনেরও আশঙ্কা ছিল।—ইহা বোকামী ভিন্ন আর কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডো কি উদ্দেশ্যে কখন কোন্ কাজ করে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন, কিন্তু তাহাকে বোকা মনে করিয়া নিজের বুদ্ধির তারিফ করা অত্যন্ত সহজ ; সত্যই ওয়াল্ডো নির্বোধ নহে, পাগলও নহে। ঐক্লপ আঘাতে সে মরিবে না—ইহা কি সে জানিত না ? ওয়াল্ডোর মত অদ্ভুত প্রকৃতির লোক আমি আর একটিও দেখি নাই, এবং সে কোন্ কার্য্য কি উদ্দেশ্যে করে—তাহাও এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ! তবে সে যে অস্কার মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।”

স্মিথ বলিল, “তাহার এই কার্য্যে আমাদেরকে বাধা দিতে হইবে ত ? কখন আমরা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব কর্তী ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমরা তাহার কাষে বাধা দিব না, তাহার বিরুদ্ধেও দাঁড়াইব না।” আমাদের এই অনধিকারচর্চার কি কোন প্রয়োজন আছে স্মিথ ! লঙনের তিনটি রক্ত-শোষী দানবের দমনের ব্যবস্থা হইয়াছে বুঝিয়া আমার মনে একটু আনন্দ হইয়াছে—এ কথা আমি অস্বীকার করিব না।”

স্মিথ বলিল, “ওয়াল্ডো এবার আইনের পক্ষ-সমর্থনে উত্তত হইয়াছে ; ইহা তাহার পক্ষে নূতন বটে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অনুমান সত্য নহে। ওয়াল্ডো যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে তাহা আইনের অন্তর্কূল নহে, এবং তাহার শত্রুদমনের পন্থাটিও তাহার পক্ষে নূতন নহে। সে মিঃ রোসেনের হীরাগুলি উদ্ধারের জন্য যে ভাবে ক্রাস্কির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল, তাহা কি বৈধ হইয়াছিল ? না, বৈরনির্ঘাতনের সেই কৌশল তাহার পক্ষে নূতন ? ওয়াল্ডোর সকল কার্য্যই ঐ প্রকার অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় পাইবে ; উহাই তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব। তাহার জীবন-যাত্রার প্রণালীতে অসাধুতারই পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু অনেক বিষয়েই তাহার স্বভাবে শিশুর ত্রাণ সরলতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ওয়াল্ডো আমাকে যাহা বলিবে—তাহা আমি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। নানা কারণে আমি তাহাকে স্নেহ করি। অনেক বিষয়ে সে আমার শত্রুর পাত্র ; তবে তাহার জীবন-যাপনের প্রণালীটো আমার নিকট অত্যন্ত আপত্তজনক। তাহার

এই প্রকার ব্যবহারের জন্তই আমি আন্তরিক দুঃখিত। যদি সে সংসারী হইয়া কোন সিনেমা-নিষ্ঠাতার দলে যোগ দান করিত, তাহা হইলে এত দিন সে বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে পারিত।”

স্মিথ বলিল, “এখানেই ত বিপদ কর্তী! পুলিশ কি তাহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া ‘বাইস্কোপের’ ছবিতে বাহাদুরী দেখাইতে দিত? পুলিশ-কোপে পড়িয়া এত দিন তাহাকে জেলখানায় ঢুকিয়া ঘানি টানিতে হইত! ওয়ালডো সংপথে থাকিতে পাইলে বোধ হয় কুপথে যাইত না; কিন্তু তাহার সে সুবিধা কোথায়? (what chance has he?) সে ফেরারী আসামী। তাহার বিরুদ্ধে এ কাল পর্যন্ত যতগুলি অভিযোগ হইয়াছে—সেই সকল অভিযোগে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তন্নিম্ন আমার বিশ্বাস—এক স্থানে স্থির হইয়া থাকা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই সকল গোঁয়ারের কাযই তাহার ভাল লাগে; তবে তাহার একটা মহৎ গুণ আছে—সে কখন হীন চাতুরীর (dirty trick.) সাহায্য গ্রহণ করে না। কেহ উৎপীড়িত হইলে তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সে বলবান উৎপীড়ককে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করে। আমি ওয়ালডোকে সাধারণ অপরাধী মনে করিতে পারি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু অসাধারণ হইলেও সে অপরাধী। সে সর্বদা বে-আইনি কায করে। কে তাহার বে-আইনি কার্যের সমর্থন করিবে? এবার সে কি ভাবে চলে—সে দিকে আমি লক্ষ্য রাখিব; সার রড্‌নের জন্ত আমার একটু হুশিয়ারতা হইয়াছে।”

স্মিথ বলিল, “তিনি ওয়ালডোর দলে মিশিয়াছেন বলিয়া?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হী, আমার বিশ্বাস—সার রড্‌নে ডুমগু খাঁটি মানুষ; সং লোক বলিয়া তাঁহার সুনাম আছে। কিন্তু ওয়ালডোর কথাবার্তা শুনিয়া, তাহার শক্তি ও সাহসের পরিচয়ে তিনি তাহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ওয়ালডোর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে; যে তাহার সংস্পর্শে আসে—তাহাকেই সে ভুলাইতে পারে। এতন্নিম্ন তাহার বলিষ্ঠ দেহ ও সৌম্য মূর্তি দেখিয়া সার রড্‌নে বোধ হয়—”

শ্মিথ বলিল, “তা তিনি মুগ্ধ হউন ; ওয়াল্ডো যদি ঐ তিনটা হৃদাস্ত ইতর পশুর মাথা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে—তাহা হইলে তাহার কার্যো কেনই বা আমরা বাধা দিতে যাইব ? এই ভাবে ছুটির দমনই তাহার লক্ষ্য হইলে—এক দিন হয় ত সে পুলিশের ডিটে ক্টিভদের দলে যোগ দান করিতেও পারে !”

শ্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক একটু হাসিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না । অস্কার মেটল্যাণ্ডের প্রতি তিনি সম্মত ছিলেন না । ওয়াল্ডো তাহার কি কৃতি করিয়াছে—তাহা জানিবার জন্তও তাঁহার আগ্রহ হইল না ; কিন্তু ওয়াল্ডোর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ত, সে ভবিষ্যতে কি খেলা খেলিবে তাহা জানিবার জন্ত তিনি উৎসুক হইলেন । ওয়াল্ডো কি উদ্দেশ্যে মেটল্যাণ্ডের দোকানের জানালা ভাঙ্গিয়া মোটর-সাইক্ল সহ দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহাও জানিবার জন্ত তাঁহার আগ্রহ হইল । যাহারা ওয়াল্ডোকে না জানিত—তাহারা ওয়াল্ডোর কায দেখিয়া তাহা পাগলের খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারে নাই ; কিন্তু মিঃ ব্লেক জানিতেন, ওয়াল্ডো বিনা-উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিত না ।

তাহার কার্যো অস্কার মেটল্যাণ্ডের মনে আঘাত লাগিয়াছিল । ওয়াল্ডো তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বঝিতে পারিয়াছিল—সে এইরূপ ধাক্কা পুনঃ পুনঃ সহ করিতে পারিবে না । ওয়াল্ডো সার রডনে ডুমণ্ডের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল—সে বিনা রক্তপাতে তাঁহার তিনজন শত্রুকেই নিগৃহীত করিয়া তাহাদের কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে, তাহাদের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করিবে । নরহত্যায় তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, সে কখনও কাহাকেও খুন করে নাই ।

ওয়াল্ডো বঝিতে পারিয়াছিল অস্কার মেটল্যাণ্ডকে যদি সে কোন কৌশলে সাত বৎসরের জন্ত কারাগারে পাঠাইতে পারে—তাহা হইলে সেই দণ্ড তাহার অপরাধের তুলনায় লঘু হইলেও, সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর আর তাহাকে কারাগারের বাহিরে আসিতে হইবে না ; কারাগারেই তাহার ইহ-জীবনের অবসান হইবে ; সুতরাং সার রডনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ।

তৃতীয় ধাক্কা

বর্জিয়া-কোটা

কলকাতায় নর্থবির দোকান বহুমূল্য প্রাচীন দ্রব্যাদির নিলামে-বিক্রয়ের স্থান। পূর্বোক্ত ঘটনার তিন দিন পরে সেখানে নিলাম উপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য নিলাম হইতেছিল সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি অনতিবাহ্য কারণে কাঠের কোটা ছিল। ইহা প্রাচীন যুগের বর্জিয়া বংশের সামগ্রী। কোটাটি তেমন সুন্দর নহে, অসাধারণও নহে; তাহার একমাত্র বিশেষত্ব—তাহা বহুপ্রাচীন বর্জিয়া বংশের ব্যবহৃত দ্রব্য। এই দুর্লভ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অনেক লক্ষপতির আগ্রহ হইয়াছিল। দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা ঐহাদের বাতিক, এবং তাহা ক্রয়ের জন্য ঐহারা সহস্র সহস্র পাউণ্ড ব্যয়ে কুষ্ঠিত নহেন, তাঁহারা এই কোটাটি ক্রয়ের জন্য সেই দোকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিলামকারী হাতে হাতুড়ি লইয়া টেবিলের কাছে বসিয়া ছিল, ক্রেতার দল তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ডাকের উপর ডাক চড়াইতেছিলেন। কাঠের কোটার দর ক্রমশঃ হীরা জ্বরতথ্যচিত খেত-কাঞ্চনের কোটাকেও ছাড়াইয়া উঠিল! আমাদের দেশ হইলে একপ দৃশ্য দেখিয়া মনে করিতাম কতকগুলি পাগল টাকার গরমে ফেঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐহারা সেই কোটাটি হস্তগত করিবার জন্য দরের উপর দর চড়াইতেছিলেন তাঁহারা বোধ হয় সোনার গিনিকে একটা তাহার শিকি পরমা অপেক্ষাও তুচ্ছ মনে করেন!

বিক্রেতা হাতুড়ি উত্তত করিয়া হাঁকিতে লাগিল, “তিন হাজার গিনি!—তিন হাজার গিনি এক, তিন হাজার দো!”

একজন ক্রেতা তাহার পশ্চাৎ হইতে হাঁকিলেন, “তিন হাজার পাঁচ শো!”

• নিলামকারী তাঁহার নাম লিখিয়া লইয়া পুনর্বার হাতুড়ি তুলিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “সাড়ে তিন হাজার গিনি! সাড়ে তিন হাজার এক; দেখুন

মহাশয়েরা, এই প্রকার বহুমূল্য প্রাচীন সামগ্রীর—সুবিখ্যাত বর্জিয়া বংশের স্মৃতি-চিহ্নের মূল্য সাড়ে তিন হাজার গিনি অপেক্ষা অনেক অধিক। সাড়ে তিন হাজার গিনি এক, সাড়ে তিন হাজার গিনি দো! যায়, জলের দামে এরকম মূল্যবান চিজ্ চলিয়া যায়!”—সে সম্মুখস্থিত লর্ড ব্ল্যাকউডের মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার হাঁকিল, “সাড়ে তিন হাজার গিনি এক, সাড়ে তিন হাজার গিনি দো!”—তাহার হাতুড়ি টেবিলের উপর পড়ে আর কি!

লর্ড ব্ল্যাকউড তৎক্ষণাৎ হাঁকিলেন, “চার হাজার গিনি!”

নিলামকারী পুনর্ব্বার হাঁকিতে লাগিল, “চার হাজার গিনি, চার হাজার গিনি এক—”

অস্কার মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্ল্যাকউডের অদূরে দাঁড়াইয়া নিলাম ডাকিতেছিল। যত্নাত্ম ক্রেতা আড়াই হাজার গিনি পর্য্যন্ত ডাকিয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন; তখন লর্ড ব্ল্যাকউডের সহিত অস্কার মেটল্যাণ্ডেরই ডাকের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। অস্কার মেটল্যাণ্ড ঐক্লপ প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পণ্যদ্রব্য নিজের দোকানে বিক্রয় করিলেও লর্ড ব্ল্যাকউডের স্ত্রায় ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহার একজন ধনবান মক্কেল (one of his wealthy clients) তাহার পক্ষ হইতে সেই কোটাটি ক্রয় করিবার জন্ত আদেশ করায়, সে ডাকের উপর ডাক চড়াইতেছিল; কিন্তু তাহার সেই মক্কেলও তাহাকে তিন হাজার গিনি অপেক্ষা অধিক ডাকিতে আদেশ করেন নাই; তথাপি মেটল্যাণ্ড জিদে পড়িয়া সাড়ে চারি হাজার গিনি পর্য্যন্ত ডাকিল।

লর্ড ব্ল্যাকউড মেটল্যাণ্ডের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে ডাকিলেন, “পাঁচ হাজার গিনি!”

নিলামকারী সহাস্তে হাতুড়ি তুলিয়া বলিল, “পাঁচ হাজার গিনি এক, পাঁচ হাজার গিনি দুই,—মিঃ মেটল্যাণ্ড! আর পাঁচ শ গিনি বেশী ডাকিবেন কি?”

মেটল্যাণ্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, “না, আমি আর এক পেনীও দর চড়াইব না। ইচ্ছা হয় ভূমি পাঁচ হাজার গিনিতে ডাক শেষ করিতে পার।”

নিলামকারী মুখ ভার করিয়া বলিল, “বড়ই হুঃখের বিষয় যে, দশ হাজার

গিনির মাল পাঁচ হাজার গিনিতেই ছাড়িতে হইল! পাঁচ হাজার গিনি—এক, পাঁচ হাজার গিনি—দো, পাঁচ হাজার গিনি—তিন।”—সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর হাতুড়ির ঘা পড়িল। বজ্জিয়া-কোটা লর্ড ব্ল্যাকউডের হস্তগত হইল। আনন্দে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল!

অতঃপর আরও কতকগুলি সামগ্রী নিলামে উঠিল। কিন্তু লর্ড ব্ল্যাকউডের বা অস্কার মেটল্যাণ্ডের তাহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা না থাকায় তাঁহারা তাহা ডাকিলেন না। লর্ড ব্ল্যাকউড সেই জনতার বাহিরে আসিয়া একটি কক্ষে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। সে দিন সেখানে যে সকল দ্রব্য নিলাম হইতেছিল, সেই সকল দ্রব্যের তালিকায় ইটালী দেশের একটি বহু পুরাতন সুদৃশ্য ফুলদানী ছিল; সেই জিনিসটির নাম তালিকার অনেক নীচে ছিল। যথাসময়ে তাহা নিলামে উঠিতে পারে—এই আশায় তিনি সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে মেটল্যাণ্ড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া লর্ড ব্ল্যাকউডের অদূরে উপবেশন করিল। তাহার মুখ গম্ভীর ও অগ্রসর। তাহার যে মঞ্চেলটি পূর্বোক্ত কোটা তিন হাজার গিনি পর্য্যন্ত ডাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি টেলিফোনে তাহাকে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া মেটল্যাণ্ড কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল।

মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্ল্যাকউডকে লক্ষ্য করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “লর্ড মহাশয়, আমার গৃহীতা মার্জনা করিবেন; আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনাকে একটি কথা বলিতে পারি।”

লর্ড ব্ল্যাকউড বিরক্তি ভরে বলিলেন, “আমাকে তুমি কি কথা বলিবে? যদি বজ্জিয়া-কোটা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার জন্ম তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে তাহা হইলে সে কথার আলোচনায় সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, তোমার কি বলিবার আছে বল শুনি।”

মেটল্যাণ্ড কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, “ইয়ে, তা, কি বলে—এই বজ্জিয়া-কোটা সম্বন্ধেই আপনাকে দুই একটি কথা বলিবার আছে বটে; কিন্তু আমি কোন অসঙ্গত কথা বলিব না। আমি আমার একজন সম্ভ্রান্ত মঞ্চেলের

পক্ষ হইতেই নিলাম ডাকিতেছিলাম; কিন্তু তাঁহার আদেশ ভিন্ন ঐ কোটার ডাক বাড়াইতে সাহস করি নাই। নিলামের পর তিনি টেলিফোনে আমাকে জানানিয়াছেন—আপনি যদি কিছু লাভ রাখিয়া কোটাটি তাঁহাকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি—”

লর্ড ব্ল্যাকউড মুখ রাঙ্গা করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আমি তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছি ঐ প্রসঙ্গের আলোচনায় তোমার সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।”

মেটল্যাণ্ড কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “তা বটে; কিন্তু আমার মক্কেল যদি ঐ কোটার বিনিময়ে ছয় হাজার গিনি প্রদান করেন?”

লর্ড ব্ল্যাকউড গর্জন করিয়া বলিলেন, “চুন্সোয় যাক তোমার মক্কেল! ছয় হাজার কেন, ষাট হাজার গিনি দিতে চাহিলেও সে উহা পাইবে না। ঐ কোটা বিক্রয়ের জন্ত ক্রয় করা হয় নাই। উহা আমার সম্পত্তি; আমি উহা বিক্রয় করিব না।”

নির্লজ্জ মেটল্যাণ্ড বলিল, “কিন্তু উহা ক্রয়ের জন্ত আমার মক্কেলের এক্ষণ আগ্রহ হইয়াছে যে—”

লর্ড ব্ল্যাকউড বলিলেন, “তাহার আগ্রহ বুঝিতে পারিলে তুমি নিলামের সময় আমার ডাকের উপর ডাক চড়াইতে, ছয় হাজার গিনি দর দিতে; তাহা তুমি কর নাই। তুমি আমাকে উহা পাঁচ হাজার গিনিতেই ক্রয় করিবার সুযোগ দিয়াছ; এজন্য তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র। হাঁ, তুমি আমার অনেকগুলি টাকা বাঁচাইয়া দিয়াছ। কারণ তুমি যত টাকা ডাকিতে, তাহার উপর ডাক চড়াইয়া আমি উহা ক্রয় করিতাম, উহা আমি তোমাকে লইতে দিতাম না। আমি কোটা ক্রয় করিয়াছি, আমিই উহা রাখিব; ইহাই আমার শেষ কথা।”

লর্ড ব্ল্যাকউডের স্পষ্ট কথা শুনিয়া মেটল্যাণ্ডের মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাহার ধনাঢ্য মক্কেলের নিকট মোটা রকম দাঁও মারিবার আশা করিয়াছিল; কিন্তু লর্ড ব্ল্যাকউডের কথা শুনিয়া সে নিরাশ হইল। তাহার উপর তাহার আশঙ্কা হইল—তাহার সেই মক্কেলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে কিঞ্চিৎ

তিরস্কারও সহ্য করিতে হইবে। মেটল্যাণ্ড অভ্যস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; অতঃপর সে কি বলিবে, কি করিবে, অবনত মস্তকে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সেই সময় তাঁহাদের অপরিচিত সুবেশধারী একজন ভদ্রলোক সেই কক্ষের অন্ত প্রান্তে বসিয়া একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতা উন্টাইতেছিল; কিন্তু লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের সহিত মেটল্যাণ্ডের যে খাদ্যবাদের চলিতেছিল—তাহা সমস্তই সে শুনিতেছিল।

মেটল্যাণ্ড কয়েক মিনিট পরে মাথা তুলিয়া লর্ড ব্ল্যাক্‌উডকে বলিল, “তাহা হইলে আপনি আমার কোন প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে সম্মত নহেন?”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড বলিলেন, “এ কথা কি পুনর্ব্বার বলিবার প্রয়োজন আছে?”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “যদি আমার মক্কেল ঐ কোটার জন্ত সাত হাজার গিনি দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন?”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “না। তুমি ত ভারী বেহায়া লোক হে! আমার সঙ্গে এরকম দোকানদারী করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? আমি ঐ কোটা কিনিয়াছি, এখন উহা আমার সম্পত্তি; আমার ঘরে যে সকল ছল্‌ভ প্রাচীন সামগ্রী সঞ্চিত আছে, এই বর্জ্জিয়া-কোটা তাহাদের মধ্যে সম্মানের আসন গ্রহণ করিবে। আমার সংগ্রহ সর্ব্বাস্বমুন্দের হইবে।”

মেটল্যাণ্ড হতাশ হইলেও জিদ ছাড়িল না, সে বলিল, “উহা আপনার ভ্রম মাত্র। এই কোটাটি আপনার প্রাচীন দ্রব্য-সংগ্রহের একবিন্দুও গৌরববৃদ্ধি করিবে না। উহা আপনার ঘরে থাকিলে—”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড সক্রোধে বলিলেন, “মুখ সামাল করিয়া কথা বল মিঃ মেটল্যাণ্ড! আমি তোমার ধৃষ্টতা দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়াছি, আর তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমি তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছি ঐ কোটা আমি বিক্রয় করিব না। তুমি তোমার সেই মক্কেলটিকে বলিতে পার—সে তাহার সমগ্র সম্পত্তির বিনিময়েও ঐ কোটা পাইবে না।—ইহাই আমার শেষ কথা, বুঝিয়াছ? •আমার আর কোন কথা বলিবার নাই।”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “আপনি অনর্থক রাগ করিতেছেন মহাশয়! আমার

প্রস্তাবে আপনার রাগের ত কোন কারণ নাই। আমার প্রস্তাবটি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব ভিন্ন অল্প—”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ বলিলেন, “কিন্তু এরূপ প্রস্তাবের প্রয়োজন কি? আমি নিজের ব্যবহারের জন্ত যে জিনিস ক্রয় করিয়াছি—তাহা কোন মূল্যেই বিক্রয় করিব না, একথা প্রথমেই বলিয়াছি; তথাপি তুমি নাছোড়বান্দা! আমার জিনিস আমি বিক্রয় করিব না। এই স্পষ্ট কথার উপর কি কোন কথা চলিতে পারে? না, চলা উচিত? যে তাহার জিনিস বিক্রয় করিবে না, তাহার নিকট সেই জিনিস বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অসঙ্গত, ও বিরক্তিকর, ইহা কি তোমার বুঝবার শক্তি নাই? কেন তুমি এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আমাকে বিরক্ত করিতেছ? ইহা তোমার অনধিকারচর্চা; বুঝিয়াছ? অত্যন্ত আপত্তিজনক। ইহার অধিক আর কি তোমাকে বলিতে পারি?”

মেটল্যাণ্ড উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “একজ্ঞ আমি দুঃখিত।” —সে ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কয়েক মিনিট পরে লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ ও উঠিয়া অল্প দিকে চলিলেন। তিনি বিপুল সম্পদের অধিকারী। তিনি যে ছলত পদার্থটি নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া দুই এক হাজার গিনি লাভ করিবার জন্ত তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না; বরং এরূপ প্রস্তাব অণমান-জনক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

যে লোকটি কিছু দূরে বসিয়া তাঁহাদের বাদানুবাদ শুনিতেন—সে অশ্রু-স্বরে বলিল, “বেশ মজা হইয়া গেল! আমার সৌভাগ্য যে, উহাদের সকল কথাই আমি শুনিতে পাইলাম! আমি এখানে না আসিলে কিছুই জানিতে পারিতাম না। এবার আমার সকল সিদ্ধির সুযোগ পাইব, আর আমাকে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না।”

এই ব্যক্তি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের অপরিচিত নহে; কারণ সে ছদ্মবেশী ওয়ালডো। ওয়ালডো আহত অবস্থায় হাসপাতালের গাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিল—তাহা কেহই জানিতে পারে নাই; কিন্তু দুই দিন পূর্ব হইতে সে ছদ্মবেশে ছায়ার ভায় অস্কার মেটল্যাণ্ডের অনুসরণ

করিতেছিল। মেটল্যাণ্ড তাহার মকেলের জন্ত নিলাম ডাকিবার উদ্দেশ্যে নর্থবির দোকানে উপস্থিত হইলে- ওয়ালডো এখানে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, এবং এখানে যাহা যাহা ঘটয়াছিল—তাহা সমস্তই জানিতে পারিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি ওয়ালডোর শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ; এই জন্ত অদূরবর্তী নিলামের ঘরে হট্টগোল হইলেও লর্ড ব্র্যাকউডের সহিত মেটল্যাণ্ডের যে বাদানুবাদ চলিতেছিল—তাহা সমস্তই সে শুনিতে পাইয়াছিল।

ওয়ালডো মনে মনে বলিল, “মেটল্যাণ্ড সেই কোটাটি লইবার জন্ত ব্যাকুল, লর্ড ব্র্যাকউড তাহা হস্তান্তর করিতে অসম্মত। আমার চমৎকার সুযোগ উপস্থিত! অন্ধকারের মধ্যে আমি আলো দেখিতে পাইতেছি; আমার পথ পরিষ্কার!”

ওয়ালডো কি কৌশলে অস্কার মেটল্যাণ্ডকে চূর্ণ করিবে—তাহা তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া ফেলিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর অস্কার মেটল্যাণ্ড তাহার দোকানের পশ্চাৎবর্তী খাস-কামরায় একাকী বসিয়া ছিল। দোকান তখন বন্ধ, দোকানের কর্মচারীরা সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। মেটল্যাণ্ড বৈজ্ঞানিক দীপের আলোকে একখানি সাক্ষ্য দৈনিক পাঠ করিতেছিল। তাহার মুখে একটি চুক্রট; চুক্রটের ধুমরাশি উল্কে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

সেই খাস-কামরাটি একাধারে তাহার আফিস, পাঠ-কক্ষ এবং শয়ন-কক্ষ। কক্ষটি নানা প্রকার শূন্যবান আসবাব-পত্রের সুসজ্জিত। এই কক্ষে সে একাকী বাস করিত। দীর্ঘকাল পূর্বে তাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল; তাহার পর সে আর বিবাহ করে নাই। সে নিঃসন্তান।

দিবাভাগে তাহার দোকানে কয়েকজন কর্মচারী কাযকর্ম করিত, সন্ধ্যার পূর্বে তাহার দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইত; তাহার পর সেই রহৎ অট্টালিকায় মেটল্যাণ্ড একাকী থাকিত। সে একটি ক্লাবে প্রত্যহ ভোজন করিত, এবং তাহার একটি আশ্রিত যুবকের পরিচালিত বেস্তুরায় ‘টিফিন’ করিত। প্রভাতে সে কিছু খাইত না, এমন কি, চায়ের প্রতিও তাহার আসক্তি ছিল না। প্রাতর্ভোজন ও চা-পান সে অনাবশ্যক উৎসর্গ মনে করিত। সে তাহা সম্পূর্ণরূপে

পরিত্যক্ত করিয়াছিল। (dispensed with altogether.) সে এইরূপ মিতব্যয়ী হইলেও সকলে ইহা কার্পণ্যের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু এইভাবে কালযাপন করিয়া সে বেশ আরাম পাইত। ব্যয়বাহুল্য না থাকায় তাহার উপার্জিত অর্থ ক্রমেই ফাঁপিয়া উঠিতেছিল; তথাপি তাহার লোভের সীমা ছিল না। সঞ্চয়েই তাহার আনন্দ। অর্থলোভে সে কোন অপকর্ম করিতেই কুণ্ঠিত হইত না। সঞ্চয়েই তাহার আনন্দ, সেই অর্থরাশি কে ভোগ করিবে—তাহা সে চিন্তা করে না।

সংবাদ-পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে তাহার চিন্তাশ্রোত বিষয়াস্তরে বিক্ষিপ্ত হইল; তাহার মনে হইল—নিলামে কোটাটি কিনিতে না পারায় তাহার একটা প্রকাণ্ড দাঁও ফস্কাইয়া গেল! তাহা ক্রয় করিয়া মক্কেলটিকে দিতে পারিলে অনেকগুলি টাকা লাভ হইত। তাহার মক্কেল তাহার সহিত দেখা করিলে সে তাঁহাকে কি কৈফিয়তে সন্তুষ্ট করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার একটু ভয়ও হইল। লর্ড ব্ল্যাকউডের তিরস্কার স্মরণ হওয়ায় তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, দুই তিন হাজার গিনি লাভ পাইয়াও লোকটা কোটাটি বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না! এ রকম নিবোধ লোক—

বন্বন্বন্বন্বন্ব শব্দে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই মেটল্যাণ্ডের চিন্তা-শ্রোত অবরুদ্ধ হইল। নিভৃত কক্ষে শব্দটা তাহার বড় ককঁশ মনে হইল; কিন্তু উপায় কি? সে ভ্রূ কুণ্ঠিত করিয়া চুকটট নামাট্টা রাখিল, তাহার পর উঠিয়া টেলিফোনে সাড়া দিতে চলিল। সে ঝুট স্বরে বলিল, “এই অসময়ে কে কি উদ্দেশ্যে আমাকে ডাকাডাকি করিতেছে? বোধ হয় প্রিয় বন্ধু কাল”; কিন্তু আজ রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না। সে এখানে আসিতে চাহিলে আমি আপত্তি করিব। আজ আমার শরীর মন উভয়ই অবসন্ন; বড়ই বেজুৎ মনে হইতেছে।”

মেটল্যাণ্ড টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া তাহাতে কর্ণস্থাপন করিল, তাহার পর ঈষৎ বিরক্তিতে বলিল, “কে তুমি, কি সংবাদ?”

উত্তর হইল, “তুমি মিঃ অস্কার মেটল্যাণ্ডকে ডাকিয়া দিলে সুখী হইব।”

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, “আমিই মেট্‌ল্যাণ্ড।”

উত্তর হইল, “চমৎকার ! আপনিই আসিয়াছেন মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড ? খুব ভাল হইয়াছে। আমার ছই একটি কথা শুনিবার অবসর পাইবেন কি ? মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড, ছলভ প্রাচীন পণ্য দ্রব্য বিক্রেতা বলিয়া আপনার যে খ্যাতির কথা শুনিয়াছি, তাহা কি সত্য নহে ?”

মেট্‌ল্যাণ্ডের বেজুং শরীর মুহূর্তমধ্যে জুং হইল ! এই প্রশ্নের ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে উৎসাহ ভরে বলিল, “আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন। ঐ সকল পণ্য দ্রব্য সংগ্রহে সমগ্র ইউরোপে কেহই আমার প্রতিদ্বন্দী নাই। কিন্তু কাহার সহিত কথা কহিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—তাহা ত জানিতে পারিলাম না !”

বক্তার কণ্ঠস্বরে মার্কিনী টান (American accent.) ছিল ; এইজন্য তাহার অন্তরহীন হইল মার্কিনের কোন ধনকুবের তাহাকে আত্মান করিয়াছেন। সে মনে মনে বলিল, “মার্কিনের ধনকুবের ? মনে রেখি হও ! একটা বড় রকম দাঁও—”

টেলিফোনের অল্প প্রাপ্ত হইতে উত্তর হইল, “হাঁ, আমার নামটি আপনাকে বলা হয় নাই বটে ; নাম শুনিলেই আমি কে—তাহা জানিতে পারিবেন।—আমি ওটস্‌ হারকোট, নিউইয়র্কের ওটস্‌—”

মেট্‌ল্যাণ্ডের বুক আশায় আনন্দে ফুলিয়া ছুলিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারিয়া উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, “যা ভাবিয়াছিলাম—ঠিক তাই !”

টেলিফোনের অপর প্রান্তের লোকটি তাহার সেই কথা শুনিয়া বলিল, “আপনি কি বলিলেন ?”

মেট্‌ল্যাণ্ড লজ্জিত ভাবে বলিল, “না, মিঃ হারকোট ! আপনাকে কোন কথা বলি নাই।”

মেট্‌ল্যাণ্ডের পা দুইখানি তখন মাটিতে ছিল, কি মাথায় চড়িয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল—তাহা সে বুঝিতে পারিল না ! মিঃ ওটস্‌ হারকোটের নাম তাহার স্মৃতিস্থ। এই মার্কিন ধনকুবের প্রাচীন যুগের ছলভ শিল্পরাজি সংগ্রহ করিয়া

তাহার নিউইয়র্কের বিশাল প্রাসাদে সঞ্চিত করিবার জন্ত কিরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন—তাহা মেট্রোপলিটানের অজ্ঞাত ছিল না। এই সকল দুস্ত্রাশ্রয় শিল্পদ্রব্যের কোন ব্যবসায়ী-মিঃ হারকোর্টের অন্তর্গত দৃষ্টি লাভ করিতে পারিলে—তাহার মনে হইত সে সোনার খনি আবিষ্কার করিয়াছে !

মিঃ হারকোর্ট বলিলেন, “আমি এখন সেভয় হোটেলে আছি ; মিঃ মেট্রোপলিটান আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্ত আমি অধীর হইয়াছি। আপনার দোকানে কয়েকটি প্রাচীন শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্ত আমার আগ্রহ কিরূপ প্রবল হইয়াছে তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না : আপনার নিকট আমার অনেকগুলি মূল্যবান জিনিস কিনিবার ইচ্ছা আছে। এ জন্ত আজ রাত্রেই আপনার সঙ্গে আমার পরামর্শ করা প্রয়োজন মিঃ মেট্রোপলিটান !”

মেট্রোপলিটান হর্ষান্বিত স্বরে বলিল, “তাহার কোন অসুবিধা হইবে না মিঃ হারকোর্ট ! আমি আপনার আদেশ পালন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত।”

মিঃ হারকোর্ট বলিলেন, “আজ রাত্রি এগারটার সময় দেখা করিলে কি আপনার অসুবিধা হইবে ?”

মেট্রোপলিটান বলিল, “তখন কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিবার ঠিক সময় নয় বটে, কিন্তু আপনার যেকোন অভিপ্রায় ; আমার কোন সময়েই আপত্তি নাই।”

মিঃ হারকোর্ট বলিলেন, “হাঁ একটু অসময় বটে, কিন্তু উপায় নাই। আজ রাত্রে আমাকে একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে। রাত্রি এগারটার অধিক পূর্বে সেখানে ছুটি পাইবার আশা অল্প ; সুতরাং আপনি রাত্রি এগারটায় আমাদের সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করিলে অত্যন্ত অন্তর্গত হইব।”

মেট্রোপলিটান বলিল, “তাহা হইলে আজ রাত্রি ঠিক এগারটার সময়েই সেভয় হোটেলে উপস্থিত হইব কি ?”

“মিঃ হারকোর্ট বলিলেন, “আপনি আমার এখানে আসিবেন ? না, না, আপনাকে এখানে আসিতে হইবে না। ও রকম অসময়ে আপনাকে টানিয়া আনিয়া কষ্ট দেওয়া সঙ্গত হইবে না। আপনি রাত্রি এগারটার সময় ঘরে থাকিলে

আমি সেইখানে গিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব। হাঁ, আপনার ঘরেই আমার সকল কথা শেষ করিয়া আসিব।”

মেটল্যাণ্ড খুসী হইয়া বলিল, “চমৎকার হইবে। রাত্রে আমার ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু সে জন্ত আপনাকে অনুবিধা সহ্য করিতে হইবে না। দোকানের ঠিক পাশেই আমার বাসগৃহের দরজা। সেই দরজার বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেই আমি নীচে গিয়া আপনাকে লইয়া আসিব।”

মিঃ হারকোট বলিলেন, “ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না; রাত্রি ঠিক এগারটার সময় আমি আপনার ঐ দ্বারে উপস্থিত হইব। আপনার সুব্যবস্থার জন্ত ধন্যবাদ।”

মেটল্যাণ্ড টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিল। তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, চক্ষু উজ্জ্বল; প্রাণ সুখের তরঙ্গে ভাসিতেছিল। মার্কিন কোটিপতি মিঃ ওটস্ হারকোট আজ যাচিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন, কুবের স্বয়ং যাকের গৃহে আসিবেন! মেটল্যাণ্ড জাগিয়া আবু হোসেনের বাদসাহীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সে আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল, “মিঃ হারকোট—কোটিপতি হারকোট আমার ঘরে আসিতেছেন! ভাবিতেছিলাম এরকম কাতলা কবে আমার জালে ধরা পড়িবে? (I was wondering when I should gather such a fish into my net,) পরমেশ্বর হঠাৎ আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; বেচারী নিতান্ত অববেচক নয়।”—পরমেশ্বর-বেচারার প্রতি সে একটু প্রসন্ন হইল; কিন্তু পূর্বে কোন দিন সে তাঁহাকে আমোল দিতে পারে নাই! মিঃ হারকোটকে ঠকাইয়া, পাঁচ পাউণ্ডের মাল গতাইয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ড আদায় করিতে পারিবে—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল। সে ভাবিল এই সুযোগে তাহার দোকানের কতকগুলি রাবিস্ তাঁহাকে গতাইতে পারিবে। (palm off a lot rubbish on him,) সে কিরূপে তাঁহাকে শোষণ করিবে—এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া অন্য সকল কথা ভুলিয়া গেল।

টেলিফোনের তারের অস্ত্র মুড়ায় মিঃ ওটস্ হারকোট তখন অত্যন্ত আয়োদ্য বোধ করিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিতেছিলেন। তাঁহাকে তখন দেখিলে কাহারও

মার্কিং কোটপতি বলিয়া ভ্রম হইত না ; বরং কোন পরিচিত ব্যক্তি সেই মূর্তি দেখিলে বলিত, এ যে অদ্ভুতকন্যা ওয়াল্ডো ! ওয়াল্ডো মেটল্যাণ্ডের সর্বনাশের জন্য কি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল পাঠক পাঠিকাগণ অবিলম্বেই তাহা জানিতে পারিবেন ।

ওয়াল্ডো টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া অক্ষুট স্বরে বলিল, “মন্দ মজা হইবে না ; মাছে টোপ গলিয়াছে, এখন খেলাইয়া তুলিতে পারিলে হয় ! উহার মুড়াটি ভক্ষণ করিতে বিলম্ব হইবে না । হাঁ, রাত্রি ঠিক এগারটার সময় মেটল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করাই স্থির । প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ করিলাম ।— এইবার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ করি ।”

ওয়াল্ডো রিসিভারটি পুনরায় তুলিয়া লইয়া টেলিফোনের নম্বর পরিবর্তন করিল । সে টেলিফোনে ডাকিয়া বাহার সাড়া পাইল—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল । সেই কণ্ঠস্বর লর্ড ব্র্যাকউডের ; তিনিই তাহাকে সাড়া দিয়াছিলেন ।

ওয়াল্ডো কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া বলিল, “মহাশয়, আপনাকে পুনরায় একটু কষ্ট দিতে উত্তত হইয়াছি ; দয়া করিয়া ক্রটি মার্জনা করিবেন । আমি নাইট-ব্রীজের মেটল্যাণ্ড—অসকার মেটল্যাণ্ড, আপনার একটু সময় নষ্ট করিতে আসিলাম, দয়া করিয়া ধুটতা মার্জনা করিবেন ।”

ওয়াল্ডো মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বরের অল্পকরণে কথা বলিতেছিল । অল্পকরণের যে সামান্য ক্রটি ছিল, তারের ভিতর দিয়া তাহা ধরা পড়িল না ।

লর্ড ব্র্যাকউড বিরক্তি ভরে বলিলেন, “আবার তুমি আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ ? বর্জিয়া-কোটের জন্ত এবার আরও কিছু বেশী টাকার লোভ দেখাইবে বুঝি ? যদি তাহাই তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে জানিয়া রাখ—”

ওয়াল্ডো বাধা দিয়া বলিল, “আপনি অত অধীর হইবেন না মহাশয় ! এক মিনিটের জন্ত ধৈর্য্য ধারণ করুন ।”

লর্ড ব্র্যাকউডের বিশ্বাস হইল—মেটল্যাণ্ডই তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে ।

অল্প লোক তাঁহাকে কথা বলিতেছে—এ সন্দেহ মুহূর্তের জন্তও তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ বলিলেন, “বেশ, তোমার কি বলিবার আছে, নীচ তাহা বলিয়া শেষ কর।”

ওয়াল্ডো বলিল, “দেখুন, কিছুকাল পূর্বে আমার সেই মক্কেলের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আপনি সেই কোটাটি বিক্রয় করিলে তাহার বিনিময়ে আপনাকে তিনি দশ হাজার গিনি দিতে সম্মত আছেন! হাঁ, দশ হাজার গিনি! আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার পূর্বে ধীরভাবে আমার কথাগুলি শুনুন। আপনি দশ হাজার গিনি লইয়া কোটাটি বিক্রয় করুন। কোটাটি তেমন অসাধারণ বস্তু নহে; ঐ পুরাতন কোটা অপেক্ষা অধিকতর দুশ্রাপ্য প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিল্প দ্রব্য—”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ সক্রোধে হক্কার দিয়া বলিলেন, “কোথায় আছে? তোমার দোকানে? আমার কাছে চালবাজি করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? তোমার মত বেহায়া লোক ছনিয়ায় বোধ হয় দ্বিতীয় নাই! আমি তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছি—তোমার মক্কেলের ঘরে যত টাকা আছে তাহা সমস্ত দিলেও সে ঐ কোটা পাইবে না; তথাপি তুমি বারংবার বেহায়ার মত—”

ওয়াল্ডো বলিল, “হাঁ, আমি ব্যবসাদার মানুষ; সুতরাং আমার চক্ষু লজ্জা একটু কম—একথা স্বীকার করা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে। বিশেষতঃ, পূর্বে ত আমি ঐ কোটার জন্ত আপনাকে দশ হাজার গিনি দিতে—”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ সরোষে বলিলেন, “তোমার দশ হাজার গিনি আমি দশ ফাদিং অপেক্ষাও তুচ্ছ মনে করি। আমি তোমার অর্থে পদাঘাত করি। যাও, তোমার মক্কেলকে গিয়া জানাও—আমার সেই কোটা বিক্রয়ের জন্ত ক্রয় করা হয় নাই।”

ওয়াল্ডো লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের কথা শুনিয়া উল্লাসভরে মুখ বাঁকাইল। সে জানিত লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের নিকট সে ঐক্লপই উত্তর পাইবে, এবং ঐক্লপ উত্তরেই তাহার অভিষ্টসিদ্ধি হইবে। লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ জানিতেন—তিনি যে মূল্যে বর্জিয়া-

কোটী ক্রয় করিয়াছেন, কোটাটির প্রকৃত মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক । (was worth far more than he had given for it.) মেটল্যাণ্ড যখন সেই কোটার জন্ত দশ হাজার গিনি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন তাহার প্রকৃত মূল্য যে অনেক অধিক, ইহা মেটল্যাণ্ডের স্ত্রায় অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর সুবিদিত—এ কথাও তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন । তাঁহার জিদ আরও বাড়িয়া গেল ! তিনি যে দুশ্রীয়া প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন, অল্প লোক তাহা হস্তগত করিবার জন্ত বাকুল হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারায় সেই কোটার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও শত গুণ বাড়িয়া গেল ।

ওয়াল্ডো কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, “আমি নিজের দায়িত্বে সেই কোটার জন্ত বার হাজার গিনি পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি । আপনি আমার উপদেশ ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন । ই, সেই কোটার মূল্য আপনি ঠিক বার হাজার গিনিই পাইবেন ; আপনি আর মোচড় দিয়া দর বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন না । আমি এখনও আপনাকে সতর্ক করিতেছি—”

ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের প্রপূমিত ক্রোধানল মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিল, যেন সেই তাগের জন্ত ধারে বোমা ফাটিল !

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড ক্রোধে অধীর হইয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, “তুমি আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছ ? আমাকে সতর্ক করিতেছ ?—ওরে রাস্‌কেল, তোর এত দম্ভ ! এতদূর স্পর্দ্ধা ! আমার সঙ্গে তুই এই ভাষায় আলাপ করিতে সাহস করিতেছিস ! তোকে পদাঘাত করিলেও যে আমার জুতা অস্পৃশ্য হইয়া উঠে !”

ওয়াল্ডো কম্পিত স্বরে বলিল, “থামো লাট সাহেব ! টাকার গরমে তুমি যে মানুষকে মানুষ জ্ঞান কর না ! এ সকল নহে, একালে সকল মানুষ সমান ; বাপ দাদার নামে একালে আর কেহ সমাজের মাথায় চড়িয়া ইচ্ছামত হুকুম চালাইতে পারিবে না । বংশ-মর্যাদা ধূলায় লুটাইতেছে ; অক্ষম আভিজাত্য পদদলিত হইতেছে । এইজন্য আমি যেক্ষণ ইচ্ছা, সেইরূপ স্বরে কথা বলিবার অধিকারী । (I am in a position to adopt any tone I please.)

আমার আর একটা কথাও শুনিয়া রাখ লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ ! তোমার সেই কোটা আমাকে লইতেই হইবে ; সে জন্ম যদি—”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ বলিলেন, “ওরে শয়তান ! তোর এতদূর সাহস যে—”

ওয়াল্ডো বলিল, “বদজবান করিও না লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ ! নিজের সম্মান নিজের কাছে—এ কথা তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। তোমার টাকা আছে বলিয়া ভাবিয়াছ তুমি যাহা খুসি তাহাই করিবে ! (Just because you are rich, you imagine you can do as you please.) শোন লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ তোমার মত যাহারা সখের খাতিরে ঐ সকল দুঃখাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে, তাহারা এই ব্যবসায়ের জঞ্জাল স্বরূপ। (a nuisance to the trade.) আমি মুক্তকণ্ঠে তোমাকে বলিতেছি—সেই বর্জিয়া-কোটা ছলে বলে কৌশলে যেক্রমে পারি—আমি হস্তগত করিবই। আমার কথা বুঝিয়াছ ?”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ রুদ্ধস্বাসে বলিলেন, “ওরে পাজী রাস্কেল, ঝগড়াটে বদ্‌মায়েস ! আমি তোকে কি রকম শিক্ষা দিব তা শীঘ্রই তুই—”

কথা শেষ না করিয়াই লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন ; ওয়াল্ডো আর কোন কথা শুনিতে পাইল না। সে ‘টেলিফোন-বন্ধ’ ভ্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, “লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের নিকট মিঃ মেটল্যাণ্ডকে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিলাম, তাহা আমার কার্য্যসিদ্ধির অন্তকূল হইবে। লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ বোধ হয় রাগের চোটে দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন ! মেটল্যাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। মাছ ঠিক টোপ গিলিয়াছে ; আজ রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই আমি তাহাকে খেলাইয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারিব।” I’ll land him before the night’s out,)

চতুর্থ ধাক্কা

আধঘণ্টায় কার্যসিদ্ধি

স্নাত্তি এগারটার সময় ছদ্মবেশধারী ওয়াল্ডো অস্কার মেটল্যাণ্ডের বাসগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বৈজ্ঞাতিক বোতামে আঙ্গুলের খোঁচা দিল। মেটল্যাণ্ড আগ্রহের সহিত মিঃ হারকোটের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে ওয়াল্ডোর সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার পর সমস্তই অভিবাদন করিয়া বিনীত ভাবে বলিল, “আমুন মিঃ হারকোট ! তিতরে আমুন ; এই গরীবের ঘরে আপনায় পদার্পণ আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।”

ওয়াল্ডো একখানি মূল্যবান মোটর-গাড়ীতে মেটল্যাণ্ডের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল ; তাহার পরিচ্ছদ ও মূল্যবান ; পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিলে তাহাকে ধনাঢ্য লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত। পোষাক পরিচ্ছদে কোন দিন তাহার আড়ম্বরের অভাব লক্ষিত হইত না। ছদ্মবেশ-ধারণের জন্তও তাহাকে তেমন আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। তাহার ধারণা ছিল—পরিচ্ছদের আড়ম্বর অপেক্ষা বাকপটুতাতেই সে মেটল্যাণ্ডকে ভুলাইতে পারিবে। চক্ষু-ছ’ট ঢাকিবার জন্ত সে একজোড়া শিং-বাঁধানো চশমা ব্যবহার করিয়াছিল ; স্বার্থাক্ষ মেটল্যাণ্ডকে প্রতারিত করিবার জন্ত সে তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল। ওয়াল্ডো তিন দিন পূর্বে মেটল্যাণ্ডের জানালা ভাঙ্গিয়া মোটর-সাইকেল তাহার দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মেটল্যাণ্ড সে দিন ওয়াল্ডোর মুখ দেখিবার সুযোগ পায় নাই, এবং ওয়াল্ডোকে সে চিনিত না ; সুতরাং সে মিঃ হারকোট নহে, একগুপ সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। ইহার উপর ওয়াল্ডো একগুপ আড়ম্বরপ্রিয় ও বিলাসী ছিল, এবং তাহার কণ্ঠস্বরে আমেরিকানদের স্বভাবমূলক কথা একগুপ টান ছিল যে, তাহার কথা শুনিতে সকলেরই তাহাকে আমেরিকান বলিয়া ধারণা হইত। মেটল্যাণ্ড তাহাকে দেখিবামাত্র বিশ্বাস করিল—সে ওঁটস্

হারকোর্ট'—সে ওয়াল্ডোকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে তাহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিল।

ওয়াল্ডো চেয়ারে বসিয়া বলিল, “দেখুন মি: মেটল্যাণ্ড, এই গভীর রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম, এ জন্ত আমি আন্তরিক সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। এ রকম অসময়ে কি কেহ কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে আসে? আমরা আমেরিকান, আপনাদের মত আদব-কায়দার তেমন পক্ষপাতী নহি; ওদিকে আমাদের লক্ষ্য কম। বিশেষতঃ, হাতে যখন কোন কাজ আসিয়া পড়ে—তখন সেটি সময় কি অসময়, সে দিকে আদৌ আমাদের দৃষ্টি থাকে না। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই সকল ক্রটি আপনাদের অনেকেই অমার্জ্জনীয় মনে করেন।”

মেটল্যাণ্ড ব্যগ্রভাবে বলিল, “না মি: হারকোর্ট, যাহারা কাষের লোক, তাহাদের ছোটখাট ক্রটি উপেক্ষা না করিলে কি কাষ চলে? আমাদের দেশের অনেক বড় লোকের ধারণা আপনাদেরই ধারণার অনুরূপ। কাষের কি সময় অসময় আছে? কাষ পড়িলে গভীর রাত্রেও তিন ক্রোশ দূরে দৌড়াইয়া যাইতে হয়। আপনি যদি কোন কাষের জন্ত রাত্রিশেষে আমাকে ডাকিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতাম না।”

ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “আপনার মত কাষের লোকের কাছে ঐ রকম কথাই শুনিতে ভালবাসি মি: মেটল্যাণ্ড! যাহা হউক, এখন কাষের কথার আলোচনা করা যাউক; তাহাতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হইবে না।”

মেটল্যাণ্ড সোৎসাহে বলিল, “আপত্তি হইবে? আমার! আমার নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নাই। আপনি নয়া করিয়া আমাকে যৎসামান্য অতিথি-সৎকারের অহুমতি প্রদান করুন। আপনার উপযুক্ত পানীয় আমি কোথায় পাইব? তথাপি আমার যাহা সঙ্কিত আছে—আপনি তাহারই সম্ভাবহার করিলে আনন্দিত হইব।”

মেটল্যাণ্ড কাবোর্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েক বোতল ছইন্সি, ব্র্যান্ডি, লিকার, সোডা প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। সে সেগুলি টেবিলে সাজাইয়া

রাখিলে ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “আমাকে একটু ছইঙ্কি দিলেই চলিবে। আপনারও বোধ হয় ছইঙ্কিতে আপত্তি ছইবে না।—ঐ কোণে যে টেবিলখানি রেখিতেছি উহা ত বড়ই অদ্ভুত জিনিস! কেমন, অদ্ভুত নহে কি? আমি বহুদিন হইতে ঐ রকম একখানি টেবিল কিনিবার চেষ্টা করিতেছি।”

ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া মেটল্যাণ্ড মুখ ফিরাইয়া মুহূর্তের জন্ত সেই টেবিলখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ওয়াল্ডো সেই সুযোগে তাহাব সম্মুখস্থিত ছইটি ম্যাসের একটির ভিতর একটি ক্ষুদ্র বড়ি নিক্ষেপ করিল। বড়িটির বর্ণ একরূপ যে, তাহা ম্যাসের ভিতর নিক্ষিপ্ত ছইবামাত্র ম্যাসের রঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া অদৃশ্য হইল। ক্ষুর নিম্নে একরূপ তৎপবতার সহিত ওয়াল্ডো এই কায করিল যে, মেটল্যাণ্ড তাহা জ্ঞানিতে পারিল না।

মেটল্যাণ্ড ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “ঐ টেবিলখানা? উহাই কিনিবার জন্ত আপনার আগ্রহ ছইয়াছে মিঃ ভারকোট? টেবিলখানি আশ্চর্য্য জিনিস বটে; প্রাচীন যুগের দারু-শিল্পের আদর্শস্থানীয়। সৌন্দর্য্যের রাষ্ট্র ক্রিয়োপেট্রো প্রসাধনের সময় ঐ টেবিলখানিই ব্যবহার করিতেন, সুতরাং উহার সহিত তাহার মধুব স্মৃতি বিজড়িত। টেবিলখানি সংগ্রহ করিবার জন্ত আমাকে ঋত্ব অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। আপনি আদেশ করিলে উহা আপনার হোটলে পাঠাইতে পারি। জহরী ভিন্ন কি অন্য লোক জহরতের মধ্যাদা বুঝিতে পারে? উপযুক্ত জিনিসেই আপনার লোভ ছইয়াছে!”

ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “হাঁ, লোভে আমার জিহ্বাঃ লাল। সঞ্চার ছইয়াছে!” —মেটল্যাণ্ড ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইল। সেই টেবিলখানি অদৃশ্য হইলেও তাহা প্রাচীনও নহে, দুর্লভও নহে। সে টেবিলখানি বিক্রয় করিয়া কত টাকা লাভ করিবে—মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। মেটল্যাণ্ড জ্ঞানিত আমেরিকান কুবেরগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুর হইলেও তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ইংরাজের পক্ষে কঠিন নহে; তবে কোথায় তাহাদের দুর্বলতা তাহা আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

ওয়াল্ডো একটি ম্যাসে ছইঙ্কি ঢালিয়া তাহা পান করিল, এবং পরিতৃপ্ত

তরে বলিল, “আপনি খাঁটি জিনিস রাখেন, মিঃ মেটল্যাণ্ড ! এ রকম হইলি সত্যি এ দেশে জল্‌ভ !”

মেটল্যাণ্ড হাসিয়া বলিল, “আমার সৌভাগ্য যে, উহা আপনার ভাল লাগিয়াছে ; আমি খারাপ জিনিস ব্যবহার করিতে পারি না।”—সে অল্প ম্যাসটিতে খানিক হইলি ঢালিয়া এক নিশ্বাসে পান করিল। এই ম্যাসেই ওয়াল্ডো সেই বিষ-বড়িটি ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

মেটল্যাণ্ড ম্যাসটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, এবং উভয় করতল একত্র করিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “মিঃ হারকোট আমার বিশ্বাস,—আ—আমি আপনার নিকট ক্ষ—ক্ষ—ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আ—আ—আমার শ—শ—শরীর তেমন ভা—ভা—ভাল বোধ হইতেছে না। বোধ হয় আ—আ—আকস্মিক উ—উ—উত্তেজনার জ—জ—জন্তই—” তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত, তোতলার মত তাহার কথা বাধিয়া যাইতেছিল ; সেই অবস্থায় মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ারের হাতার মাথা রাখিয়া চাঁলিয়া পড়িল। তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও অসাড় হইল। দেহ যেন প্রাণহীন !

ওয়াল্ডো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়া রহিল, এক মিনিট সে নিশ্চেষ্ট ভাবে অপেক্ষা করিল।

এক মিনিট পরে ওয়াল্ডো অস্ফুট স্বরে বলিল, “এক মিনিটই যথেষ্ট, আর অধিক বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। মিঃ মেটল্যাণ্ড ! তুমি অসাধারণ চতুর ; তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার দ্বঃখ হইতেছে, কিন্তু উপায় কি ? তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের ভান করা আমার অসাধ্য। আমাকে দায়ে পড়িয়া একটু কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, নতুবা তোমাকে জেলে পুরিবার ব্যবস্থা করা কঠিন হইত।”

মেটল্যাণ্ডের অবস্থা দেখিয়া ওয়াল্ডো বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল না। সে তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট কার্য শেষ করিবার জন্ত তৎপর হইল। মেটল্যাণ্ড বিষ-মিশ্রিত হইলি পান করিয়াছিল তাহা সে জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই।

কিন্তুপেই বা বুঝিবে? ওয়াল্ডো তাহার ম্যাসে যে বড়িট নিষ্কেপ করিয়াছিল, তাহা কোন প্রকার সাংঘাতিক বিষ নহে, হাইস্কির সহিত তাহা গলাধঃকরণ করিয়া তাহার কোন অনিষ্টেরও আশঙ্কা ছিল না; তবে তাহা সেবনের পর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাহার চেতনা-সঞ্চারের সম্ভাবনা ছিল না। ওয়াল্ডো জানিত— তাহার কার্যসিদ্ধির জন্ত এই সময়টুকুই যথেষ্ট। এক ঘণ্টা পরে মেটল্যাণ্ড সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইবে—এবিষয়ে ওয়াল্ডোর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মেটল্যাণ্ডকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে অনায়াসেই কোন প্রকার সাংঘাতিক বিষ ব্যবহার করিতে পারিত; কিন্তু সে সার রড্‌নের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল—শত্রুদমনের জন্ত সে যে উপায়ই অবলম্বন করুক, নরহত্যা করিবে না। ওয়াল্ডো আর যাগাই হউক, নরহস্তা নহে।

ওয়াল্ডো মেটল্যাণ্ডের অসাড় দেহের দিকে চাহিয়া বলিল, “এখন কাষ আরম্ভ করিতে পারি। শিকার টোপ গিলিয়াছে, এখন উহাকে খেলাইয়া তুলি।”

ওয়াল্ডো বুঝিয়াছিল—সেই অট্টালিকার তখন অস্ত্র কোন লোক ছিল না; সুতরাং তাহার কাষে বাধা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ওয়াল্ডো সর্ব প্রথমে এক অস্ত্র ত কাষ করিল। সে মেটল্যাণ্ডের চেয়ারের সম্মুখে জাম্ব পাতিয়া বসিয়া তাহার পা হইতে জুতা-জোড়াটা খুলিয়া লইল, এবং দুই-পাটী জুতাই সতর্কভাবে পরীক্ষা করিল; তাহার পর অশ্রুট স্বরে বলিল, “বোধ হয় একটু কষা হইবে; তা হউক, কোন রকমে কাষ চালাইতে পারিব।”

অতঃপর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নিজের জুতা খুলিয়া রাখিয়া মেটল্যাণ্ডের জুতা-জোড়াটা পরিয়া লইল। তাহা তাহার পায়ে একটু কষা হওয়ার মুহূর্তের জন্ত সে মুখ বিকৃত করিল, কিন্তু তাহা খুলিয়া ফেলিল না। সে পকেট হইতে পকেট-বহি বাহির করিয়া পকেট-বহির একখানি সাদা পাতা ছিঁড়িয়া লইল। ওয়াল্ডোর উভয় হস্ত সাময়-চামড়ার দস্তানা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায়, সেই কাগজে তাহার অঙ্গুলি স্পর্শ হইল না। সে সেই কাগজখানি মেটল্যাণ্ডের হাতের কাছে লইয়া গিয়া, কাগজখানির এক প্রান্ত তাহার বৃদ্ধা আঙ্গুল ও তর্জনীর ভিতর পুরিয়া দিল, এবং সেই আঙ্গুল দুটি কাগজের উপর টিপিয়া ধরিয়া মুহূর্তপরে কাগজখানি

সরাইয়া লঠল। মেটল্যাণ্ড সচেতন অবস্থায় সেই কাগজখানির সেই মুড়া উক্ত উভয় অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলে যেরূপ হইত, তাহার অচেতন অবস্থায় সেইরূপই করা হইল। তাহার অঙ্গুলির সাহায্যে কি করা হইল—তাহা মেটল্যাণ্ড জানিতে পারিল না।

ওয়াল্ডো সেই কাগজখানির দিকে চাহিয়া বলিল, “ইহাতে উহার অঙ্গুলি-চিহ্ন নিখুঁত ভাবেই পাওয়া যাইবে। এখন তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বটে, কিন্তু এই অদৃশ্য অঙ্গুলি-চিহ্ন পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করিবে না।”

ওয়াল্ডো দস্তানামাগিওত অঙ্গুলির সাহায্যে একখানি সাদা লেফাপা খুলিয়া, সেই কাগজখানি ভাঁজ করিয়া সতর্কতা সহকারে লেফাপার ভিত্তর পুরিয়া ফেলিল। তাহার পর লেফাপাখানি নিজের কোটের পকেটে রাখিয়া দিল।

এই কার্য শেষ হইলে ওয়াল্ডো আর যাত্রা করিল, তাহা আরও অধিক বিচিত্র ব্যাপার! সে মেটল্যাণ্ডের জামার দক্ষিণ হস্তের হাতার এক-টুকরা কাপড়—কম্বইয়েব ঠিক নীচের দিক হইতে ছিঁড়িয়া লইল। জামা কোন গোঁজে বা পেরেকে বাঁধিল যে ভাবে তাহা ছিঁড়িয়া যায়, এবং ছিন্ন অংশটা সেই পেরেকে বা গোঁজে বাঁধিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, সেই ভাবেই ওয়াল্ডো তাহা ছিঁড়িয়া লইয়া পকেটে ফেলিল।

ওয়াল্ডো হঠাৎ চিন্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, “ঠিক হইয়াছে, অত্যন্ত সহজ ; ইহাতে জটিলতার লেশমাত্র নাই। অবস্থাটা বুঝিবার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইবে না ; অথচ স্মেটুকু প্রমাণের প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহের জন্য ইহাই যথেষ্ট। ই, এ প্রমাণ অকাটা।”

অতঃপর ওয়াল্ডো মেটল্যাণ্ডের পকেট হইতে তাহার চাবির গোছাটা বাহির করিয়া লইল। সে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল, এবং পথে আসিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। মেটল্যাণ্ড চেয়ারের উপর যে ভাধে বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। দেহ সেইরূপ অসাড়, চেতনা-সঞ্চারের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

ওয়াল্ডো নাইটস-ত্রীজ পল্লী অতিক্রম করিয়া তাড়াতাড়ি স্লোন স্ট্রাটে প্রবেশ করিল। সে মুহূর্তের জন্য থামিল না, বা পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল না।

স্লোন স্কোয়ারে প্রবেশ করিয়া সে একটি অট্টালিকার পশ্চাতে উপস্থিত হইল; এই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ সে সেই দিন দিবাভাগে পরীক্ষা করিয়াছিল; একজন্ম কর্তব্য স্থির করিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না।

এই অট্টালিকাটি লর্ড ব্র্যাকউডের লণ্ডনস্থ বাসভবন। ওয়াল্ডো ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল—রাত্রি তখন এগারটা কুড়ি মিনিট। সে দেখিল—সেই অট্টালিকার প্রত্যেক কক্ষ দীপালোকে সমুদ্ভাসিত। জানালা দিয়া প্রতি-কক্ষের আলোক দেখা যাইতেছিল। ওয়াল্ডো সেই অট্টালিকার কোন অংশে জনমানবের সাদা না পাওয়ায় বুঝিতে পারিল—গৃহবাসীগণ সকলেই নিদ্রিত।

অট্টালিকাটির পশ্চাতে একটি গলি-পথ ছিল। সেই পথে কোন পথিকের সাদাশব্দ ছিল না, পথ নির্জন। ওয়াল্ডো সেই পথে আসিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর এক লাফে ছয় ফিট উচ্চ একটি প্রাচীর পার হইয়া অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগী আঙ্গিনায় উপস্থিত হইল! সেই দিকে সে যে কয়েকটি জানালা দেখিতে পাইল—তন্মধ্যে একটি জানালার গরাদেশাল স্থল ও স্পষ্ট। সেই জানালার নীচে আঙ্গিনার যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহা লাল আলগা সুরকী দ্বারা আবৃত। সুরকীগুলি টাটকা, তখন পর্যন্ত তাহা চুপ মিশাইয়া হুরমুসের সাহায্যে বসাইয়া দেওয়া হয় নাই।

ওয়াল্ডো সেই আলগা সুরকীর উপর জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল; আলগা সুরকীর ভিতর তাহার পা বসিয়া যাইতে লাগিল। সুরকীর উপর জুতার দাগ সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। অতঃপর সে পূর্বেোক্ত জানালার ধারির উপর উঠিয়া জানালার স্থল গরাদে দুইটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, এবং তাহা এক্সপ জোরে আকর্ষণ করিল যে, সেই স্পষ্ট গরাদে ধনুকের মত বাঁকিয়া চোকাঠের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল!

ওয়াল্ডো মনে মনে বলিল, “গরাদে ধরিয়া টানিবারাত্র বেতের মত বাঁকিয়া

গেল ! এই রকম গরাদে বসাইয়া ইহার কুঠুরীগুলি সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করে !”

কিন্তু ওয়াল্ডোর বাহুতে অসীম বল। সে দুই হাতে সেই জানালার গরাদে টানিয়া, ঐ ভাবে তাহাদের নীচের অংশটা চৌকাঠ হইতে বাহির করিয়া একপ জোরে চাপ দিল যে, তাহা বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিল। তখন সে সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। জানালার খড়গড়ি বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহার ভিটকিনি খুলিতে এক মিনিটও বিলম্ব হইল না !

কুঠুরীর ভিতর গিয়া ওয়াল্ডো বিজলি-বাতির আলোকে সেই কক্ষের প্রত্যেক অংশ দেখিয়া লইল। সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিয়া সে ব্যস্তিতে পারিল তাহা লর্ড ব্ল্যাকউডের ধনাগার। (treasure chamber,) সেই কক্ষে সে বহুমূল্য, হস্তাশ্রয় ও বহু প্রাচীন ইতিহাস-বিখ্যাত শিল্পসম্ভার নানাভাবে সুরক্ষিত দেখিল। কোন সাধারণ তস্কর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিরাশ হইত ; কারণ সেই সকল সামগ্রী অপহরণ করিয়া সে বিক্রয় করিতে পারিত না, এবং কতকগুলি একপ ব্রহ্ম যে, সেগুলি চুরি করিয়া লইয়া যাইবারও উপায় ছিল না। লর্ড ব্ল্যাকউড সেই কক্ষটি সর্বাপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত মনে করিয়া লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিচিত্র শিল্পসম্ভার সেই কক্ষেই সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে ওয়াল্ডোর কষ্ট হয় নাই। প্রাচীন যুগের তৈজসপত্র, নানাপ্রকার মুদ্রা, কত অদ্ভুত আকারের মূর্তি—কতকগুলি ধাতুনির্মিত, কতকগুলি দারুণ বা মৃন্ময়, নানা আকারের অস্ত্র-শস্ত্র ! ওয়াল্ডো এই সকল সামগ্রী স্পর্শ করিল না। অবশেষে সে ঐ সকল সামগ্রীর মধ্যস্থলে একখানি টেবিলের উপর বর্জিয়া-কোটাটি সংস্থাপিত দেখিল। তাহা একটি সো-কেসে আবদ্ধ ছিল। ওয়াল্ডো সেই সো-কেসটি অবলীলাক্রমে খুলিয়া বর্জিয়া-কোটাটি বাহির করিয়া লইল। তাহার পর সে সো-কেস বন্ধ করিয়া, যে পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কোটাসহ সেই পথেই তাহা ত্যাগ করিল। সে জানালা হইতে নামিবার সময় মেটল্যাণ্ডের জামার ছেঁড়া টুকরাটুকু জানালায় বাঁকা গরাদের মাথায় বাধাইয়া রাখিল।

অতঃপর ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যে সে মেট্রাণ্ডের খাস-কামরায় প্রত্যাগমন করিল। সে দেখিল—মেট্রাণ্ড তখনও সেই ভাবেই চেয়ারে উপবিষ্ট, এবং জোরে জোরে তাহার নিশ্বাস পড়িতেছিল। মেট্রাণ্ডের চেতনা সঞ্চারের আরও কিছু বিলম্ব আছে বুঝিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল, এবং প্রথমেই মেট্রাণ্ডের জুতা-জোড়াটা খুলিয়া রাখিল; তাহার পর লাইব্রেরী হইতে তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া আসিয়া মেট্রাণ্ডের চাবিগুলি তাহার পকেটে ফেলিয়া রাখিল, এবং ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল তখন বারটা বাজিতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি আছে।

ওয়াল্ডো মনে মনে বলিল, “বন্ধুর ত এখনই চেতনা সঞ্চার হইবে, কিন্তু ঘড়িতে যে বাটো বাজে!—ঘড়ির দিকে চাহিলে উহার মনে সন্দেহ হইতে পারে; সন্দেহ দূর করিবার ব্যবস্থা না করিলে চলিতেছে না।”

ওয়াল্ডো মেট্রাণ্ডের সম্মুখে বুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার বকের পকেট হইতে সোনার ঘড়ি বাহির করিল, এবং তাহার কাঁটা ঘুরাইয়া এগারটা দশ মিনিট করিল। ঘড়িটা তাহার পকেটে রাখিয়া, ম্যান্টলপিস্ স্থিত প্রকাণ্ড ঘড়িটার দিকে চাহিয়া ওয়াল্ডো ভাবিল তাহারও সময় পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সে সেই ঘড়িরও কাঁটা ঘুরাইয়া দিল; তাহার পর মনে মনে বলিল, “উহার কাঁটা ঘুরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু উহার বাজিবার কলের (striking mechanism) কোন পরিবর্তন করা হইল না। বড় কাঁটা বারটার ঘরে আসিলেই একটা বাজবে; তাহা শুনিলে মেট্রাণ্ডের মনে সন্দেহ হইবে। কিন্তু উপায় কি? এত ক্রটি সংশোধনের এখন আর সময় নাই। ইহার পর মেট্রাণ্ড যদি আমাকে সন্দেহ করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমার কায় শেষ হইয়াছে।”

ওয়াল্ডো মেট্রাণ্ডের চেতনা সঞ্চারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। দুই মিনিটের মধ্যেই মেট্রাণ্ডের চেতনার লক্ষণ লক্ষিত হইল; তখন ওয়াল্ডো মেট্রাণ্ডের হাঁটুতে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়া সশব্দে কাশিয়া উঠিল, এবং তাহার যুথের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। সে জানিত মেট্রাণ্ডের মাসে সে যে চেতনানাশক ঔষধ রাখিয়াছিল, তাহা সেবন করিয়া কিছুকালের জুস্ত তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, সে অবসাদ অনুভব করিবে না, বা মাথা

তার বোধও করিবে না ; বিন্দু মাত্র সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইবে না । সে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণি বোধ করিবে বটে, কিন্তু তাহা হইল পানের ফল বলিয়াই তাহার ধারণা হইবে ।

মেটল্যাণ্ড চক্ষু মেলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; তাহার চকুতে গভীর বিশ্বয় পরিস্ফুট ! ওয়াল্ডো ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হইল্লির গ্লাসটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, “হাঁ, মিঃ মেটল্যাণ্ড, আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিলাম ! এ অতি উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ হইল্লি ; বাজারের সাধারণ জিনিস নহে । এই উৎকৃষ্ট হইল্লি কোথায় পাইয়াছেন তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন । আপনাদের দেশেব জনসাধারণ মদেব দোকান হইতে যে সকল বোতল ক্রয় করে—ইহার সহিত সেগুলির তুলনা হয় না ।”

মেটল্যাণ্ড চারি দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “না ; আ—আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি মিঃ হারকোর্ট ! আমার বিশ্বাস মুহূর্ত্তের জন্ত আমি বেহুঁস হইয়াছিলাম !”

ওয়াল্ডো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “বোধ হয় । মিঃ মেটল্যাণ্ড আপনার চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই ; কিন্তু দোষ আমারই । এই গভীর রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই । আমি কাল সকালে আসিয়া সকল কথা শেষ করিব মনে করিতেছি ; আপনিও বোধ হয় তাহাই ভাল মনে করিবেন ।”

মেটল্যাণ্ড ব্যগ্রভাবে বলিল, “না, না, আমি এখন বেশ সামলাইয়া উঠিয়াছি । হঠাৎ আমাব ঐ রকম অবস্থা কেন হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ! আপনি আমার ক্রটি ক্ষমা করুন মিঃ হারকোর্ট ! আপনি যখন দয়া করিয়া এখানে আসিয়াছেন তখন এই রাত্রেই সকল কাণ্ড শেষ করিলে—”

ওয়াল্ডো মেটল্যাণ্ডকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল ইস, সাড়ে এগারটা ! না, আজ রাত্রে আর কোন কথা হইবে না, মিঃ মেটল্যাণ্ড ! আমি আমার ভ্রম বুঝিতে

পারিয়াছি ; রাত্রি এগারটার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসা আমার বড়ই অন্তায় হইয়াছিল। আমি পুনর্ব্বার সকালেই এখানে আসিব। কখন আসিলে আপনার অসুবিধা হইবে না বলুন। সকালে সাড়ে দশটার সময়? তখন আপনার ফুরসৎ হইবে ত? বেশ, এই কথাই ঠিক থাকিল; এখন আমি বিদায় লইলাম।”

ওয়ালডো এরূপ দৃঢ়তার সহিত কথাগুলি বলিল, এবং সে প্রস্থানের জন্ত এরূপ ব্যস্ত হইয়াছিল যে, মেটল্যাণ্ড তাহার প্রস্থাবের প্রতিবাদ করিতে বা তাহার সঙ্কে বাধা দিতে সাহস করিল না। সে মিঃ হারকোটকে হাতে পাইয়াও সেই রাত্রি তাঁহাকে কতকগুলি জিনিস গছাইতে পারিল না!—পর দিন সকালে তিনি পুনর্ব্বার আসিবেন কি না, বড় লোকের খেয়াল, হঠাৎ মনের ভাব পরিবর্তিত হইতেও পারে—ইত্যাদি নানা কথা চিন্তা করিয়া সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ওয়ালডোকে বিদায় দান করিল।

ওয়ালডো প্রস্থান করিলে মেটল্যাণ্ড ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অশ্রুট স্বরে বলিল, “কাল বেলা সাড়ে দশটার সময় নিশ্চয়ই আসিবে বলিল। বড় লোক, কথার খেলাপ হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। আমার দুর্ভাগ্য! আপ য়্যাস ভইস্কি টানিয়াই বে-সামাল হইয়া পড়িলাম!”

পঞ্চম ধাক্কা

অঙ্গুলি-চিহ্নের সূত্র

রাত্রি তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছিল। মধ্যরাত্রি। লণ্ডনের অধিকাংশ অধিবাসী সুপ্তিমগ্ন। বুটশ-রাজধানীর বিপুল কর্ম-কোলাহল কয়েক ঘণ্টার জন্য নৈশ প্রশান্তিতে বলীন। বেকার ষ্ট্রীট নিস্তব্ধ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তখনও তাঁহার উপবেশন-কক্ষে উপবিষ্ট, তখনও তাঁহার হাতের কাজ শেষ হয় নাই; স্থিৎও তাঁহার অদূরে বসিয়া নতমস্তকে কাগজ দেখিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবেন, হঠাৎ টেলিফোন বন্-বন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, এখন আমাকে কে ডাকিতেছে—সন্ধান লইতে পার স্থিৎ! নিশ্চিন্ত হইয়া একটু ঘুমাইব—তাহারও উপায় নাই! কি বাক্‌মারিতেই পড়া গিয়াছে।”

স্থিৎ বলিল, “আক্ষেপ করিয়া ফল নাই কর্ত্তা! বিখ্যাত হওয়ার ও একটা শাস্তি। (one of the penalties of being famous.) আমাদের বাহিরের দরজায় ডাক্তারের মত একখান চোকা পিতলের চাক্তি আঁটিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। তাহাতে লেখা থাকিবে—‘সাক্ষাতের সময় বেলা দশটা হইতে একটা, অপরাহ্নে দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত। ঐ সময়ের পর যাহারা দেখা করিতে আসিবে তাহাদের পক্ষে আপনি ‘বাড়ীতে অনুপস্থিত।’—অসময়ে কেহ আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিবে না। টেলিফোনের বন্‌বন্‌ও থামিয়া যাইবে।”

মিঃ ব্লেক বিরক্তভরে বলিলেন, “তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া, নির্ঝিঁয়ে ঘুমাইবার ফন্সী খুঁজিতেছ, ওদিকে হয় ত কোন হতভাগ্য ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া, কানের কাছে টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া আমার সাড়া পাইবার আশায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে! লোকটা কে, কি চায়—জিজ্ঞাসা কর, বাজে কথায় সময় নষ্ট করিও না স্থিৎ!”

স্থিৎ টেলিফোনের রিসিভার হাতে লইয়া সাড়া দিতেই যে উত্তর পাইল—
তাহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে বলিল, “কি নাম বলিলেন? আপনি লর্ড
ব্ল্যাক্‌উড?—রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে! এই সময়ে আপনি কি বলিতে
আসিয়াছেন?”

টেলিফোনের তারের অন্ত প্রান্ত হইতে স্থিৎ কি কতকগুলি কথা শুনিতে
পাইল; সকল কথা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, সে বলিল, “এক লহমা থামুন
মহাশয়!”

স্থিৎ টেলিফোনের ট্রান্সমিটার (transmitter) বুকের কাছে ধরিয়া
মিঃ ব্লেককে বলিল, “লর্ড ব্ল্যাক্‌উড ঝড়ের মত বেগে কি কতকগুলি কথা
বলিলেন—সকল কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! কেবল এইটুকু বুঝিলাম যে,
তাহার একটা কুঠুরী হইতে বজ্রিয়া-কোটা নামক একটি মহামূল্য কোটা হঠাৎ
আজ চুরি গিয়াছে, এজন্য আপনার সঙ্গে তিনি কি পরামর্শ করিবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লর্ড ব্ল্যাক্‌উড? হাঁ, হুন্ড প্রাচীন শিল্পদ্রব্য বহুমূল্যে
কিনিয়া ঘরের ভিতর সাজাইয়া রাখা ও দেশ বিদেশের লোককে তাহা দেখাইয়া
আত্মপ্রসাদ লাভ করা—তাহার একটি প্রকাণ্ড খেয়াল! ঐ রকম কোন জিনিস
বোধ হয় তাহার ঘর হইতে চুরি গিয়াছে। তাহার সকল কথা না শুনিয়া কিছুই
বুঝিতে পারিতেছি না। আমিই ফোনের কাছে যাইতেছি।”

তিনি সরিয়া গিয়া টেলিফোনের রিসিভার গ্রহণ করিলেন; তাহার পর
লর্ড ব্ল্যাক্‌উডকে বলিলেন, “আমি ব্লেক কথা বলিতেছি। আপনি কি
বলিতেছেন লর্ড ব্ল্যাক্‌উড?”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড বিচলিত স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, এই গভীর রাত্রে আপনার
নিদ্রাভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি দয়া করিয়া
অবিলম্বে এখানে আসুন। আমার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। হাঁ, জানালা
তাজিয়া চোর আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার যাইবার প্রয়োজন হইলে অবশ্যই যাইব; কিন্তু
আমার বিশ্বাস, পুলিশে সংবাদ পাঠাইলে—”

লর্ড ব্র্যাক্‌উড ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আমি পূর্বেই টেলিফোনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এই সংবাদ পাঠাইয়াছি; কিন্তু আপনার সাহায্য আমি অধিকতর মূল্যবান মনে করি। আমি পুলিশকে অবিশ্বাস করিতেছি না, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভের সহায়তা আমার পক্ষে অপরিহার্য মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি কুড়ি মিনিটের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি।—স্লোন স্কোয়ারের হলষ্টেড টেরেস্‌হই ত আপনার ঠিকানা?”

“সহস্র ধন্যবাদ, মিঃ ব্লেক!”—এই উত্তর শুনিয়া মিঃ ব্লেক টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন। স্থিথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিজ্ঞপেব স্বরে বলিল, “আপনার কথা শুনিয়া বুঝলাম—এই রাত্রি একটার আমোলে আপনি সেখানে না যাইয়া ছাড়িবেন না!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু উপায় কি? লর্ড ব্র্যাক্‌উড্‌ আমার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন, কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভের সহায়তা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য মনে করিতেছেন।”

স্থিথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, “কর্ত্তী, আপনি দিন দিন প্রশংসার বশীভূত হইতেছেন দেখিয়া আমার দুঃখ হয়। যেহেতু লর্ড ব্র্যাক্‌উড্‌ আপনাকে একটু তৈলাক্ত করিলেন, সেই জন্ত ঘুমটা মূলভূমি রাখিয়া আপনার সেখানে যাওয়াই চাই! নিজের প্রশংসা শুনিলে পূর্বে আপনি লজ্জিত হইতেন, কিন্তু আজ কাগ হাততালি আপনার যেন খুব মিষ্ট লাগিতেছে!”

মিঃ ব্লেক একটু রাগ করিয়া বলিলেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভের সহায়তা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য—ইহা লর্ড ব্র্যাক্‌উডের নিজের কথা; আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ—এ কথা সত্য নহে, এবং উহা কোন দিন আমার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। আত্মাভিমান ভাল, কিন্তু অসার দম্ভ প্রকাশ মূঢ়ের কায।”

স্থিথ বলিল, “চলুন, আত্মাভিমানটাকে চাগাইয়া তুলিবার জন্ত ঘুম কামাই করিয়া লর্ড ব্র্যাক্‌উডের বাড়ীতে গোয়েন্দাগিরি করিয়া আসি। কি একটা কাঠের কোটা কি ঝাঁপি চুরি গিয়াছে, তাহা খুঁজিয়া এই রাত্রিকালে হয়রান না হইলে ত সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভের মান সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে না! কোন সাধারণ

লোক এ বিষয়ে আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইলে আপনি তাহার গালে চড় মারিতেন ; কিন্তু এ যে লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ঘরে চুরি ! সেখানে গিয়া দেখিব—কোটাটা হয় ত কোন সোফা বা চেয়ারের নীচে পড়িয়া আছে ! যাহারা সিন্দুক খালি করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার ঐ সকল অসার জিনিস কিনিয়া বেড়ায়, তাহারা যদি ক্ষাপা না হয়, তাহা হইলে সংসারে কে যে পাগল তাহা আমার বৃষ্টিবার শক্তি নাই ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বস্তুতা বন্দ করিয়া পোষাক পরিয়া লও ; পথে গিয়া একখান ট্যান্ডি ডাকিয়া আন ।”

শ্রুত্ব বলিল, “টাইগারকে সঙ্গে লইবেন না ? একাঙ চুরি—কাঠের কোটা, পাঁচ সাত শো বছরের রদি মাল !”

শ্রুত্বের মস্তব্যঙলি সজ্জিগু, কিন্তু তীব্র । মিঃ ব্লেক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “যাহা বলিলাম, তাহাই কর । টাইগার ঘুমাইতেছে, উহার ঘুম ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন নাই । দেখ না, লম্বা হইয়া মড়ার মত পড়িয়া কি রকম ঘুমাইতেছে !”

শ্রুত্ব তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া ট্যান্ডি ডাকিয়া আনিল । মিঃ ব্লেক শ্রুত্বকে সঙ্গে লইয়া নিদ্রিষ্ট সময় মধ্যে লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের গৃহে উপস্থিত হইলেন । তাহারা লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের গৃহদ্বারে ট্যান্ডি হইতে নামিতেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ডিটেক্টিভের পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলেন । তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ।

ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “এত বড় চুরি, এখানে আপনার দেখা পাইব—ইহা পূর্বেই আশা করিয়াছিলাম মিঃ ব্লেক ! চুরির সংবাদটা আমরাই প্রথমে পাই ; কিন্তু লর্ড ব্ল্যাক্‌মোরের পকেট হইতে ট্যান্ডি-ভাড়া বাহির করিতে পারিব কি না সন্দেহে এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়াই পাড়ি দিয়াছি । টাকার মানুস, কিন্তু সন্ধ্যের নমুনা দেখিতে পাইয়াছেন ত ? একটা ঘুণ-ধরা কাঠের কোটা কিনিতে পাঁচ হাজার পাউণ্ড খসিয়া গিয়াছে !—উন্মাদ, উন্মাদ !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বড় লোকের খেয়ালের অন্ত নাই ! এই তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে আঁগিবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের অনুরোধ,

এড়াইতে পারিলাম না ! যাহা হউক, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুখী হইলাম ইন্স্পেক্টর ! আমি ভাবিয়াছিলাম, স্থানীয় থানার ইন্স্পেক্টর আসিয়াই সকল কাজ শেষ করিয়া যাইবে ; কিন্তু এ বড়লোকের ঘরের কাণ্ড কি না, বিনা আড়ম্বরে কি তদন্ত শেষ হইতে পারে ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “কতকগুলো জরুরি কাযে আফিসেই ছিলাম। লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ বলিলেন, আমাকে আসিতেই হইবে। সকাল সকাল কায শেষ করিয়া যদি বাড়ী যাইতাম, তাহা হইলে আর এ ভাবে ভুগিতে হইত না। আজ রাত্রে ঘুমের দফা রফা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তথাপি অনেকে আমাদের সৌভাগ্যের জঁয়ী করে !”

তঁাহারা তিন জনে সেই সুবিশাল অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া হল-ঘরে লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের সাক্ষাৎ পাইলেন। লর্ড ব্ল্যাক্‌উড তখন একজন কন্‌ষ্টেবলের সঙ্গে এই বিষয়েরই আলোচনা করিতেছিলেন। সেই কক্ষে সাক্ষ্য পরিচ্ছদধারী কয়েকজন ভদ্রলোক ও কয়েকটি সুবেশধারিণী মহিলা দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই চুরির সংবাদে সকলেই যেন উত্তেজিত হইয়াছিলেন। লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ মিঃ ব্লেক ও তঁাহার সঙ্গীদ্বয়কে দেখিবামাত্র তঁাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন ; তাহার পর সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনি তাড়াতাড়ি আসিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আসিয়া পূর্ব ভালই করিয়াছেন। এখন কি করা উচিত, তাহা ভাবিয়া দেখুন। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড, আপনি ত পাকা লোক, আপনাকে আর বেশী কি বলিব ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “ধন্যবাদ !”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ বলিলেন, “আপনাদের উভয়ের সাহায্য লাভ আমি গৌরবের বিষয় মনে করি। আমার এই ক্ষতি সামান্ত নহে।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আপনার ক্ষতির পরিমাণটা সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার।”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ বলিলেন, “আমার একটি মাত্র সামগ্রী চুরি গিয়াছে ; তাহা

একটি বহু প্রাচীন ও বহুমূল্য কাঠের কোটা। এক কালে তাহা বর্জিয়ারদের অধিকারে ছিল। আজই তাহা নর্থবির নিলামে কিনিয়া আনিয়াছিলাম।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “কাঠের কোটা! জহরতের অলঙ্কার নহে? কত টাকায় আপনি তাহা কিনিয়াছিলেন?”

লর্ড ব্ল্যাকউড্ বলিলেন, “মহামূল্য সামগ্রী; কিন্তু বেশ সস্তায় তাহা নিলামে ডাকিয়া লইয়াছিলাম।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “কিন্তু কাঠের জিনিস ত? তাহার প্রকৃত মূল্য বোধ হয় এক পাউণ্ডও নহে; তবে আপনারা বড়লোক; আপনারা নিলাম ডাকিতে আরম্ভ করিলে তুচ্ছ জিনিসেরও ডাক ছ-ছ করিয়া চড়িয়া যায়! তাহা কয় পাউণ্ডে ডাকিয়া লইয়াছিলেন?”

লর্ড ব্ল্যাকউড্ বলিলেন, “ডাক ক্রমশঃ চড়িতে থাকিলে—কত গিনির চেক কাটিতে হইত বলিতে পারি না; তবে সৌভাগ্যক্রমে পাঁচ হাজার গিনিতেই তাহা আমার হস্তগত হইয়াছিল।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, “পাঁ—চ—হা—জা—র গিনি! কি সর্বনাশ!—একটা কাঠের কোটা নিলাম হইল—পাঁচ হাজার গিনিতে? আবার বলিতেছেন খুব সস্তায় পাওয়া গিয়াছে!—এই ঘর হইতে সেই কোটা ভিন্ন আর কিছুই চুরি যায় নাই? সকল জিনিস অগ্রাহ করিয়া চোর কেবল সেই কাঠের কোটাটিই চুরি করিয়াছে!”

লর্ড ব্ল্যাকউড্ বলিলেন, “হাঁ, সেই কোটাটিমাত্র অপহৃত হইয়াছে।—আমার এই কক্ষে লক্ষাধিক পাউণ্ড মূল্যের হীরা জহরত আছে; তাহা উপেক্ষা করিয়া চোর কেবল সেই পুরাতন কোটাটিই চুরি করিয়াছে—ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় আছে!”

লর্ড ব্ল্যাকউড্ ঐহুত্ব ভরে বলিলেন, “কি?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “ছদ্ম যদি খুঁজা মার্জনা করেন ত বলিতে

পারি—সেই কোটার মালিক এবং চোর—এই উভয়ের মধ্যে কে বেশী নিরোট—তাহা নির্ণয় করিতে পারাই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসের বিষয় !”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ ইন্স্পেক্টরের ধূতায় বিরক্তিভরে ত্রুষ্ণিত করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার বিরাগ লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, “আপনার কোটাটি অপহৃত হইয়াছে—ইহা আপনি সৰ্ব্বপ্রথম কখন জানিতে পারিলেন ?”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ বলিলেন, “প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে ; উহা জানিতে পারিয়াই আপনাকে টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছি। লেডি ব্ল্যাক্‌উড্ আজ সন্ধ্যাকালে কয়েকজন ভ্রমলোক ও মহিলাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় বারটান সময় আমার দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া এই কক্ষে আসিয়াছিলাম। কোটাটি তাঁহাদিগকে দেখাইবার জন্ত আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমি এখানে আসিয়া কোটাটি দেখিতে পাইলাম না ! তাহার পর ঐ জানালার কাছে গিয়া দেখিলাম—জানালার মোটা মোটা লোহার গরাদে বাঁকাইয়া ফাঁক করিয়া, চোর কোটাটি চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে !—আমি তৎক্ষণাৎ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সংবাদ দিলাম ; তাহার পর টেলিফোনে আপনাকে ডাকিয়াছিলাম মিঃ ব্লেক ! সেই সময় বীটের কন্ঠেবলকে পথে দেখিয়া তাহাকে এখানে আসিতে বলি।—ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই করি নাই। চুরির তদন্তের ভার আপনাদের জন্তই কেলিয়া রাখিয়াছি।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আপনার অনুমতি হইলে আমরা এই কুঠুরীটি পরীক্ষা করিতে পারি।”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ বলিলেন, “হাঁ, পরীক্ষা করুন। আর একটি কথা,—প্রাচীন যুগের হুল্লভ মনোহারী দ্রব্যবিক্রেতা নাইট্‌স-ব্রীজের অস্কার মেটল্যান্ডকে আপনারা চেনেন কি ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “হাঁ, তাহাকে চিনি। এই লোকটির উপর আমাদের দৃষ্টি আছে। সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু তাহার সাধুতায় আমাদের একটু সন্দেহ আছে।”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্ উদ্বেজিত ভাবে বলিলেন, “আপনাদের সন্দেহ আছে ? আমার

বিশ্বাস, সেই রাস্কেলই আমার কোঁটাটি চুরি করিয়াছে। সে স্বয়ং অথবা তাহার কোন অনুচরের সাহায্যে উহা চুরি করিয়াছে।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কিন্তু সে আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহা চুরি করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে অসংলোক হইলেও ই ভাবে চুরি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, সে চতুর্নয় নির্দোষ নহে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার এইরূপ ধারণার কারণ কি ইন্স্পেক্টর !”

লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ বলিলেন, “এ তাহারই কাজ—ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। আজ আমি নিলাম ডাকিবার সময় মেটল্যাণ্ডকে সেখানে দেখিতে পাই ; সে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কোঁটার ডাক বাড়াইতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়া কোঁটাটি ডাকিয়া লইলাম। পরাস্ত হইয়া তাহার জিদ বাড়িয়া গেল। সে তাহা অধিক মূল্যে আমার নিকট হইতে কিনিয়া লইবার প্রস্তাব করিল ; কিন্তু আমার তিরস্কারে সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। লোকটা এতই নির্ভীক যে, আজ সন্ধ্যার পর সে তাহা ক্রয় করিবার জন্য টেলিফোনে পুনরবার আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। অবশেষে সে আমাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বলিল, সে উহা ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিবেই। হাঁ, সে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড অ কুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন, “বটে ! এ যে ভারী তামাসার কথা !”

তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু মিঃ ব্লেকের মুখ সম্পূর্ণ ভাবসম্পর্ক-রহিত। তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব-ব্যুৎপত্তির উপায় ছিল না ! অনুকার মেটল্যাণ্ডের কথা মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল বটে, কিন্তু তিনি ভাবিলেন রূপার্ট ওয়াল্ডো মেটল্যাণ্ডের পশ্চাতে থাকিয়া কোন নূতন খেলা আরম্ভ করে নাই ত ? লর্ড ব্ল্যাক্‌উড্‌ মেটল্যাণ্ডকে সন্দেহ করিয়াছেন দেখিয়া এই কোঁটা-চুরির রহস্যভেদের জন্য তাহার কৌতূহল প্রবল হইল।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ভাঙ্গা জানালায় দিকে চাহিয়া অক্ষুট স্বরে বলিলেন,

“জটিল ব্যাপার! চোর এই গরাদেশুলা সাঁড়াশী দিয়া বাঁকাইয়া এই কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না ইন্স্পেক্টর, কাজটা সকলের পক্ষে অত সহজ নহে; কিন্তু গরাদেশুলি অন্ত উপায়েও বাঁকাইতে পারা যায়, এবং চোর এই কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য সম্ভবতঃ সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “সেই উপায়টি কি, তাহা আমাদের মত সাধারণ লোকের স্থূল বুদ্ধির অগম্য! সহজ বিষয় কঠিন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার শক্তি আপনার অসাধারণ, তাহা কি আমরা জানি না? দোহাই আপনার, আপনি এই সহজ বিষয়টিকে জটিল করিয়া তুলিবেন না। জানালায় নীচে শুরকী ও খোয়ার উপর চোরের জুতার দাগ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, উহা দেখিয়াছেন কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ দেখিয়াছি; উহা ভিন্ন আর একটি জিনিসও দেখিতে পাইয়াছি।”—তিনি গরাদের বাঁকান মাথা হইতে এক-টুকরা কাপড়ের ফালি তুলিয়া লইলেন, তাহা সেই গরাদের মাথায় বাধিয়া ছিল। সেই জানালার ভিতর দিয়া পলায়ন করিবার সময় চোরের জামার হাতা সেই গরাদের বাঁকা মাথায় বাধিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, ইহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন; জামার যে অংশটুকু বাধিয়া ছিল, তাহা মিঃ ব্লেকের হাতে দেখিয়া ইন্স্পেক্টর লেনার্ড তাড়াতাড়ি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর উৎসাহ ভরে বলিলেন, “এ অকাটা প্রমাণ ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে।”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে সেই কক্ষের সকল অংশ পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। একটা বড় আলমারির সম্মুখে মেঝের উপর তিনি সাদা কাগজের একটি ক্ষুদ্র দলা দেখিতে পাইলেন। সেই কাগজখানি মুড়িয়া, তাহার সাহায্যে আলমারির হাতলটি চাপিয়া ধরিয়া আলমারি খোলা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক হুই অজুলি দিয়া সেই কাগজখানির এক প্রান্ত ধরিয়া বলিলেন, “ইন্স্পেক্টর লেনার্ড! এই কাগজখানি দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন কি?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “উহা আর বুঝিতে পারি নাই?—আলমারির হাতলে অঙ্গুলি চিহ্ন না থাকে—এই উদ্দেশ্যে চোর এই কাগজখানি মুড়িয়া, ইহা দিয়া আলমারির হাতলটি চাপিয়া ধরিয়াছিল; এই জন্ত আলমারি খুলিবার সময়, উহার হাতলে তাহার অঙ্গুলিচিহ্ন হয় নাই। কিন্তু ঐ কাগজেই তাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন পাওয়া যাইবে, ইহা কি বোকা চোরটি বুঝিতে পারে নাই?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি ঠিক ঐ কথাই ভাবিতেছিলাম।”

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে রৌপ্যানির্মিত একটি ক্ষুদ্র কোটা বাহির করিলেন। সেই কোটায় এক প্রকার শুভ্র গুঁড়া ছিল; তিনি সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সতর্কভাবে সেই কাগজের উপর ছড়াইয়া দিলেন। তাহার পর কাগজখানি ভাঁজ করিয়া, সেই গুঁড়াগুলি দুই এক মিনিট চাপিয়া-ধরিয়া তাহা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। কাগজখানির ভাঁজ খুলিলে দেখা গেল—তাহার প্রায় সকল অংশ সাদা রহিয়াছে, কেবল এক প্রান্তে দুইটি অঙ্গুলির চিহ্ন স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাদা কাগজের উপর কালী দিয়া অঙ্গুলি-চিহ্ন লইলে, তাহা যেমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এই অঙ্গুলি-চিহ্ন দুইটিও সেইরূপ স্পষ্টরূপে ও নিখুঁত। (they were bold and perfect.)

ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সোৎসাহে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “চমৎকার! চোরকে সনাক্ত করিবার জন্ত যে সকল মাল-মসলার প্রয়োজন—তাহা এত সহজে সংগৃহীত হইবে, ইহা পূর্বে আশা করিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সতর্কভাবে চেষ্টা করিয়া যেরূপ অঙ্গুলি-চিহ্ন কাগজে তুলিয়া লওয়া হয়, এই চিহ্নও সেইরূপ নিখুঁত। অঙ্গুলি-চিহ্নে কোন খুঁত না থাকে, সে দিকে চোরের লক্ষ্য ছিল—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে! তবে এই অঙ্গুলি-চিহ্ন আপনাদের কোন কায়ে লাগিবে কি না তাহা এখন নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। অঙ্গুলি-চিহ্নের কার্যোপযোগিতার প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে, বাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন সংগৃহীত হইল, সে যদি পূর্বে আপনাদের হাতে না পড়িয়া থাকে—তাহা হইলে ইহা পাওয়া না পাওয়া সমান! তাহার অঙ্গুলি-

চিহ্ন আপনাদের দপ্তরে থাকিলে তাহাকে সনাক্ত করা নিশ্চয়ই কঠিন হইবে না।”

স্বিথ বলিল, “কিন্তু মেটল্যাণ্ড ত পূর্বে জেল খাটিয়াছে ; সুতরাং পুলিশের দপ্তরে তাহার অঙ্গুলি-চিহ্ন সযত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “ঠিক কথা। মেটল্যাণ্ড জেল খাটিয়াছে বলিয়াই ত তাহার উপর আমাদের নজর আছে। সে অনেককে ভয় প্রদর্শন করিয়; উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মামলার নথির সঙ্গে তাহার ফটোগ্রাফ, অঙ্গুলি-চিহ্ন প্রভৃতি সমস্তই আমাদের দপ্তরে পাওয়া যাইবে। মেটল্যাণ্ডও সে কথা জানে; সে তাহা জানে বলিয়াই এখানে আসিয়া আলমারি খুলিতে ঐ রকম সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মেটল্যাণ্ডই এখানে চুরি করিতে আসিয়াছিল, এবিষয়ে কি আপনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “অন্তঃ কেহ চুরি করিতে আসিয়াছিল—ইহার কোন প্রমাণ নাই, অথচ মেটল্যাণ্ডকে সন্দেহ করিবার কারণ আছে;—এ অবস্থায় তাহাকে বাদ দেওয়ার উপায় কি? তবে আমরা জানি মেটল্যাণ্ড কাহারও ঘরে ঢুকিয়া চুরি করে না; না, কেহই তাহার এক্সপ বদনাম দিতে পারিবে না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি আজ এখানে চুরি করিতে আসিয়াছিল—তাহার কায দেখিয়া মনে হইতেছে—সে চুরিবিজ্ঞায় কাঁচা, শিক্ষানবিশ চোর! আমরা জানিতে পারিয়াছি—মেটল্যাণ্ড সেই কোটাটি আত্মসাৎ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, এবং ছলে বলে কৌশলে তাহা হস্তগত করিবে এক্সপ অভিশ্রাবও প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে কিরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত? দুই আর দুই যোগ দিলে চার হয়—ইহা কে না জানে?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, দুই আর দুই যোগ দিলে চার হয় বটে, কিন্তু সেই চারের সঙ্গে যদি আর একটা ‘এক’ যোগ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের যোগফল চার হইবে না।—হইবে কি? বাহা ইউক, আপনি আপনার

ধারণা অনুসারে তদন্ত করুন ; আমিও একটু খোঁজ খবর লইয়া দেখিব ; যদি আপনাদের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, তাহার ক্রটি করিব না ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “অপহৃত কোঁটাটিই সকল রহস্যের মূল । লর্ড ব্র্যাকউড্, কোঁটাটির বিশেষত্ব সম্বন্ধে সকল কথা আমাকে লিখিয়া দিবেন ; কি কারণে তাহা চুরি করিবার জন্ত চোরের লোভ হইয়াছিল তাহাও আমার জানা আবশ্যক ।”

লর্ড ব্র্যাকউড্ বলিলেন, “উহা সাধারণ কোঁটা, কোন বিশেষত্ব নাই ; জিনিষটি বহু প্রাচীন, এবং দুর্লভ । উহা বর্জিয়া-পরিবারের সম্পত্তি ; উহার সহিত প্রাচীন বর্জিয়া বংশের স্মৃতি বিজড়িত—ইহাই উহার একমাত্র আকর্ষণ ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, “হুম্ ! আপনার কথা শুনিয়া ঝিলায় সেই কোঁটায় ঐরূপ কোন গুপ্ত রহস্য নিহিত আছে—যাহা আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । আপনি বিপুল ঐশ্ব্যের অধিকারী, এবং সেই কোঁটাটি একটি বহু প্রাচীন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পরিবারের সম্পত্তি ; এই জন্তই উহা পাঁচ হাজার গিনি দিয়া আপনার কিনিবার সখ হইয়াছিল । যাহা আমরা পাঁচ গিনিতে ক্রয় করা অর্থের অপব্যয় মনে করিতাম, তাহা আপনি পাঁচ হাজার গিনিতে ক্রয় করিয়া অর্থের সম্বায় হইয়াছে ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন ! তবে সেই কোঁটার মধ্যে একটি গুপ্ত-গহ্বর থাকিতেও পারে, এবং সেই গহ্বরে এক শিশি তীব্র বিষ সংগুপ্ত থাকিও অসম্ভব নহে । ঐরূপ অদৃশ্য বিষের একটি আধার একবার প্রাচীন যুগের একটি হীরকাসুন্দরীর ভিতর আবিস্কৃত হইয়াছিল । কোঁটাটিও ঐরূপ কোন গুপ্ত রহস্যের আধার ; সেই রহস্য আপনার অজ্ঞাত হইলেও মেট্‌ল্যাণ্ড সম্ভবতঃ তাহার সন্ধান পাইয়াছিল । নতুবা কেবল প্রাচীন সামগ্রী বলিয়া উহা হস্তগত করিবার জন্ত সে আগ্রহ প্রকাশ করিত না । সে ছলে বলে কৌশলে উহা আত্মসাৎ করিবে—একথাও আপনাকে বলিয়াছিল ?—ইহা উপেক্ষার বিষয় নহে ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সাদা কাগজের সেই অঙ্গুলি-চিহ্ন একজন কন্‌ষ্টেবলের সাহায্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠাইয়াছিলেন, এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অঙ্গুলি-চিহ্নের

বিশেষজ্ঞকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্নের সহিত তাহার পার্থক্য আছে কি না—তাহা অবিলম্বে তাঁহাকে জানাইতে হইবে। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড অঙ্গুলি-চিহ্নের বিশেষজ্ঞের অভিমতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কারণ তাহা জানিবার পূর্বে তদন্তে প্রবৃত্ত হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। তথাপি মেটল্যাণ্ডকেই চোর বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—তাঁহার এই সন্দেহ অমূলক। মেটল্যাণ্ডই চোর, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মিঃ ব্লেকের সহিত তর্ক করিতে উত্তত হইলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার উপদেশ যদি আপনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে ঐ কোটাটির চিন্তা ত্যাগ করিবেন। মেটল্যাণ্ড ঐ জাতীয় ছলভ প্রাচীন শিল্পদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে। সে যদি চুরি করিবার উদ্দেশ্যে এই কক্ষে আসিত, তাহা হইলে ঐ কোটা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান দ্রব্যই সে অপহরণ করিত; কারণ ঐ কোটা অপেক্ষা পঞ্চাশগুণ অধিক মূল্যবান দ্রব্য এই কক্ষে সঞ্চিত আছে। সেগুলি উপেক্ষা করিয়া সে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের বাক্সিরা-কোটা নিশ্চয়ই অপহরণ করিত না। কোন দ্রব্যের কি মূল্য, তাহা তাহার অজ্ঞাত এক্ষণ মনে করাও সঙ্গত নহে; কারণ সে বহুদিন হইতে এই ব্যবসায় লিপ্ত আছে; এ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আপনার তর্ক-শক্তিও অসাধারণ। আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু একটি বিষয় আপনি অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন! সেই কোটাটির এক্ষণ কোন বিশেষত্ব আছে—যাহা মেটল্যাণ্ডের সুবিদিত বলিয়াই সে তাহা অপেক্ষা পঞ্চাশগুণ অধিক মূল্যের দ্রব্য অগ্রাহ্য করিয়া সেই কোটাটিই অপহরণ করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহা আপনার অনুমান মাত্র; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অনুমানের উপর নির্ভর করা আমি অসঙ্গত মনে করি। উহা বাক্সিরা-পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া উহার ভিতর বিষের আধার সংগুপ্ত আছে—আপনার এক্ষণ অনুমানও ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ মেটল্যাণ্ড ঐ কোটা চুরি করিয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে

পারেন—তাহা হইলেও তাহাকে আমি কোটা-চোর বলিয়া স্বীকার করিব না।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, “অর্থাৎ রহস্যটা খুব গভীর?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হঁ। ইন্স্পেক্টর, এই ব্যাপারের মূলে কোন দুর্ভেদ রহস্যই বর্তমান।”

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “ইচ্ছা হয় আপনি সেই গভীর রহস্যের মর্মেদবাটন করিবার চেষ্টা করিবেন; লর্ড ব্র্যাকউড আপনাকে এই চুরির তদন্তে নিযুক্ত করিয়াছেন, আপনার যেকোন ভাব মনে হইবে—আপনি সেই ভাবেই তদন্ত করিতে পারেন; আমি যে সকল প্রমাণ পাইব, তাহার উপর নির্ভর করিয়া চোর ধরিবার চেষ্টা করিব। ইহাই ত নিয়ম। প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তদন্ত শেষ করিলে ঠিকিতে হয় না। চেষ্টা বিফল হইলেও তাহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু আপনার কার্যাপ্রণালী স্বতন্ত্র; আপনি সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে চলিতেই ভাল বাসেন। সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে আপনি সঙ্কোচ বোধ করেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রমাণের উপর সকলকেই নির্ভর করিতে হয়, বিনা-প্রমাণে কাহারও কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে সকল প্রমাণ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না। আপনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কোন কোন প্রমাণ আমার হস্তগত হইয়াছে; সুতরাং আমাদের তদন্তের ফল অভিন্ন হইবে—এরূপ আশা করা যায় কি?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আমি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত প্রমাণ আপনি পাইয়াছেন! কিরূপে পাইলেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমাদের উভয়েরই কপালে দুইটি করিয়া চক্ষু আছে; তথাপি উভয়েরই দৃষ্টিশক্তি সমান—এ কথা কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায়? আপনি সোজা পথে চলিয়া কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন—তাহা বোধ হয় আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড আর কোন কথা বলিলেন না। মিঃ ব্লেকের প্রেষ্ঠতা তিনি

অস্বীকার করিতে সাহস করিতেন না। স্মৃতরাং মিঃ ব্লেক তাঁহার তদন্ত-প্রণালীর সমর্থন না করায় তাঁহার একটু হুশিঙ্গা হইল; কিন্তু তাহা তিনি কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড অন্ত দিকে প্রস্থান করিলে স্থিথ মিঃ ব্লেকে বলিল, “কর্ত্তা, আপনার মনের কথা আমি বুঝিতে পারি নাই!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমাকে তাহা বুঝাইবার এখনও সময় হয় নাই স্থিথ! আমি ঐ ভাঙ্গা জানালার গরাদেশগুলির কথাই ভাবিতেছি। এই সকল কথা চিন্তা করিবার সময় অস্কার মেটল্যাণ্ড, সার রডনে ডুমণ্ড এবং আর একজনের কথাও আমার মনে পড়িতেছে; তাহাদের কথা ভুলিতে পারিতেছি না।”

স্থিথ বলিল, “অস্কার মেটল্যাণ্ডের কথা ভিন্ন সার রডনে এবং আরও একজনের কথা আপনার মনে পড়িতেছে! আপনি কি সার রডনেকেও এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়াইতেছেন? তন্নিম্ন আরও একজনের কথা বলিতেছেন; সেই একজন কে কর্ত্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডো!”

স্থিথ সবিস্ময়ে বলিল, “আপনি কি মনে করেন—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জানালার ঐ গরাদেশগুলির নীচের মুড়া চোকাঠ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া-লইয়া যে ভাবে বাঁকাইয়া রাখা হইয়াছে, উহা অতি সহজে ঐ ভাবে বাঁকাইতে পারে—এক্সপ লোক ওয়াল্ডো ভিন্ন আর কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। না, এক্সপ সামর্থ্য ওয়াল্ডো ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির নাই। আমি বলিতেছি না যে, ওয়াল্ডোই এই কাজ করিয়াছে, কারণ আমি স্বচক্ষে তাহাকে এ কাজ করিতে দেখি নাই; তবে আমার সন্দেহ—ওয়াল্ডো ভিন্ন অন্য কেহ ইহা করে নাই।”

স্থিথ বলিল, “ইহা ওয়াল্ডোর কীর্ত্তি কি না তাহা আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব। ঐ কাগজখানার অঙ্গুলি-চিহ্ন যদি ওয়াল্ডোর অঙ্গুলি-চিহ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে ইহা যে তাহারই কীর্ত্তি—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে

পারিব। আপনি ত পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ওয়াল্ডো মেটল্যাণ্ডের সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হঁ, ঐক্সপই আমার ধারণা, এবং এই ধারণার কারণ কি, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি। সে সে মেটল্যাণ্ডকে খোঁচাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছেন।”

এই সময় ইন্স্পেক্টর লেনার্ড একজন খর্বকায় নবাগত ডিটেক্টিভের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ডিটেক্টিভটি একজন কন্টেবলের সহিত অল্পকাল পূর্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে লর্ড ব্ল্যাকউডের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড কয়েক মিনিট পরে উৎসাহভরে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিলেন, তাহার মুখ প্রফুল্ল, আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “এখন আপনার কি বলিবার আছে বলুন। আপনি ত অস্কার মেটল্যাণ্ডের লেজে হাত দিতে সাহস করিতে ছিলেন না! এখানে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অঙ্গুলি-চিহ্নের বিশেষজ্ঞ সেই অঙ্গুলি-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—উহা মেটল্যাণ্ডেরই অঙ্গুলি-চিহ্ন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দপ্তরখানায় অস্কার মেটল্যাণ্ডের যে অঙ্গুলি-চিহ্ন আছে, তাহার সহিত এই অঙ্গুলি-চিহ্ন ঠিক মিলিয়া গিয়াছে; উভয় চিহ্ন অভিন্ন। (they are identical.)

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “সত্য না কি? অদ্ভুত বটে!”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু আমি মুহূর্তের জন্য ইহা অদ্ভুত মনে করি নাই। আমার সিদ্ধান্তই যে সম্পূর্ণ সত্য, এ বিষয়ে এখনও কি আপনার সন্দেহ আছে? আমি এখন সোজা নাইটস-ব্রীজে চলিলাম; ইচ্ছা হইলে আপনিও আমার সঙ্গে আসিতে পারেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, আমার সেখানে বাইবার প্রয়োজন নাই; আপনি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা আপনিই একাকী শেষ করুন। আপনার

আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ-সংগ্রহ যদি এতই সহজ হয়, তাহা হইলে আমার দূরে থাকায় কোন ক্ষতি নাই ; সাফল্যের গৌরব আপনি একাকীই ভোগ করুন ।”

লর্ড ব্র্যাকউড্‌ বুঝিতে পারিলেন—অস্কার মেটল্যাণ্ডই চোর । তাহার ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন । সেই দৃষ্টবুদ্ধি ইতর তত্ত্বরটাকে বাধিয়া অবিলম্বে থানায় লইয়া যাওয়া হইবে বুঝিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল । তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনার তদন্ত-কল যাহাই হউক, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, কষ্ট স্বীকার করিয়া এই গভীর রাত্রে আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন । আমার উপকারের জন্য পরিশ্রমও যথেষ্ট করিয়াছেন, এজন্য আমি আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ ; তবে যে আপনি মেটল্যাণ্ডকে চোর বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত, ইহার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতেও পারে । কিন্তু মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সকল অকাটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা আপনি খণ্ডন করিতে পারিবেন না ; তথাপি আপনি এই অসময়ে আসিয়া যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সে জন্ত—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “না মহাশয়, আমি কিছুই করি নাই । (I have done nothing.) এই তদন্তের জন্ত যদি কাহারও প্রশংসা করিতে হয় তাহা হইলে সেই প্রশংসা ইন্স্পেক্টর লেনার্ডেরই প্রাপ্য । উঁহারই গোয়েন্দা-গিরির কৌশলে চোরের সন্ধান হইয়াছে । আমি এখানে আসিয়া উঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছি মাত্র । কিন্তু কোন কোন বিষয়ে উঁহার সহিত আমার মতভেদ হইয়াছে, এ জন্ত আপনাকে একটু ক্ষম হইতে হইয়াছে ; সুতরাং আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারি নাই—ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে । আপনি সদাশয়তাবশতঃ আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু আপনার কৃতজ্ঞতায় আমার বিন্দুমাত্র দাবী নাই ।”

মিঃ ব্লেক ক্ষম মনে লর্ড ব্র্যাকউডের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং শ্মিথের সহিত রাত্রিশেষে গৃহে চলিলেন ।

পথে আসিয়া শ্মিথ বলিল, “কর্তা, আপনার অনুরোধে একটু ভুল হয় নাই কি ? অজ্ঞাত প্রমাণ সত্ত্বে যাহাই হউক, অঙ্গুলি-চিহ্নের প্রমাণটি অকাটা ; এ বিষয়ে

সন্দেহ নাই। ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের সিদ্ধান্তই অস্বাভাবিক। মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্র্যাকউডের ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ইহা স্বীকার করিবার—”

মিঃ ব্লেক স্বিথের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “ইন্স্পেক্টর লেনার্ড একটি মহা মুর্থ, তুমিও তাহাই! যদি আলমারির হাতলে মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন পাওয়া যাইত, তাহা হইলে মেটল্যাণ্ড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইত। কিন্তু মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন কোথায় পাওয়া গিয়াছে?—একখানি সাদা কাগজে নয় কি? লেনার্ড এত সহজে সন্দেহ হইবে, ইহা আমি আশা করি নাই। ঐ কাগজখানি অল্প কোন লোক সঙ্গে আনিয়া সেই কক্ষে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, ইহা ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের ভ্রাতৃ বহুদর্শী ইন্স্পেক্টরের বুদ্ধিতে পারা উচিত ছিল।”

স্বিথ সর্লস্বেয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্নসংযুক্ত কাগজ অল্প কেহ আনিয়া ঐ কক্ষে ফেলিয়া রাখিয়াছিল?—এ কাহার কায় কর্তী!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সকল কথা জানিয়াও ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?”

স্বিথ বলিল, “সে ওয়াল্ডো! আমি কথাটা ও-ভাবে ভাবিয়া দেখি নাই; কিন্তু আপনার কথা শুনিয়াও আমার মনের ধাঁধা দূর হইল না! ওয়াল্ডো যদি মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন-লর্ড ব্র্যাকউডের গৃহে আনিয়াই থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন কোন কোশলে তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সে কি উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিল?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি দৈবজ্ঞ হইলে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতাম স্বিথ!”

ষষ্ঠ ধাক্কা

ফাঁদের ভিতর

অস্কার মেটল্যাণ্ড টেলিফোনে বলিল, “হাঁ, শীঘ্র এস ;—এই মুহূর্তে !”

উত্তর হইল, “তোমার এ ভয়ঙ্কর জ্বল্ম ! এই রাত্রি প্রায় একটার সময়—”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “হাঁ, রাত্রি একটু বেশী হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি ?”

উত্তর হইল, “ক্ষতি কি ! আমি শুইয়া পড়িয়াছি, এখন উঠিয়া অত দূরে যাওয়া কি সহজ ?”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “হাঁ, একটু কঠিন বটে ; চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া-পড় কার্ণ ! এই মুহূর্তেই এখানে তোমার আসা চাই। রোরকিকেও ডাকিয়াছি ; সে কুড়ি মিনিটের মধ্যে এখানে আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। তুমি চেষ্টা করিলে তাহার আগেই এখানে আসিতে পারিবে।—জরুরি পরামর্শ আছে কার্ণ !”

কার্ণ বলিল, “ভারী ফ্যাসাদে ফেলিলে ! আচ্ছা আমি যাইতেছি।”

মেটল্যাণ্ড টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিল। সেই গভীর রাত্রে সে তাহার শয়ন-কক্ষে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, দৃষ্টিস্তায় সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার বন্ধুদ্বয়ের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিবার জন্ত অধীর হইয়াছিল। জ্বাট রোরকি লণ্ডনের ময়ডা-ভেল নামক পল্লীতে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করিত। সে অবিলম্বে মেটল্যাণ্ডের গৃহে উপস্থিত হইবার জন্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের অন্ত বন্ধু সাইমন কার্ণ উইল্ডন-কমনে বাস করিত ; কিন্তু সেই রাত্রে সে তাহার পার্ক লেনের বাড়ীতে রাত্রি-যাপন করিতেছিল। সে অল্প দিন পূর্বে পার্ক লেনে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছিল। এই নূতন বাড়ীতেই তাহাকে অধিকাংশ সময় দেখিতে পাওয়া বাইত।

কার্ণ, রোরিক এবং মেটল্যাণ্ড তিন জনেই নরপিশাচ। তাহারা পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা প্রকার হুঙ্কার করিত ; তিন জনেই পরস্পরের মনের কথা জানিত। তাহারা বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও, গুপ্ত ব্যবসায়ে তাহাদের যোগ ছিল। এ জন্ত সর্বদাই তাহাদের পরামর্শ চলিত ; কেহ কাহারও অজান্তে সারে কোন কায় করিত না। জেঁকের মত পরের শোণিত-শোষণে তাহাদের তিন জনই সমান দক্ষ ছিল ! তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তি লাভ করিলে তাহাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছিল। তাহারা অসহুপায়ে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল ; সুতরাং কারাগার হইতে মুক্তি লাভের পর সমাজে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে তাহাদের অধিক বিলম্ব হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী বলিয়া তাহারা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভেও সমর্থ হইয়াছিল ; তাহার বহু দিন পূর্বে সার রডনে ডুমগের যে বিপুল অর্থরাশি শোষণ করিয়াছিল, তাহাই তাহাদের নৌভাগ্যের ফল। তাহাদিগকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইলেও সেই অর্থে তাহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

ধনাঢ্য নর নারীর গুপ্ত কথা, গুপ্ত কলঙ্ক প্রকাশের ভয় দেখাইয়া লগুনের অনেক নরপিশাচ অর্থোপার্জন করিয়া থাকে ; কিন্তু এই তিন নর-প্রেত এই ব্যবসায়ে অন্ত সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জনে তাহাদের বিন্দুমাত্র কুষ্ঠা ছিল না। কিন্তু মেটল্যাণ্ড সেদিন হৃশ্চিন্তায় অধীর হইয়াছিল। তাহার হৃশ্চিন্তার কারণও সামান্য নহে।

মেটল্যাণ্ডের ঘড়ির ছই কাঁটা বারটার ঘরে আসিলে বারটা না বাজিয়া একটা বাজিল ! তাহাতেই তাহার সন্দেহ হইল—ঘড়ির কাঁটা তাহার অজান্তেসারে কেহ পিছাইয়া দিয়াছিল। তাহার পকেটস্থিত সোনার ঘড়ি পর্য্যতাল্পি মিনিট পিছাইয়া পড়িয়াছিল—দোকানের ঘড়িতে সময় দেখিয়া ইহাও সে বুঝিতে পারিল। তাহার পকেট-ঘড়ি একশত গিনি মূল্যের ‘ক্রনোমেটার’ (a hundred-guinea chronometer) সেই ঘড়িতে কোন দিন সময়ের এক সেকেন্ডেরও ব্যতিক্রম হইত না। কেবল সেই রাত্রেই সে দেখিল—তাহার ঘড়ি হঠাৎ পর্য্যতাল্পি মিনিট ‘ফ্লাই’ হইয়া গিয়াছে। তাহার বড় ঘড়িতেও সময়ের ঐক্য ভাঙা ! তবে কি-

কেহ উভয় ঘড়িরই কাঁটা সরাইয়া দিয়াছিল? কে কি উদ্দেশ্যে এই কা করিয়াছিল?

মেট্রল্যাণ্ডের স্মরণ হইল—ওটস্ হারকোর্ট রাত্রি এগারটার সময় তাহাঃ সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি সেখানে ছইন্সি পান করিয়াছিলেন, সে আর একটা গ্লাসে ছইন্সি ঢালিয়া পান করিবামাত্র বেছ'স হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় ছই মিনিট কাল তাহার চেতনা ছিল না।

সত্যই কি ছই মিনিট?—তখন ঘড়ি দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল—ছই মিনিটের অন্তই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু ঘড়ির ক্রটি ধরা পড়িলে সে বুঝিতে পারিল—ছই মিনিট নহে, সে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অচেতন ছিল!

সেই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মেট্রল্যাণ্ড অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার সন্দেহ হইল ওটস্ হারকোর্ট বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল—সে কি আসল হারকোর্ট? সেই হারকোর্ট ভিন্ন অন্য কে তাহার ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া দিবে? সেই রাত্রে অন্য কোনও লোক তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে নাই। যদি হারকোর্টই এই কাষ করিয়া থাকে—তাহা হইলে সে কি উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়াছিল? সেই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল—তাহা তাহার জ্ঞানিবার উপায় ছিল না। হারকোর্ট নামধারী ব্যক্তির ব্যবহার অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। আগন্তুক নিউ ইয়র্কের কোটাপতি ওটস্ হারকোর্ট হইলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ ব্যবহার করিতেন না।

মেট্রল্যাণ্ড তাহার ধনভাণ্ডার পরীক্ষা করিল। সেখানে বিস্তর বহুমূল্য দ্রব্য ছিল; কিন্তু কোনও দ্রব্য অপহৃত হয় নাই; এমন কি, কোন সামগ্রী স্থানভ্রষ্টও হয় নাই। তাহার সিন্দুকে বিস্তর হীরা জহরত, গিনি, ব্যাঙ্ক-নোট প্রভৃতি সঞ্চিত ছিল, সিন্দুক খুলিয়া সে দেখিল—কেহই তাহা স্পর্শ করে নাই।

মেট্রল্যাণ্ড কি ভাবিবে, কি করিবে—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহার বন্ধুস্বয়কে টেলিফোনে আহ্বান করিল। তাহাদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইল। সে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; সেই সময় হঠাৎ

একটা কথা তাহার মনে হইল। সে তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে টেলিফোনের চোঙ হাতে তুলিয়া লইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল, “জেরার্ড ৪৩৪৩।”

মুহূর্ত পরে মেটল্যাণ্ড রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, “সেভয় হোটেল? উত্তম! তুমি এই মুহূর্তেই ওটস্ হারকোর্টের টেলিফোনের লাইন খুলিয়া দাও। হয় ত তিনি এখন ঘুমাইতেছেন, কিন্তু সেজন্য চিন্তা নাই; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইবে। অত্যন্ত জরুরি খবর আছে।”

সেভয় হোটেলের নৈশ ক্লার্ক (night clerk) বলিল, “কি নাম বলিলেন? ওটস্ হারকোর্ট?—এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন মহাশয়!”

প্রায় এক মিনিট পরে সেভয় হোটেলের পূর্বোক্ত কেরাণী মেটল্যাণ্ডকে বলিল, “কি নাম বলিয়াছেন? নামটা আর একবার বলুন ত!”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “তাঁহার নাম হারকোর্ট, ওটস্ হারকোর্ট। তিনি সাধারণ লোক নহেন, মার্কিনের কোটীপতি, সেভয় হোটеле বাসা লইয়া ওখানে বাস করিতেছেন; তাঁহারই সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।”

কেরাণী বলিল, “ওটস্ হারকোর্ট? তিনি লক্ষপতি, কি কোটীপতি, কি আর কিছু তাহা আমার জানা নাই। ঐ নামের কোন ভদ্রলোক সেভয় হোটেলের বাস করেন না। তিনি সেভয় হোটেলেরই আছেন—এ সংবাদ আপনার ঠিক জানা আছে কি?”

মেটল্যাণ্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কি বলিলে? ওটস্ হারকোর্ট নামক কোন ভদ্রলোক সেভয় হোটেলের বাস করেন না?—অসম্ভব! আমি জানি তিনি সেভয় হোটেলের বাস করিতেছেন। তুমি একবার ভাল করিয়া সন্ধান লও।”

কেরাণী বলিল, “হাঁ, আমি খুব ভাল করিয়াই সন্ধান লইয়াছি; কিন্তু হৃৎপথের বিষয় আমার নূতন কোন কথা বলিবার নাই। ভ্রম আপনারই।”

মেটল্যাণ্ড রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া হতাশভাবে শূন্যে চাহিয়া রহিল। বিহ্বতালোকিত কক্ষটি যেন সহসা গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল! নানা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ওটস্ হারকোর্ট সেভয় হোটেলের নাই! অথচ তিনি মেটল্যাণ্ডের সহিত রাজি এগারটার সময় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন,

পরদিন সকালেই পুনরুদার তাহার ঘরে আসিবেন—বলিয়া গিয়াছেন।—তবে তিনি কে? অথ কোন লোক তাহার ছদ্মনামে কি উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছিল?

সে প্রতারিত হইয়াছে। সেই লোকটি ওটস্ হারকোর্ট নহে, ওটস্ হারকোর্টের ছদ্মনামে অথ লোক! সেই ব্যক্তি কে? কেন সে আসিয়াছিল? সে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইলে লোকটা তাহার অজ্ঞাতসারে কি কারিয়া গিয়াছে?

হঠাৎ পায়ের জুতায় তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল তাহার জুতা লাল সুরকীর গুঁড়া লাগিয়া রহিয়াছে! সে ত সেই জুতা পরিয়া বাহিরে যায় নাই, তবে সুরকীর গুঁড়া জুতায় লাগিয়া থাকিবার কারণ কি? তবে কি সে সেই পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে অচেতন অবস্থায় স্থানান্তরে গিয়াছিল? কে তাহাকে কি উপায়ে কোথায় লইয়া গিয়াছিল? সকল রহস্যই হৃৎকোষে, হৃৎকোষে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন!

মেটল্যাণ্ড জুতা-জোড়াটি হাতে লইয়া তাহা উন্টাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। টাটকা সুরকীর গুঁড়ায় তাহার জুতা বসিয়া গিয়াছিল; অথচ সুরকীর গুঁড়া কোথা হইতে আসিল—তাহা সে বুঝিতে পারিল না! সে সেই জুতা পায়ে দিয়া সজ্ঞান অবস্থায় সুরকী-ঢাকা পথ দিয়া কোথাও যায় নাই! তবে?

মেটল্যাণ্ড কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার জুতার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় তাহার বন্ধু সাইমন কার্ল এবং ছবার্ট রোরকি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহারা উভয়েই একত্র আসিয়াছিল। সেই গভীর রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া তত দূর আসিতে হওয়ায় তাহাদের মেজাজ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের প্রতি তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল।

কার্ল প্রকাণ্ড জোয়ান, জালার মত ভুঁড়ি, গোল মুখ, চকু ছুটি বরাহ-শাবকের চকুর সহিত তুলনীয়। (Pig-like eyes.) ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, ঘাড়ের মাংস পিণ্ড এতই অতিরিক্ত স্থূল যে, চলিবার সময় তাহা থল-থল করিত। রোরকির সূর্য্যাজ্ঞ অস্থিচন্দ্র-সার, হাড়গিলের মত চেহারা, সৰু সৰু লম্বা হাত পা। বড় বড় চকু ছুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তাহাদের উভয় বন্ধুর আকৃতিগত বিভিন্নতা সন্তোষ

প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল না। উভয়েই ভয়ঙ্কর লোভী, স্বার্থপর, এবং পরের সর্বনাশ-সাধনে তৎপর।

মেটল্যাণ্ড তাহার বন্ধুদ্বয়ের সাড়া পাইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল, “এস ভাই, এস! আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে বড়ই অসাধারণ, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটয়া গিয়াছে। আশা করি তোমরা তাহার কারণ স্থির করিতে পারিবে। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। হুশিয়ার সমুদ্রে পড়িয়া আমি নাকানি-চুবানি খাইতেছি। আমি হতবুদ্ধ হইয়া গিয়াছি!”

কার্ল কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া বলিল, “ধীবে, মেটল্যাণ্ড, ধীরে! অত ব্যাকুল হইয়া কোন লাভ নাই। ব্যাপার কি খুলিয়া বল। এই এক রাত্রির মধ্যেই তোমার চেহারা বাছড়-চোবা আমার মত চুপসাইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ কি? জালিয়াতি-টালিয়াতি কিছু ধরা পড়িয়াছে না কি?”

মেটল্যাণ্ড ওটস হারকোটের প্রসঙ্গে সকল কথা তাহার বন্ধুদ্বয়ের গোচর করিল। সেভয় হোটেলে টেলিফোন করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিল তাহাও বলিল। তাহার বন্ধুদ্বয় সন্দিগ্ধ চিত্তে কথাগুলি শুনিয়া অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িল। অবশেষে রোরিক বলিল, “ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছ মেটল্যাণ্ড! রাত্রি একটার সময় আমাদের ডাকিয়া আনিয়া এমন উদ্ভট গল্প আরম্ভ করিলে যে, তাহা শুনিয়া না হাসিয়া থাকা যায় না! হুইস্কির মাত্রা খুব বাড়াইয়াছিলে বোধ হয়? অকারণ হৈ-চৈ করিয়া নিজে ত কষ্ট পাইয়াছই, আমাদের পর্য্যন্ত ঘুমটা নষ্ট করিলে!—তোমার কি মত কার্ল?”

কার্ল মাথা নাড়িয়া বলিল, “নেশায় টং হইলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে; হুইস্কির মাত্রা বাড়াইয়াই সব ওলটু-পালটু করিয়া ফেলিয়াছে! ফলে বে-এজার, এবং পরে বেহুঁস!—তোমার জুতার নীচে গুরকী গুঁড়া কোথা হইতে আসিল, জানিতে চাও?—ঘুমের ঘোরে বা নেশার ঝোঁকে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিলে—তাহা ত আমাদের জানা নাই; সুতরাং তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের অসাধ্য। অল্প কোন লোক তোমার পা-জোড়াটা ধর করিয়া লইয়া এই রাত্রিকালে হাওয়া খাইয়া আসিয়াছে—এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না বন্ধু!”

মেটল্যাণ্ড বিরাগ ভরে বলিল, “কি পাগলের মত কথা বলিতেছ ? ও কি বিবেচক মানুষের মত কথা ? আমার বিশ্বাস, সেই আমেরিকানটাই এখানে আসিয়া আমার ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া রাখিয়াছিল। হাঁ, দুইট ঘড়িরই এক অবস্থা হইয়াছিল। আমার ক্রনোমেটার হঠাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট ‘স্লো’ ! এ.কি বিশ্বাস করিবার বিষয় ? আমি সেই পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেহুঁস ছিলাম। সেই সময় কি ঘটিয়াছিল—তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই। তোমরা যদি কিছু বুঝিতে পার—এই আশায় তোমাদের ডাকিয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমার বিরুদ্ধে কি একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হইয়াছে ! এই হারকোট সেভয় হোটেলে নাই। আমি প্রতারণিত হইয়াছি ; কিন্তু এসকল কাহার কাজ তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যদি ইহা কোন চোরের কাষ হয়—ভাবিয়া আমার ধনাগারের সিন্দুক, আলমারির পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এক পেনীও চুরি যায় নাই।”

সিঁড়িতে ছপ্-দাপ্, ছপ্-দাপ্, পদশব্দ হইল।

রোরকি বলিল, “সিঁড়ি দিয়া আবার কাহার আসিতেছে ? এত রাত্রে !”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “তাই ত ! এত রাত্রে কাহার এখানে আসিতেছে ?”

কন্ধুঘারে করাঘাত হইল।

মেটল্যাণ্ড বলিল, “কে হে ! দাঁড়াও।”—সে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সে উজ্জ্বল দীপালোকে সম্মুখে যে মূর্তি দণ্ডায়মান দেখিল—তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মেটল্যাণ্ডের মূর্ছার উপক্রম হইল।

মুক্তঘার পথে মেটল্যাণ্ড ধাঁহাকে দেখিতে পাইল, তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ ইন্সপেক্টর লেনার্ড !

মেটল্যাণ্ড অতি কষ্টে আশ্বসংবরণ করিয়া বলিল, “আপনি ! আপনি আমার এখানে কেন আসিয়াছেন ?”

ইন্সপেক্টর লেনার্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কক্ষস্থ তিনজন লোকের মুখের দিকে চাহিলেন। সেই তিনজনের একজনেরও সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না ; তবে তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং তাহারা কে, তাহা অনুমান করিয়া তিনি সম্মুখস্থ গৃহস্থামীকে বলিলেন, “আপনিই মিঃ মেটল্যাণ্ড ?”

মেটল্যাণ্ড ভগ্নবরে বলিল, “আ—আমিই মেটল্যাণ্ড । আপনি ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মেটল্যাণ্ডের ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করিলেন । ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে সেই গভীর রাত্রে তাহার গৃহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে ভয়ে মুগ্ধ চূর্ণ করিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল । তাহার চক্ষু আতঙ্কে বিস্ফারিত হইল । ইন্স্পেক্টর লেনার্ড অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া বলিলেন, “মিঃ মেটল্যাণ্ড, আপনার আপত্তি না থাকিলে আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করুন । আপনাকে আমার দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন আছে ।”

মেটল্যাণ্ড প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, “হাসুন, ভিতরে আসুন মহাশয় ! আপত্তি ? আমার বাপের সাধ্য হইত না আপত্তি করে ! পুলিশকে ঘরে ঢুকিতে দিতে আপত্তি ? কিন্তু ব্যাপার কি ? কোন রকম গোলমাল বাধিয়াছে না কি ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সেই কক্ষের ভিতর অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, “হাঁ, গোলমালটা বেশ পাকাহয় তুলিয়াছেন, অথচ আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে—আপনি কিছুই যেন জানেন না ! আমার কাছে ওরকম ত্রাকারী করিয়া লাভ নাই, মিঃ মেটল্যাণ্ড !”

সাইমন কাল ও ছবার্ট রোবর্ক ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে দেখিয়া অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল । পুলিশের সংস্পর্শে আসিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, কারণ তাহাদের সম্বন্ধে পুলিশের ধারণা কিরূপ উচ্চ তাহা তাহারা জানিত । সেই গভীর রাত্রে মেটল্যাণ্ডের অনুরোধে তাহার গৃহে আসিয়া তাহার অত্যন্ত অনুরাগ হইল । চোপে চোপে বন্ধুর বিপদের সময় কিরূপ মনুষ্য থাকে— তাহা সকলেই জানেন । ইন্স্পেক্টর লেনার্ড আসিয়াছেন—ইহা বুঝিতে পারিলে তাহারা পূর্বেই অল্প কোন কক্ষে লুকাইত ; কিন্তু তখন আর পলায়নের উপায় ছিল না । তাহারা উভয়েই অবনত মস্তকে স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল । ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বক্র দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, “তিন শয়তানকেই এক জায়গায় দেখিতেছি, সুবিধা থাকিলে এ দুই বেটাকেও গ্রেপ্তার করিতাম ।”—কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, “হঠাৎ এখানে আসিয়া মহাশয়দের

গুপ্ত পরামর্শের ব্যাঘাত ঘটাইলাম, এ জন্ত দুঃখ হইতেছে। ইহাই গুপ্ত পরামর্শের প্রশস্ত সময় বটে! কিন্তু মিঃ মেটল্যাণ্ড, আমি জানিতে চাই আপনি আজ রাত্রি এগারটা হইতে সাড়ে বারটা পর্যন্ত কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছেন। আমি সরকারী ভাবে আপনাকে এ প্রশ্ন করিতেছি না, কেবল কর্তব্যের স্মৃতিবোধেই আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। আপনি ত জানেন আমরা পুলিশের লোক, চব্বিশ ঘণ্টাই সরকারের চাকর। নতুবা এত রাত্রে আর সখ করিয়া কে এখানে আসিত?”

মেটল্যাণ্ড স্থলিত স্বরে বলিল, “কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না! সন্ধ্যাকাল হইতে আমি ঘরেই আছি; এক মুহূর্তের জন্তও বাহিরে যাই নাই।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মেটল্যাণ্ডের জুতার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আপনার ঘরের ভিতর শুরকীর গুঁড়া ছড়াইয়া মেঝের পিচ্ছিলতা দূর করিয়াছেন—ইহা জানিতাম না!”

এই কথা বলিয়াই তিনি মেটল্যাণ্ডের জামার হাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার কিয়দংশ ছেঁড়া, এবং তিনি যে ছিন্ন টুকুরাটুকু আনিয়াছিলেন, তাহা মেটল্যাণ্ডের জামারই ছিন্ন অংশ—ইহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন।

মেটল্যাণ্ড কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, “না, আমার ঘরের কোন স্থানে শুরকীর গুঁড়া নাই; আমার জুতার তলায় শুরকীগুঁড়া কিরূপে লাগিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! আমি সত্যই বলিতেছি আমি সন্ধ্যার পর ঘরের বাহিরে যাই নাই।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আপনার কথা বিশ্বাস করিতে না পারায় আমার ভয়ঙ্কর দুঃখ হইতেছে; আপনি দয়া করিয়া সত্য কথা বলিলে আমার এই দুঃখ দূর হইতে পারে। তবে আমারও একটি সত্য কথা বলিতে বাধা নাই; আপনি জানিয়া রাখুন আপনাকে গ্রেপ্তার করা হইল। পুলিশের লোক অধিক বাগাড়ম্বর নিশ্চয়োজ্ঞন মনে করে।”

• গ্রেপ্তারের নিদর্শনস্বচক তিনি মেটল্যাণ্ডের স্বক্কে হস্তার্পণ করিলেন।

মেটল্যাণ্ড ভয়ে বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “—এঁ্যা, আমাকে

গ্রে—গ্রেপ্তার করিলেন ; ও আবার কি রকম কথা ? আপনি ফ্রেপিয়াছেন !
(you're insane !) আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন—একপ কি কায—”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বাধা দিয়া বলিলেন, “আপনার যাহা বলিবার আছে, যথাস্থানে তুঁহা বলিতে পারিবেন। এখন আপনার চাবিগুলি বাহির করিয়া দিলে বাধিত হইব।”

মেটল্যাণ্ড উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমার চাবি আপনাকে কেন দিব ? আমার একপ অপমান করিবার আপনার অধিকার কি ? আপনি পুলিশ, এইজন্য কি আশা করিয়াছেন—আপনার সকল অত্যাচার নীরবে সহ করিব ? আপনাকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে না ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “চাবি।”

মেটল্যাণ্ড গর্জন করিয়া বলিল, “পাইবে না। তোমার হুকুমে আমি চাবি দিতে বাধা নহি।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড হাঁকিলেন, “চালি, কেলী !”

ঐরাবততুলা দুই বিরাট-দেহ কন্ঠেবল দ্বারপ্রান্ত হইতে সেই কক্ষ প্রবেশ করিল, এবং ইন্স্পেক্টরের ইঙ্গিতে মেটল্যাণ্ডের দুই পাশে গিয়া চেয়ার হইতে তাহাকে টানিয়া তুলিল। মেটল্যাণ্ড তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া ক্রোধে অপমানে ফুলিতে লাগিল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইল। কার্ল ও রোরকি তাহাদের দিকে সভয়ে মিট-মিট করিয়া চাহিতে লাগিল। পলায়নের জন্য তাহারা অধীর হইয়া উঠিল ; কিন্তু সেই অবস্থায় পলায়ন করিতে তাহাদের সাহস হইল না।

মেটল্যাণ্ড ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, “তোমার ভুল হইয়াছে ইন্স্পেক্টর ! তুমি ভুল করিয়া বিনা-অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছ। বিশ্বাস কর—আমি নিরপরাধ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি আজ রাত্রে লর্ড ব্লাক্‌উডের ঘরের জানালা ভাঙিয়া তাহার কোষাগারে প্রবেশ করিয়াছিলে—ইহা অস্বীকার করিতেছ ? কিন্তু তোমার জুজুলি-চিহ্ন সেই ঘরে ফেলিয়া আসা তোমার মত পাকা

চোরের পক্ষে অত্যন্ত কাঁচা কাষ হয় নাই কি ? তা ছাড়া, তাঁহার আঙ্গিনার যে স্তরকীর গুঁড়াগুলি মাড়াইয়া আসিয়াছে—সেগুলি জুতা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঐ রকম স্ভাকামী করিলেই কি সঙ্গত হইত না ? এই সকল অকাটা প্রমাণ সন্তোষ বলিতেছ তুমি নিরপরাধ ! তোমার মত নিলঞ্জ লোক আমি এপর্যন্ত আর একটিও দেখিলাম না !”

মেটল্যাণ্ড ইন্স্পেক্টরের কথায় বিশ্বয়াভিত্ত হইয়া বলিল, “লর্ড ব্র্যাক্‌উডের ঘরে চুরি, আমার অঙ্গুলি-চিহ্ন রাখিয়া আসা—প্রভৃতি কি বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, ইন্স্পেক্টর ! আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি আশ্রয় সন্ধান পর আমি ঘরের বাহিরে যাই নাই। আমার বিরুদ্ধে ঐ সকল অভিযোগ মিথ্যা। আমি স্ভাকামী করি নাই। এ তোমাদেরই বদমায়েসী, নিরপরাধ ভদ্রলোককে অনর্থক হয়রান করিতে আসিয়াছে। তোমাদের অসাধ্য কন্ম নাই।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “তুমি বড় চতুর লোক, কিন্তু দমবাজি করিয়া আমার চোখে ধূলা দিতে পারিবে না মিঃ মেটল্যাণ্ড ! বাজে তর্ক ছাড়িয়া এখন চোরা-মাল সেই বর্জিয়া-কোটাটি বাহির করিয়া দাও, নতুবা তোমার লাঞ্চার সীমা থাকিবে না।”

মেটল্যাণ্ড বিচলিত স্বরে বলিল, “তুমি বলিতেছ কি ? তোমার কি বিশ্বাস লর্ড ব্র্যাক্‌উডের সেই কোটা আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি ? তুমি কি সেই কোটা এখানে পাইবার আশা করিয়াছ ? (do you expect to find it here ?) লর্ড ব্র্যাক্‌উড ইত তাহা নিলামে ডাকিয়া লইয়াছেন ; আমিও তাহা নিলামে ডাকিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তিনি ডাকের উপর ডাক চড়াইয়া—”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “তোমাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তুমি আজ রাত্রে বুদ্ধিকৌশলে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়াছ। টাকা দিতে হইল না, অথচ জিনিসটি তোমার হস্তগত হইল ! ইহা কি অল্প ব্যয় করিয়া ?”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “মিথ্যা কথা ! আমি সেই কোটা স্পর্শও করি নাই ; লর্ড ব্র্যাক্‌উডের ঘরের কাছেও যাই নাই।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মেট্রাণ্ডের পার্শ্বস্থিত কনষ্টেবলঘরের একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “কেলী, ঐ বদ্মায়েসের পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া লও; চাবি দিতে অসম্মত হইলে তোমরা দুইজনে উহার দুই কান ধরিয়া ঘোড়দৌড় করাও।”

ইন্স্পেক্টরের কথা শুনিয়া মেট্রাণ্ড ভয়ে অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল। সে চাবি বাহির করিয়া দিতে আর আপত্তি করিল না। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সেই চাবি দিয়া তাহার সন্দুক খুলিলেন, কিন্তু বর্জিয়া-কোটা সন্দুকে পাইলেন না; তখন তিনি সেই কক্ষের এবং পার্শ্বস্থিত অগ্ন্যস্ত্র কক্ষের সকল স্থান খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। কোটাটি বৃহৎ নহে, এই জন্য তাঁহার ধারণা হইল কোনও গুপ্ত স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

মেট্রাণ্ড জানিত—সেই কোটা তাহার ঘরে নাই; সুতরাং ইন্স্পেক্টর লেনার্ড তাহার ঘরে খানাতল্লাস আরম্ভ করিলে সে ভীত হইল না; সে কিরূপে লেনার্ডের ধৃষ্টতার প্রতিফল দিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার সকল আশা শূন্য বিলীন হইল। একটি আলমারি হইতে কতকগুলি পুস্তক নামাইয়া ফেলিতেই ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সেই সকল পুস্তকের আড়ালে বর্জিয়া-কোটাটি আবিষ্কার করিলেন। কোটাটি পুস্তকগুলির অন্তরালে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

ইন্স্পেক্টর কোটাটি হাতে লইয়া সোৎসাহে বলিলেন, “হাঃ, এতক্ষণ পরে পাওয়া গেল! কে জানিত কেতাবের আলমারিতে কেতাবগুলির আড়ালে ইহা লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল!”

ইন্স্পেক্টর মেট্রাণ্ডের সম্মুখে আসিয়া কোটাটি তাহার সম্মুখে ধরিয়া বিজ্ঞপ্তরে বলিলেন, “এ কোটা তোমার ঘরে নাই বলিয়াছিলে না? তুমি লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ঘরে চুরি করিতে যাও নাই, এই কোটা স্পর্শও কর নাই; কোটা পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া আসিয়া তোমার আলমারির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, এবং কেতাবগুলির আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া নিরপরাধের লাজ্জনা দেখিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল!”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের কোন কথা মেটল্যাণ্ডের কর্ণে প্রবেশ করিল না ; সে স্তম্ভিতভাবে সেই কোঁটার দিকে নিঃশেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহাকে নিম্নরূপ দেখিয়া লেনার্ড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “কোঁটা ত বাহির হইল ; তুমি ইহা চুরি করিয়া না আনিলে কিরূপে ইহা তোমার কেতাবের আলমারির ভিত্তির প্রবেশ করিল জানিতে পারি কি ?”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “আমি উহা চুরি করি নাই, আলমারির মধ্যেও রাখি নাই। আমার সর্বনাশের জন্য কেহ বদমায়েসী করিয়া এই কাণ্ড করিয়াছে। আগাগোড়া কাহারও শয়তানী ! এসকল কাজ আমার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি—এ হারকোটেরই কাণ্ড।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ধরা পড়িয়া এখন দোষটা অস্ত্র লোকের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ ? চোরের স্বভাবই এইরূপ ! তোমার অজ্ঞাতসারে কে এ কণ্ড করিয়াছে বলিলে ?—হারকোট ?—হারকোটটা কে ? যাহাকে ধরিতে-ছ ইহাতে পারা যাইবে না—এ রকম কোন লোক বোধ হয় ?”

মেটল্যাণ্ড হতাশভাবে বলিল, “কে সে, জানি না। সে আজ রাত্রি এগারটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে আমাকে বলিয়াছিল—সে সেভয় হোটেলে বাস করিতেছে ; কিন্তু সেভয় হোটেলে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই !”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “হাঁ, আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, তুমি এমন কোন লোকের ঘাড়ে দোষ চাপাইবে—যাহাকে ধরিতে-ছ ইহাতে পারা যাইবে না। ও সকল বদমায়েসী চাল কি আমার জানিতে বাকি আছে ? যাহা হউক, ঐ সকল ছেঁদো কথা তোমার কৌশিলীর জন্য মূলত্ব বিরাধ, সে তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্য উহার সম্ভাবহার করিতে পারিবে ; ঐ সকল কথা আমার শ্রুতিবার প্রয়োজন নাই।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে (regretful glance) কাল ও রোরকির মুখের দিকে চাহিলেন। ঐহার ধারণা হইয়াছিল—সেই দুই বদমায়েসও এই

‘চুরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। (they were mixed up in this buseness.)
কিন্তু তাহাদের প্রতিকূলে কোন প্রমাণ না থাকায় তিনি তাহাদিগকেও বাঁধিয়া
লইয়া যাইতে পারিলেন না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি অস্কার মেটল্যাণ্ডকে
গ্রেপ্তার করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া চলিলেন।

নাইটস্-ব্রীজের পথ দিয়া চলিবার সময় পথের অন্ধ পার্শ্বে ইন্স্পেক্টর লেনার্ড
সেই গভীর রাত্রেও একজন দীর্ঘদেহ ভদ্রবেশধারী পথিককে দেখিতে পাইলেন।
পুলিশের গাড়ী যতদূর দেখিতে পাওয়া গেল, ততদূর সে পথে দাঁড়াইয়া সেই দিকে
চাহিয়া রহিল।

এই পথিক ছদ্মবেশধারী ওয়াল্ডো !

পুলিশের গাড়ী মেটল্যাণ্ডকে লইয়া অদৃশ্য লইলে ওয়াল্ডো হাঁই তুলিয়া
অশ্রুট স্বরে বলিল, “খাসা হইয়াছে ; আমি এইরূপই আশা করিয়াছিলাম। অতি
সহজেই আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। হতভাগা একবার তিন বৎসর জেল খাটিয়া
আসিয়াছে ; বেটা দাগী, এবার উহার ঠিক সাত বৎসর জেল হইবে। এই সাত
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া যদি সে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে
আমি নিজের নাক কান কাটিয়া ফেলিব।”

মূহূর্ত্তপরে কাল ও রো-কি অন্ধ ট্যাঙ্কতে সেই পথে উপস্থিত হইল।
ওয়াল্ডো আর একখানি ট্যাঙ্কতে উঠিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল।

সপ্তম ধাক্কা

প্রত্যাখ্যান

স্মিথ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “কর্তা, আপনি মেটল্যাণ্ডের গ্রেপ্তারের সমর্থন করেন না ? কিন্তু আপনিই ত বলিয়াছিলেন লোকটা বদ্মায়েসের ধাড়ী, সমাজের আবর্জনা !”

মিঃ ব্লেক পাইপে তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, “হাঁ, অত-বড় শয়তান এ দেশে অল্পই আছে ; কিন্তু এই ব্যাপারে সে নিবপরাধ । যে অপরাধ সে করে নাই, সেই অপরাধে তাহার দণ্ড হওয়া প্রার্থনীয় নহে ; ইহাতে আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় । মেটল্যাণ্ডের এই লাজনার জন্ত ওয়াল্ডোই দায়ী । লেনার্ড ছই আর ছই যোগ দিয়া দেখিয়াছে—যোগফল চার হইয়াছে ; তাহাতেই সে গুণী ! কিন্তু ইহার ভিতর আর একটি সংখ্যা উহা আছে—তাহা সে বুঝিতে পারে নাই । মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্র্যাকউডের বর্জিয়া-কোটা চুরি করে নাই ।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু ইন্স্পেক্টর লেনার্ড এতক্ষণ বোধ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছেন ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমারও তাহাই মনে হইতেছে । লেনার্ড তাহার বিরুদ্ধে অকাটা প্রমাণ পাইয়াছে । প্রমাণগুলি অকাট্য বটে, কিন্তু মেটল্যাণ্ডের গ্রেপ্তারের পক্ষে যথেষ্ট নহে ; লেনার্ডের তাহা বাস্তব শক্তি নাই, এবং সে তাহা বাস্তবও চেষ্টা করে নাই । সন্দেহঃ মেটল্যাণ্ডের ঘরেই সে চোরা মাল পাইয়াছে ; এ অবস্থায় রহস্ত-ভেদের জন্ত তাহার আগ্রহ না হওয়াই স্বাভাবিক ।”

মিঃ ব্লেক লর্ড ব্র্যাকউডের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসিবার পর তাঁহার সহিত স্মিথ এই সকল কথা আলোচনা করিতেছিল । তাঁহারা উভয়েই তখন উপবেশন-কক্ষে বসিয়া ছিলেন ।

স্মিথ বলিল, “আপনি এই ব্যাপারে ওয়াল্ডোকে জড়াইতেছেন, কিন্তু এ

সকলই ত আপনার অমুমান মাত্র। আমি স্বীকার করি আপনার এই অমুমান অসঙ্গত নহে, বরং ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু আপনিই বলিয়াছেন—অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন কোন অমুমানকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, সেক্ষেপ করিলে অনেক সময় ঠিকিতে হয়। আপনার বিশ্বাস, ওয়াল্ডো এক্ষপ কৌশলে সকল কায় শেষ করিয়া রাখিয়াছে যে, মেটল্যাণ্ডকেই চোব বলিয়া ধরা পড়িতে হইবে। তাহার অপরাধের প্রমাণগুলি এক্ষপ অকাট্য যে, তাহা খণ্ডন করা তাহাব অসাধ্য হইবে; সুতরাং দীর্ঘকালের জন্ত তাহাকে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতেই হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি ত পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি আমার বিশ্বাস—সার রড্‌নে ডুমগু ওয়াল্ডোর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন; তদনুসারে ওয়াল্ডো তাঁহাব নিকট প্রতিক্ষিত হইয়াছে—সে তাঁহার জীবনের অভিশাপস্বরূপ তিন মহাশত্রুকে তাঁহার পথ হইতে অপসারিত করিবে। যে তিন জন শত্রু সার রড্‌নেকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবং যাহাদের ভয়ে তিনি আত্মীয় পরিজন, সুখময় গৃহ, বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—সেই তিন জন নরপিশাচের নাম মাইমন কার্ল, হবার্ট রোরিক, এবং অস্কার মেটল্যাণ্ড। ইহারা তিনজনেই মানব সমাজের কলঙ্ক, মনুষ্যদেহধারী হিংস্র জন্তু।”

স্মিথ বলিল, “তাহারা স্ব স্ব কর্মদোষে যদি বিপন্ন হয় তাহা হইলে আমরা তাহাদের বিপদে ব্যাকুল হই কেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, মেটল্যাণ্ডের বিপদে আমি ব্যাকুল হই নাই, হুগ্‌বিতও হই নাই। সে তাহার কুকর্মের ফলভোগ করিবে; লর্ড ব্র্যাক্‌উডের কোটা একটা উপলক্ষ মাত্র।”

স্মিথ বলিল, “সে যে-অপরাধ করে নাই, সেই অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—ইহাই বা আমরা প্রতিপন্ন করিতে যাইব কেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না স্মিথ, সে জন্তুও আমার আগ্রহ নাই। তবে যে সকল প্রমাণে নির্ভর করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে—সেই সকল প্রমাণ

তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না ; এই জন্ত আমি তাহার এই অষ্ট্রো-গ্রেটারের সমর্থন করি না। ওয়াল্ডো অসাধারণ চতুর ‘রাঙ্কেল’! সে ফাঁদ পাতিয়াছে, সেই ফাঁদ হইতে মুক্তি লাভ করা মেটল্যাণ্ডের অসাধ্য হইবে।

শ্মিথ বলিল, “মেটল্যাণ্ড পরপীড়ক, উৎকোচগ্রাহী, তঙ্কর! তাহার দুই বয়স কার্ল ও রোরিকর চরিত্রও ঠিক একই ছাঁচে ঢালা। এ অবস্থায় ওয়াল্ডো খেলা খেলিতেছে তাহাতে আমরা বাধা দিতে যাইব কেন? বরং আমার কামনা তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক।”

মিঃ ব্লেক প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, “কিন্তু শ্মিথ, একটি অস্ত্রায়ের সহিত আর একটি অস্ত্রায় যোগ করিলে—তাঁহার ফল ত্রায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। একটি মিথ্যাকে আর একটি মিথ্যা দিয়া ঢাকিতে যাওয়াও ভুল। মেটল্যাণ্ড যে সকল কুকর্ম করিয়াছে সে জন্ত সে শাস্তি ভোগ করুক, আমি তাহাতে দুঃখিত হইব না; কিন্তু যে ব্যক্তি যে অপরাধ করে নাই, কৃত্রিম প্রমাণে নির্ভর করিয় সেই অপরাধে যদি তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি নীরবে তাহার সেই দণ্ডের সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহিঁ।”

শ্মিথ বলিল, “হাঁ কণ্ঠী, ত্রায়ের দিক হইতে দেখিলে আপনার এই যুক্তি অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু যে নরপিশাচ সমাজের শত্রু, পরের রক্ত শোষণ করিয়া জোঁকের মত নিজের দেহ পুষ্ট করাই যাহার স্বভাব, সে যে-ভাবেই শাস্তি লাভ করুক, তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। মেটল্যাণ্ড সার রড্‌নের শত্রু, সার রড্‌নে মেটল্যাণ্ডকে জব্দ করিবার জন্ত ওয়াল্ডোর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন; ওয়াল্ডো তাহাকে শাসন করিবার জন্ত এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে; এ জন্ত তাহার নিন্দা করিতে পারি না। শত্রুদমনের কোন বৈধ উপায় না থাকায় যদি সে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করে, তাহা হইলে সে কুকার্য্য করিয়াছে বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে পারি না। যে শত্রু আমাদের হত্যা করিতে প্রস্তুত, আত্মরক্ষার জন্ত যে উপায়ে পারি তাহাকে জব্দ করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আমি কোন গহিত উপায়ের সমর্থন করিব না। লর্ড ব্র্যাক্‌উড আমার সাহায্য প্রার্থনা করিলেও ইন্সপেক্টর লেনার্ড পুলিশের পক্ষ

হুইতে তদন্তের ভার গ্রহণ করায় আমি দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি ; চুরির তদন্ত আর আমার হাতে নাই ; কিন্তু ব্যবসায়ের দস্তাবেজ (professional etiquette) অনুসারে মেট্রোপলিটেন নির্দেশিতা সপ্রমাণ করাই আমার উচিত । ওয়াল্ডো জানে এই চুরির রহস্যভেদের জন্ত লর্ড ব্র্যাকউড আমায় সাহায্য প্রার্থী হইবেন, সুতরাং এই কাণ্ড করিয়া সে প্রকারান্তরে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছে ।” (has ehallenged me.)

স্মিথ আর কোন কথা বলিবার পূর্বে মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে প্রচণ্ডবেগে ঘণ্টাধ্বনি হইল ।

সেই শব্দ শুনিয়া স্মিথ বলিল, “আবার কে আসিল কর্তা ! আজ সারা রাত্রিই কি এই রকম কাণ্ড চলিবে ? রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও মজেলের আমদানী ?—এখন করা যায় কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লর্ড ব্র্যাকউডের পক্ষ হইতে নিশ্চয়ই কেহ আসে নাই ; আর কে আসিল সন্ধান লইয়া এস । আমরা এখনও জাগিয়া আছি ; সুতরাং কাহার কি বিপদ ঘটিল তাহা জানিয়া তাহাকে বাধিত করিতে দোষ কি ?”

স্মিথ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল । সে ঘরের বাহিরে সাইমন কার্ল ও হবার্ট রোরিককে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিত হইল ; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল । একখান ট্যাক্সি তাহাদিগকে সেখানে নামাইয়া দিয়া দূরে চলিয়া গেল—তাহাও স্মিথ দেখিতে পাইল ।

স্মিথকে সম্মুখে দেখিয়া সাইমন কার্ল গম্ভীর স্বরে বলিল, “মিঃ ব্লেককে এখন পাওয়া যাইবে কি ?”

স্মিথ বলিল, “তাহা তাহার মজ্জা উপর নির্ভর করিতেছে । মিঃ ব্লেক বাড়ী আছেন কি না—ইহাই যদি আপনাদের জিজ্ঞাস্য হয়, তাহা হইলে আমার উত্তর—তিনি বাড়ী আছেন ; কিন্তু এই শেষ রাত্রে তিনি যাহার-তাহার সহিত দেখা করিতে সম্মত না হইতেও পারেন ।”

কার্ল বলিল, “হাঁ, রাত্রি একটু বেশী হইয়াছে বটে ; কিন্তু দরকার হইলে কি সময় অসময়ের বিচার করা চলে ? যাহা হউক, আমরা অসময়ে আসিতে বাধ্য

হইয়াছি, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি আশা করি তিনি ক্ষমা করিবেন। আমরা অন্তস্ত জরুরি কাযে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি ; সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার উপায় থাকিলে আমরা সকালেই আসিতাম। আমার নাম সাইমন কার্ল, আর এই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ হবার্ট রোরকি। আমরা মিঃ ব্লেককে তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত ‘ফি’ দিতে পারিব—এরূপ আমাদের সাহস আছে। অসময়ে আসিয়াছি বলিয়া যদি তিনি অতিরিক্ত ‘ফি’র দাবী করেন তাহা হইলে তাহাতেও আমরা কাতর হইব না, এ কথা তাঁহাকে জানাইতে পারেন।”

স্বিথ মৃদুস্বরে বলিল, “বটে!”—কিন্তু তাহার বর্গস্বরে নিশ্চয় পরিবাক্ত হইল না। সে মিঃ ব্লেকের সহিত যাহাদের কথাই আলোচনা করিতেছিল—তাহারাষ্ট হঠাৎ তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত! তাহারা যে টাকার মানুষ, ইহাও জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিল না!

স্বিথ বলিল, “আপনারা এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আপনাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে না, ভিতরে আসুন; আমি মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি—এই অসময়ে তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন কি না।”

রোরকি বলিল, “আর ও কথাটাও বলিবেন, তিনি যে ‘ফি’ দাবী করিবেন—তাহাই আমরা দিতে রাজী।”

“কার্ল বলিল, “হাঁ, বিনা-আশঙ্কিতে। দালালী বাদ দেওয়ার আশঙ্কা নাই।”

স্বিথ গম্ভীর ভাবে বলিল, “আপনারা বুঝি খুব টাকার মানুষ?”—সে তাহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া নীচের হল-ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার পর সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দোতালায় মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে উপস্থিত হইল।

স্বিথ মিঃ ব্লেককে কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, “উহাদিগকে ডাকিয়া আন স্বিথ!”

স্বিথ সবিস্ময়ে বলিল, “উহাদের পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন না কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি সিঁড়ির দরজা খুলিয়া রাখিয়া নীচে গিয়াছিলে ;

এ রকম নিস্তর রাত্রে বাহিরের দরজায় কথা কহিলে তাহা আমি শুনিতে পাইব না? কাল ও রোরকি কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই, তবে তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না।”

স্থিতি নীচে গিয়া তাহাদিগকে লইয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে পুনঃ-প্রবেশ করিল।

কাল বলিল, “মিঃ ব্লেক, আমরা এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়া অত্যয় করিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি; আশা করি আপনি এই ক্রটি মার্জনা করিবেন। আমরা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই অসময়ে আসিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা আপনিও বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের একটি বন্ধুকে মিথ্যা প্রমাণে নির্ভব করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহার উপকার হইতে পারে; আপনি একটু চেষ্টা করিলেই পুলিশের প্রমাণগুলি ধূলিসাৎ করিতে পারিবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিল, “যদি আপনি মনে করিয়া থাকেন—কে আসামী, তাহার অপরাধ প্রমাণাদি বিবরণ জানিবার পূর্বেই আমি মন্তবলে পুলিশের কৃত্রিম প্রমাণগুলি ধূলিসাৎ করিয়া আপনার বন্ধুকে উদ্ধার করিতে পারিব—তাহা হইলে আমি তাহাকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে আমার সে শক্তি নাই।”

মিঃ ব্লেক তাহাদিগকে তাহার সাহায্য-প্রার্থনার জন্ত আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন—কোন কারণে তাহার পুলিশের নিকট প্রমাণ অনিচ্ছুক। তাহার পুলিশের নিকট সাহায্য পাইবে না—ইহাও তিনি জানিতেন।

কাল প্রথমে ক্রটি করিয়াছিল—সে মিঃ ব্লেকের সাহায্য-প্রার্থী হইবে; কিন্তু রোরকি তাহা প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই; অবশেষে কালের আগ্রহে তাহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল। তাহার উভয়েই তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নানা উপায়ে উভয়েই প্রচুব অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। অর্থবলে মিঃ ব্লেকের সহায়তা লাভ করা কঠিন হইবে না—এইরূপই তাহাদের ধারণা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক

টাকা লইয়া সাধারণের পক্ষ সমর্থন করেন; উপযুক্ত ফি পাইলেও তিনি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবেন—ইহা তাহারা মনে করিতে পারে নাই।

কার্ণ বলিল, “আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি মিঃ ব্লেক ! মিঃ অস্কার মেটল্যাণ্ড এই নগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ; তিনি আমাদের বন্ধু। নাইটস-ব্রীজে তিনি মহামূল্য ছলভ প্রাচীন শিল্প-দ্রব্যের ব্যবসায় করেন। তিনি একটা মিথ্যা অভিযোগে ফৌজদারীর আসামী হইয়াছেন ; পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।”

রোরিক বলিল, “লর্ড ব্ল্যাক্‌উডের ঘর হইতে আজ রাত্রে একটা কোটা চুরি গিয়াছিল ; সেই কোটা মিঃ মেটল্যাণ্ডের ঘরে আলমারির ভিতর পাওয়া গিয়াছে ! এজন্য মিঃ মেটল্যাণ্ডকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ; কিন্তু তিনি নিরাপরাধ। তাঁহার শত্রুগণের ষড়যন্ত্রেই তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরা পড়িতে হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া মেটল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিলে, এবং তাঁহার শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহার নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইব। আপনি চিরদিনই নিরপরাধ উৎপীড়িতের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন ; এই জন্যই আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা হইলেও সাধারণ চুরি ডাকাতির তদন্ত-ভার আমি গ্রহণ করি না ; সে অবসরও আমার নাই। যে সকল তদন্ত-ভার হাতে লইতে আমার আগ্রহ হয়, কেবল সেইগুলিই হাতে লইয়া অস্ত্রশূল প্রত্যাখ্যান করি। এই কোটা-চুরির রহস্তভেদের জন্য আমার আগ্রহ নাই।”

কার্ণ ব্যাকুল ভাবে বলিল, “এই চুরিটা সম্পূর্ণ রহস্তপূর্ণ, ইহা মিঃ মেটল্যাণ্ডের শত্রুপক্ষের কারসাজির ফল ; সুতরাং এই রহস্তভেদের জন্য আপনার আগ্রহ না হইবার ত কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ, এই তদন্তভার গ্রহণ করিলে আপনি যত টাকা পারিশ্রমিক চাহিবেন, তাহাই পাইবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কোন অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইবে—তাহা আপনারা স্থির করিয়া দিবেন ? না মহাশয়, পরের মুখ দিয়া

আহার করিবার অভ্যাস আমার নাই। আর টাকার লোভ দেখাইয়াও কেহ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে পারে না। আপনারা অনর্থক কষ্ট করিয়া এই রাত্রিকালে আমার কাছে আসিয়াছেন; আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমার অসাধ্য। দুঃপের সহিত বলিতে হইতেছে—আমি আপনাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম।”

কার্ণ বলিল, “কিন্তু মহাশয়, কোন নিরাপরাধ ভদ্রলোক—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “যদি আপনারা পুলিশের কায্যে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারেন। তাহাতে আপত্তি থাকিলে আপনারা অল্প কোন ডিটেক্টিভের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। আমি পেশাদার ডিটেক্টিভ হইলেও নিজের ইচ্ছার বা ক্রটি প্রযুক্তির বিরুদ্ধে কোন কায্য করি না। আপনারা আমার রুচতা মার্জনা করিবেন—আমি আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিব না।”

সাইমন কার্ণের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল, তাহার শরীর গরম হইয়া উঠিল; সে মনে মনে বলিল, “গোয়েন্দার এত স্পর্ধা অসহ্য!”—প্রকাশ্যে বলিল, “আমরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া আপনার নিকট কায্য পাইবার আশায় আসিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি অপমান করিয়া আমাদের বিদায় করিতে উত্তত হইয়াছেন! আপনার নিকট এক্ষণ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি আপনাদের অপমানহৃৎক কোন কথা বলিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। কোন গল্পের কায্য লওয়া না লওয়া—আমার ইচ্ছা; প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপনারা যদি অপমান বোধ করেন, সে অপরাধ আমার নহে। আমার আর কোন কথা বলিবার নাই। শ্রুতি, এই দুই জন ভদ্রলোককে বাহিরে পৌছাইয়া দাও।”

কার্ণ বলিল, “আপনি আমাদের বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করিলে আপনাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের চেক পাঠাইয়া দিব। আপনি এখনও সন্তুষ্ট হউন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার এক কথা দুইবার বলিবার অভ্যাস নাই, মিঃ কার্ণ! আমার কথা শেষ হইয়াছে, আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছেন।”

কার্ণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমরা আরও পাঁচ শ গিনি অধিক দিতে—”

মিঃ ব্লেক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “নমস্কার! শ্রদ্ধা, উহাদের সঙ্গে যাও।”

শ্রদ্ধা মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিল, “আমুন আপনারা! এই দিকে সিঁড়ির পথ।”—সে ঘর-প্রান্তে অগ্রসর হইল।

কার্ণ ও রোরিক রাগে ফুলিতে ফুলিতে মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। শ্রদ্ধা তাহাদিগকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া আসিল। তাহারা গাড়ীর সন্ধানে পথের দিকে অগ্রসর হইল।

শ্রদ্ধা মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “কর্ত্তা, আপনার ব্যবসায়ের দস্তরটা কি রকম তাহা এত দিনেও বুঝিতে পারিলাম না! আমি আপনার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, আপনি মেটল্যাণ্ডের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া ওয়াল্ডোকে বুঝাইয়া দিবেন, আপনার চোখে ধূলা দিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি করা তাহার অসাধ্য, তাহার উপর এই পাঁচ হাজার—সাড়ে পাঁচ হাজার গিনি আপনার পায়ের কাছে গড়ার্গড়ি যাইতেছিল, আর আপনি লাথি মারিয়া তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেন! আশ্চর্য্য! আপনার একবিন্দুও ব্যবসায়-বুদ্ধি আছে—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বোধ হয়—নাই; কারণ আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিবেক প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিস টাকার খাতিরে এখনও ত্যাগ করিতে পারিলাম না! কার্ণ হয় ত আরও বেশী টাকা দিতে রাজী হইত; কিন্তু আমি উহাদের কায় করিব না! মেটল্যাণ্ডকে বিপন্ন দেখিয়া উহার অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে; দলের একটা ঘৃণা ধরা পড়িল, উহাদের ভাগ্যে কি আছে ভাবিয়া আতঙ্কিত হওয়াও বিচিত্র নহে। উহারা আশা করিয়াছিল—টাকার লোভে আমি মেটল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিব, আমি চেষ্টা করিলে মেটল্যাণ্ডের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারিব!—তোমার কি মনে হয়?”

শ্রদ্ধা বলিল, “আমার? আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—যদি উহারা

স্বাক্ষিতে পারিত টাকার চাপ দেওয়ার জন্ত আপনি মৌখিক অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন—তাহা হইলে উহারা আপনাকে আগাম দশ হাজার পাউণ্ডের চেক দিয়া উঠিয়া যাইত। আঃ, দশ হাজার গিনি পাইলে আমরা রাজার হালে একবার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতাম। মেটল্যাণ্ডের অধর্মের টাকা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তে ব্যয় হইত। সে যে অপরাধ করে নাই, সেই অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে আইনের মর্যাদা রক্ষা হইত, ওয়াল্ডোরও শিক্ষা হইত। যাহা হউক, উহাদের ত বিদায় করিয়া দিলেন, এখন আমরা কি করিব ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অবশিষ্ট রাত্রিটুকু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইব।”

স্বিথ বলিল, “হাঁ, এ অতি চমৎকার প্রস্তাব ; আট দশ হাজার গিনি পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া আমরা পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিব কর্ত্তা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মেটল্যাণ্ডকে কাল সকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা হইবে ; তখন যদি আমাদের কিছু করা সম্ভব মনে হয় তাহা সেই সময় বিবেচনা করিলেই চলিবে। আমি উভয়-সকটে পড়িয়াছি স্বিথ ! যদি আমি মেটল্যাণ্ডের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করি—তাহা হইলে লেনার্ডের সকল প্রমাণ কাঁচিয়া যাইবে, সে বেচারার ভয়ানক অপদস্থ হইবে ; কিন্তু সে অনেক বিষয়ে আমার উপর নির্ভর করে, তাহাকে অপদস্থ করিতে আমার আগ্রহ নাই ; ওদিকে ওয়াল্ডো আমার চোখে ধূলা দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া মনে মনে হাঁসিবে, —ইহাও অসহ্য।”

স্বিথ বলিল, “কিন্তু এ সকল যে তাহারই খেলা—ইহার অকাটা প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই কর্ত্তা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কথা সত্য। কিন্তু আমাদের সন্দেহ ভিত্তিহীন নহে—তাহা ত ভূমি জান। যে কায ওয়াল্ডো ভিন্ন অন্তের অসাধ্য, সে কায অন্তে করিয়াছে ইহা কিল্পে বিশ্বাস করিবে ?”

*

*

*

*

রুপার্ট ওয়াল্ডো নির্বিঘ্নে কার্যাসিদ্ধি করিয়াছে ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের অপরাধ সপ্রমাণ হইবে, সাত বৎসর কাল তাহাকে

সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, সাব রড্‌নে ডুমণ্ডের তিন শত্ৰুর এক শত্ৰুর বিনাশ অনিবার্য,—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল ; কিন্তু যে রাত্রে সে মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল, সেই রাত্রেই কিছু কাল পরে সে বেকার ষ্ট্রীটে আসিয়া মিঃ ব্লেকের বাড়ীর বিপরীত দিকের একটি প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়াইয়া যে দৃশ্য দেখিল—তাহাতে তাহার আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল !

ওয়ালডো মনে মনে বলিল, “এ যে ভারী গোলমালে ব্যাপার দেখিতেছি ! আমার স্বল্পসিদ্ধিতে এদিক দিয়া যে কোন বিষয় ঘটবে, তাহা মুহূর্তের জন্য ভাবিতে পারি নাই ! আবার ব্লেক ! যখনই যে কাষে হাত দিব, সেই কাষেই ব্লেক আমার প্রতিবাদী হইয়া সকল মতলব ওলট-পালট করিয়া দিবেন ! আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে, আমাকে চাটি-বাটি ফেলিয়া পলাইতে হইবে ! এপর্য্যন্ত একবারও তাহার চোখে ধূলা দিতে পারিলাম না ! এবার যদি তিনি নিজের ইচ্ছায় আমার কাষে হাত দিতে না চান—তাহা হইলে অল্প লোকের অনুরোধে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন । আমি কি করিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিব—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; অথচ একটা কিছু ব্যবস্থা না করিলেও চলিতেছে না ! তিনি আমার ষড়যন্ত্রে হাত দিলেই আমার সকল ফন্দী-ফিকির ভাষ্তাইয়া যাইবে । বড়ই বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি ! কি করি ?”—ওয়ালডো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া যাইবার পর মেটল্যাণ্ডের উভয় বন্ধু কার্ণ ও রোরকি মেটল্যাণ্ডের গৃহত্যাগ করিয়া মিঃ ব্লেকের সাহায্য লাভের আশায় নাইটস-ব্রীজ হইতে বেকার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়াছিল । পূর্বেই বলিয়াছি তাহাদিগকে পথে দেখিয়া ওয়ালডো আর একখানি ট্যাক্সিতে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল । কার্ণ ও রোরকি মিঃ ব্লেকের অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিলে, ওয়ালডো কিছু দূরে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল, এবং মিঃ ব্লেকের বাস-গৃহের বিপরীত দিকে একটি প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া কার্ণ ও রোরকির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল ।

তাহারা যে মিঃ ব্লেকের সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল—ওয়াল্ডো প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু সে দেখিল স্মিথ বহিষ্কার খুলিয়া তাহাদিগকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল, এবং কয়েক মিনিট পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দরজার বাহিরে রাখিয়া গেল। তখন ওয়াল্ডোর মন হুচিস্তায় ও আতঙ্কে পূর্ণ হইল। সে কার্ণ ও রোরিককে মিঃ ব্লেকের গৃহ ত্যাগ করিতে দেখিল বটে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হওয়ায় তাহারা কিয়ৎপক্ষ মর্ম্মাহত হইয়াছিল সেই রাত্রিকালে দূর হইতে তাহাদের মুখ দেখিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল না। ওয়াল্ডোর ধারণা হইল, মিঃ ব্লেক তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; তিনি মেটল্যাণ্ডের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহারা ধনবান, মিঃ ব্লেককে তাহারা যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হইয়াছে; মিঃ ব্লেক মেটল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন না করিবেন কেন? কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া কি ভাবে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, ওয়াল্ডোর তাহা জানিবার উপায় ছিল না।

ওয়াল্ডো অস্থির হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, “এই বদমায়েসগুলো মিঃ ব্লেকের সাহায্য প্রার্থী হইতে সাহস করিয়াছে! মিঃ ব্লেক মেটল্যাণ্ডের অস্থূল তদন্ত আরম্ভ করিলে আমার সকল চালাকি ধরা পড়িয়া যাইবে। পুলিশ আমার চালাকি বুঝিতে পাবে নাই বটে; কিন্তু চতুর ব্লেকের চোখে ধূল দিয়া কার্যোদ্ধার করা আমার অসাধ্য। সর্ব্বেনশে লোক! উহাকে ত বোগেও ধরে না! ব্লেক কয়েকদিন শয্যাগত থাকিলে সেই সুযোগে আমার সকল কায শেষ করিতে পারিতাম। মেটল্যাণ্ডকে একবার যদি জেলে পুরিতে পারি, তাহার পর ব্লেকের তদন্ত নিষ্ফল হইবে। কিন্তু তাহা হইবার নহে! দিবারাত্রি এত লোকের অভিসম্পাতেও ব্লেক দিব্য বাঁচিয়া আছেন। না, একালের অভিসম্পাতের আর সেকালের মত ধক্ নাই দেখিতেছি।” (Modern curses don't seem to possess the potency of the old times ones.)

ওয়াল্ডো বিজ্ঞপত্রে এসকল কথা বলিলেও তাহার মন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছিল! সে মিঃ ব্লেককে ভয় করিত; সে জানিত মিঃ ব্লেক তাহাকে 'স্নেহ

করেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার দ্বারা তাহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ; কিন্তু তিনি তাহার নিখুঁত যড়যন্ত্রটি ব্যর্থ করিয়া সকল সঙ্কল্প ওলট-পালট করিয়া দিবে। সে নানারকম ফন্দী-ফিকিরের সাহায্যে মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে মামলার বনিয়াদ গাঁথিয়া তুলিয়াছে, তাহা মিঃ ব্লেকের এক ফুৎকারে ধূলিসাৎ হইবে। মিঃ ব্লেক যে লর্ড ব্ল্যাকউডের অহুরোধে সেই রাত্রেই চুরির তদন্ত শেষ করিয়া আসিয়াছেন তাহা সে জানিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেক কিরূপ অকাট্য প্রমাণের সাহায্যে মেটল্যান্ডকে এই চুরির জন্ত দায়ী না করিয়া ওয়াল্ডোকেই চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলে ওয়াল্ডোর হুশিয়ার ও আতঙ্ক শতগুণ বদ্ধিত হইত।

ওয়াল্ডো মনে মনে বলিল, “না, এখন আর শুধু দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলে চলিবে না। এখন কায করিতে হইবে। মিঃ ব্লেক আমার সকল আয়োজন নষ্ট করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্লেক যাহাতে এই চুরির তদন্ত আরম্ভ করিতে না পারেন তাহা করাই চাই ; কিন্তু কি উপায়ে আমার এই আশা পূর্ণ হইবে ?”

ওয়াল্ডো উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সে সার রডনে ডুমগোর নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা পালন করিতে হইলে মিঃ ব্লেককে ও স্থিথকে কিছুকালের জন্ত কার্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করা প্রয়োজন, ইহা সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। মিঃ ব্লেক ও স্থিথ এক মাসের জন্ত নিরুদ্দেশ হইলেই তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধি হইবে। এক মাসের মধ্যেই মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার শেষ হইবে, সে সমস্ত কারাদণ্ড লাভ করিবে ; তাহার পর মিঃ ব্লেক যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহাতে তাহার ক্ষতি হইবে না। মিঃ ব্লেককে বাধা দিতে না পারিলে বার ঘণ্টার মধ্যে মেটল্যাণ্ড মুক্তি লাভ করিবে ; তখন ওয়াল্ডোকে আবার নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। (he would have to do his work all over again.)

ওয়াল্ডো এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে অদূরবর্তী একটি গ্যারেজে উপস্থিত হইল। সেই গ্যারেজে রাত্রিকালেও কায চলিত। এই গ্যারেজে

স্ট্রীসিয়া সে একখানি স্মৃদূট মোটর-কার ভাড়া করিল, এবং তাহা লইয়া অবিলম্বে বেকার স্ট্রীটে উপস্থিত হইল। সে গাড়ীখানি একটি নির্জন গলির ভিতর রাখিয়া তাহার সঙ্কলানুযায়ী উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। এজন্য তাহাকে একটু বে-আইনি কায করিতে হইল; কিন্তু প্রয়োজন হইলে ঐরূপ কার্য্যে কোন দিনই সে পরাঙ্মুখ হইত না।

ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের কয়েকজন প্রতিবেশীর প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মিঃ ব্লেকের বাস-গৃহের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। সে উৰ্দ্ধ-দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের প্রাচীরের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, “সহজ কায।”

ওয়াল্ডো যদি কোন দিন বিডাল-ধর্ম্মী তরুরের (cat-burgler) বৃত্তি অবলম্বন করিত তাহা হইলে সে এই শ্রেণীর তরুরদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিত। ঐ দলের নিকট সে সম্রাট বা মহারাজা-চক্রবর্ত্তী বা ঐরূপ কোন সম্মানিত খেতাব লাভ করিতে পারিত। সে পতঙ্গের স্থায় অবলীলাক্রমে সেই অট্টালিকার প্রাচীরের উপর উঠিল; তাহার পর জলের নল অবলম্বন করিয়া দোতালার একটা জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সে সেই নল ধরিয়া জানালার ধারির উপর নামিয়া পড়িল, এবং সেই ধারির উপর বসিয়া জানালার নীচের শাশি ঠেলিয়া তুলিল। ওয়াল্ডো উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে মস্তক প্রবিষ্ট করাইয়া একটি কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহা মিঃ ব্লেকের দোতালার একটি কক্ষ; ইহা তাঁহার উপবেশন-কক্ষের পশ্চাত্তাগে অবস্থিত।

ওয়াল্ডোর আশঙ্কা হইল, সে হয় ত মিসেস্ বার্ভেলের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে! সেই গভীর রাত্রে কোন স্ত্রীলোকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। ওয়াল্ডো অকুণ্ঠিত চিন্তে নানা প্রকার হুঙ্কার করিলেও মাতৃজাতিকে অত্যন্ত সম্মান করিত, এবং তাঁহাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে বা তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হয় ঐরূপ কোন কার্য্য কখন করিত না। ইহা তাহার চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

ওয়াল্ডো সেই কক্ষটি পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল, এবং সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া প্রফুল্ল হইল। সে দেখিল—তাহা পুরুষের শয়ন-কক্ষ।

কক্ষের মধ্যস্থলে যে শয্যা প্রসারিত ছিল—তাহাতে কোন পুরুষ নিদ্রিত ছিল। ওয়াল্ডো শয্যার নিকট উপস্থিত হইয়া নিদ্রাচ্ছন্ন যুবকটিকে চিনিতে পারিল। শ্মিথ তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। শ্মিথ প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে মিঃ ব্লেকেব নিকট বিদায় লইয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং পৃষ্ঠ মিনিটের মধ্যে স্থপ্তিমগ্ন হইয়াছিল।

ওয়াল্ডো প্রসন্ন দৃষ্টিতে শ্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুট স্বরে বলিল, “বেশ আরামে ঘুমাইতেছ ভাই! তোমাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু গরজ বড়ই বাংলাই।”—সে তৎক্ষণাৎ বিছানা, বালিশ ও গায়েব কঞ্চল সমেত শ্মিথকে জড়াইয়া বাগিল বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

বিছানা সমেত শ্মিথকে মেঝের উপর নামাইয়া বাগিল বাঁধিবার সময় হঠাৎ শ্মিথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই ঝাঁকুনিতে মগ্ন মান্নুসেরও ঘুম ভাঙিত, শ্মিথের ঘুম ত পাতলা।—সে জাগিয়া ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না; তাহার মনে হইল সে স্বপ্ন দেখিতেছে! কিন্তু স্বাসরোধের উপক্রম হইল যে! হাত পা নড়াইবার উপায় নাই; এ আবার কি রকম স্বপ্ন? সে হাত পা ছড়াইবার জন্ত বুথা চেষ্টা করিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “আরে! এ আবার কি ফ্যাসাদ? আমাকে বাঁধে কে? কর্ত্তা, কর্ত্তা, আমাকে পোষাকের বাগিল ভাবিয়া কোন্ বোটা চোর—”

ওয়াল্ডো কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া বলিল, “চোখ মুখ বুঁজিয়া খানিক পড়িয়া থাক ভাই! পোষাকের বাগিল ভাবিয়া কেহ তোমাকে চুরি করিতে আসে নাই। আমি তোমার প্রাণতন বন্ধু; তোমাব সঙ্গে একটু—”

শ্মিথ কঞ্চলের ভিতর হইতে সন্মিশ্রয়ে বলিল, “কে? ওয়াল্ডো! ছাড়, ছাড়; দম বন্ধ হইয়া মারা যাই যে!”

ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “হাঁ, ঠিক চিনিয়াছ। মারা যাইবে কি? মারা যাওয়া কি এতই সহজ? কোন চিন্তা নাই; রাত্রি অধিক হইয়াছে—খানিক ঘুমাইবার চেষ্টা কর। আমি একটু নৈশভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছি।”

শ্মিথ রাগ করিয়া বলিল, “আমি কি ময়দার বস্তা যে আমাকে পুঁটুলী বাঁধিতেছ? কর্ত্তা, দম্ আটকাইয়া মরিলাম! আপনি কোথায়?”—শ্মিথ

সুজোরে হাত পা ছুড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে বড় কঠিন বন্ধন ; তাহার নড়িবারও শক্তি হইল না ।

ওয়াল্ডো বলিল, “আহা, অত ব্যস্ত হইতেছ কেন? কর্তাও আর একটি বাণ্ডিলে নির্মল বায়ু সেবন করিতে যাইবেন ।”

ওয়াল্ডো শয্যাসমাচ্ছাদিত স্মিথকে ধোপার বস্তার মত পিঠে ফেলিয়া বারান্দায় আসিল, এবং সেখানে দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষ কোন্টি তাহাই জানিবার চেষ্টা করিল। তাহার ইচ্ছা, মিঃ ব্লেককেও ঐ ভাবে আর একটি বাণ্ডিলে বাঁধিয়া সে বগলে পুরিবে,—তাহার পর নিরুদ্দেশ-যাত্রা ! এই ভাবে মানুষ-চুরির কন্দিটী ওয়াল্ডোর নিষ্ঠুর আবিস্কৃত ; আদি ও অকৃত্রিম !

কিন্তু শেষ রক্ষা করা একটু কঠিন হইল। হঠাৎ একটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল, এবং সেই কক্ষের উজ্জ্বল বিদ্যাতালোকে বারান্দার অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার হাতে টোটাভরা রিভলবার !

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিলেন। ওয়াল্ডোও বস্তাটি পিঠে লইয়া মিঃ ব্লেকের সর্বোপ কটাংক এবং তাঁহার হাতের পিস্তলটি লক্ষ্য করিল, তাহার পর স্বাভাবিক স্বরে বলিল, “মিঃ ব্লেক, এই শেষ রাত্রে আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অন্তায় করিয়াছি, সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত ! কিন্তু কি করি ? নিরুপায় হইয়াই আমাকে এ কাজ করিতে হইয়াছে। আপনার মত মহৎ ব্যক্তিকে কি অকারণে কষ্ট দিতে পারি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার পিঠের ঐ বাণ্ডিলে কি আছে ?”

ওয়াল্ডো প্রশান্ত ভাবে বলিল, “কোন মূল্যবান জিনিস নাই, আছে কেবল আমার পরম বন্ধু স্মিথ !”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “স্মিথ ! স্মিথ তোমার বাণ্ডিলে ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “আমি মিথ্যা কথা বলি না, তাহা আপনি জানেন ।”

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, “দম বন্ধ হইয়া গরিয়া যাইবে যে ! শীঘ্র উহাকে ছাড়িয়া দাও ।”

ওয়াল্ডো মাথা নাড়িয়া বলিল, “মরিলেই হইল? কাহার সাধ্য উদ্ধৃক্ মারে! এক মিনিট অপেক্ষা করুন; অনর্থক হৈ-চৈ করিবেন না। তাহাতে কোন লাভ আছে কি? আপনি হৈ-চৈ ভাল বাসেন না তাহা কি আমি জানি না! কথা এই যে, আমি আপনাকে ও স্মিথকে লইয়া কয়েক দিনের জন্য নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার স্পর্ধা খুব বাড়িয়া গিয়াছে।”

ওয়াল্ডো বলিল, “ও জিনিসটা আমার ছিল—তাহা জানিতাম না। আপনাব কথা শুনিয়া আমি খুসী হইলাম। আমি যাহা করিব স্থির করিয়া আসিয়াছি—তাহা করিবই। আপনি বাধা দিয়া কোন সুবিধা করিতে পারিবেন না। বৃথা কেন বিরোধ করিবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার শরীরে শক্তি আছে, মনে সাহসও আছে; কিন্তু আমার হাতের এই জিনিসটি দেখিয়াছ?”—তিনি টোটাভরা পিস্তলটি ওয়াল্ডোব বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উত্তত করিলেন।

ওয়াল্ডো বলিল, “হাঁ, ঐ জিনিসটির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। উহা আমি চিনি; কিন্তু আপনাকে উহা অপেক্ষাও ভাল করিয়া চিনি। কাজেই আপনার হাতে ঐ মারাত্মক হাতিয়ার দেখিয়া আমি চান্তত হই নাই, জানি আপনি আমাকে গুলী করিয়া মারিতে পারিবেন না। আপনার জীবন-বিপন্ন হইলে আত্মরক্ষার জন্ত আপনি হয় ত গুলী করিতেন; কিন্তু আমি নিরস্ত্র, আপনার জীবনও বিপন্ন হয় নাই; এ অবস্থায় আপনি পিস্তল বাগাইয়া আমাকে ভয় দেখাইলেই আমি ভয় পাইব? ওটা আপনি পকেটে ফেলুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডো, তোমার অনুমান মিথ্যা নহে, নরহত্যা আমার আগ্রহ নাই; কিন্তু তোমার ব্যবহার বিরক্তিকর।—কি চাও তুমি!”

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনাকে ও স্মিথকে লইয়া আমি একবার ভ্রমণে বাহির হইব। আপনি আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন না; যদি আপত্তি করেন

তাহা হইলে আমার আর একটি বাঙালি বাড়িবে মাত্র, সে ভারে আমি কাতর হইব না। আপনার হাতে পিস্তল আছে সত্য, কিন্তু নরহত্যায় আপনার আগ্রহ নাই; সুতরাং যুদ্ধে আমার জয় লাভ নিশ্চিত। এখন বলুন, আমার বাহুবল দেখাইবার প্রয়োজন হইবে কি না! আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত ?”

মিঃ ব্লেক প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, অগত্যা ! “কোথায় যাইবে চল।”

অষ্টম ধাক্কা

নিরুদ্দেশ-যাত্রা

ওয়াল্ডো বিছানার বাগুল খুলিয়া দিলে শ্মিথ তার ভিতর হইতে বাহির হইল ; সে রাগ করিয়া ওয়াল্ডোকে গালি দিতে লাগিল ।

ওয়াল্ডো শ্মিথের গালি খাইয়া হাসিয়া বলিল, “তোমাকে একটু কষ্ট দিয়াছি বন্ধু ! এজন্য আমি দুঃখিত । কিন্তু আমার কাযটাকেই বড় মনে করি ; কার্যোদ্ধারের জন্যই আমাকে ঐরূপ করিতে হইয়াছে । নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিতে নির্ভর করিতে আমার প্ররত্তি হয় না । তোমার গালাগালিতে আমার অভ্যাস ছাড়িতে পারিব না । যাহা হউক, গোল মিটিয়া গিয়াছে ; তোমাদের কর্তৃটি আমার প্রস্তাবে রাজি । তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন ; তুমিও মুখ বুজিয়া তাঁহার অনুসরণ কর ।”

শ্মিথ মুখ বাঁকাইয়া বলিল, “তোমার কথায় ? কর্তার ইচ্ছা হয়—তিনি যাইতে পারেন, আমি যাইব না ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “শ্মিথ, যাওয়াই ভাল ।”

শ্মিথ বলিল, “কর্তা, আপনিও বলিতেছেন—যাওয়াই ভাল ! আপনার হইল কি ? (what's the matter with you ?) ওয়াল্ডো আপনাকে যাছ করিয়াছে না কি ? কোন্ দেশের জ্রীলোক পুরুষ দেখিলে না কি মস্তবলে ভ্যাড়া করিয়া রাখে ! কিন্তু ওয়াল্ডো ত জ্রীলোক নয়, আর আপনাকে ভ্যাড়া করাও একটু শক্ত । আমরা কি বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া উহার বোচ্কার ভিতর ঢুকিব ? ও আমাদিগকে কাঁধে ফেলিয়া যেখানে খুসী সেইখানে লইয়া যাইবে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জ্ঞানী ব্যক্তি কিল খাইয়া কিল চুরি করে ।”

স্মিথ বলিল, “তবে কি বিনা-যুদ্ধে আপনি পরাজয় স্বীকার করিতেছেন ?”
(admitting yourself beaten ?)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পরাজয় স্বীকার করিব কেন ? কিন্তু ওয়াল্ডো কৌশলে আমাকে কায়দা করিয়াছে। ওয়াল্ডো জানে, আমি উহাকে গুলী করিয়া মারিতে পারিব না ; আমি জানি—ওয়াল্ডোর সঙ্গে হাতাধাতি আরম্ভ করিলে আমাকে অবিলম্বে ঐ বাণ্ডিলের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা উহার সঙ্গে যাওয়াই ভাল।”

ওয়াল্ডো খুসী হইয়া মাথা ঝাঁকাইল, বলিল, “হাঁ, এ বুদ্ধিমানের মত কথা। খামা বিবেচনা।”

স্মিথও ভাবিয়া দেখিল, মিঃ ব্লেকের পস্থা অবলম্বন করাই সম্ভব। ওয়াল্ডো দশ বারজন কন্ট্রোলের পা ধরিয়া তাহাদিগকে একসঙ্গে মাথায় তুলিয়া ধোপার পাটে কাপড় কাচিবার মত আপসাইয়া মারিতে পারে। মিঃ ব্লেক ও সে জুঁজনে কিরূপে তাহাকে পরাস্ত করিবে ? ওয়াল্ডোর বাহুর মাংসপেশীগুলি ইস্পাতের মত শক্ত, দানবের মত তাহার দেহে শক্তি ! একদল লোক তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও তাহাকে বাঁধিতে পারে না। সে হচ্ছা করিলে বায়াম প্রদর্শন করিয়া প্রাণবীর বিভিন্ন দেশে বহু অর্থ উপার্জন করিতে পারিত ; কিন্তু তাহার সেরূপ ইচ্ছা ছিল না।

তবে মিঃ ব্লেকের ইচ্ছা না থাকিলে ওয়াল্ডো তাঁহাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্ত বাধ্য করিতে পারিত না, এ কথাও সত্য। কিন্তু ওয়াল্ডো তাহাদিগকে কি উদ্দেশ্যে কোথায় লইয়া যাইবে, ইহা জানিবার জন্ত মিঃ ব্লেকের কোতূহল প্রবল হইয়াছিল। ওয়াল্ডোর অভিসন্ধি তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি স্মিথকে লইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে সন্মত হইলেন।

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনারা শীঘ্র পোষাক পরিয়া লউন। আমার গাড়ী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে ; খোলা গাড়ী। আপনারা মোটা কাপড়ে সর্বদা ঢাকিয়া চলুন, নতুবা ঠাণ্ডা লাগিবে।”

স্মিথ বলিল, “শীতে আমার সর্বদা কাপিতেছে।”

ওয়াল্ডো বলিল, “সেইজন্মই ত মোটা কাপড়ে সৰ্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লইতে বলিতেছি ; আমি এখানে তোমাদের অপেক্ষা করিতেছি, তোমরা প্রস্তুত হইয়া এস। কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনারা আমাকে ফাঁকি দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিবেন না, ইহা আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনার অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অঙ্গীকার করিয়া যদি আমি তাহা পালন না করি ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “সে ভয় নাই ; আমি আপনার অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পারি ; আমি কি আপনাকে চিনি না ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “না, আমি পলায়ন করিব না।”

ওয়াল্ডো বলিল, “স্মিথ, তুমি ?”

স্মিথ বলিল, “কর্তার অঙ্গীকারের পর আমার অঙ্গীকার নিশ্চয়োজ্ঞন। কিন্তু এ সকল কি ব্যাপার, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ! তোমার মতলব কি, তাহা কি এখন বলিবে না ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “না, তাহা এখন বলিতে পারিব না ; তবে এই মাত্র বলিতে পারি—আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট করিব না ; তোমাদের বিপদেরও আশঙ্কা নাই। মিঃ ব্লেক, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, আমার বিলম্ব হইবে না ; তবে তোমার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জানিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতাম।”

ওয়াল্ডো বলিল, “চিন্তার কোন কারণ নাই। সকল কথা এখন বলিবার সুবিধা হইবে না ; তবে এই মাত্র জানিয়া রাখুন—আপনি আমার আরক কার্য্যটি নষ্ট করিতে উদ্বৃত হইয়াছেন ; আপনি এখানে থাকিলে আমার সকল যোগাড়-যন্ত্র ব্যর্থ হইবে। এইজন্ম আপনাকে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র হইতে একটু দূরে লইয়া যাইতে চাই। আপনার হুশিস্তার কারণ নাই, আপনাদিগকে লইয়া গিয়া খুব ভাল লোকের জিহ্বা করিয়া দিব। সেখানে আপনাদের কোন কষ্ট হইবে না, অতিথি-সৎকারেরও কোন ক্রটি হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিবে ?”

‘ওয়াল্ডো বলিল, “আপনাদিগকে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে ; ইহার যদি আপনি ঐক্লপ কদর্যা অর্থ করেন, তাহা হইলে আর উপায় কি ?”

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর চক্ষুর দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে মিথ্যা কথা বলে নাই। ওয়াল্ডো তাঁহাকে কখন মিথ্যা কথায় প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিত না, ইহাও তিনি জানিতেন। ওয়াল্ডো তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না, বুঝিয়া তিনি বুঝা তর্কবিতর্কে আর সময় নষ্ট না করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্তনের অল্প স্থিতির সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

স্বিথ বলিল, “কর্ত্তা, আপনি ঐ রাঙ্কেলটার প্রস্তাবে সম্মত না হইলেই ভাল করিতেন ; ‘ওয়াল্ডো কখন আপনাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিত না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। ওয়াল্ডোকে আমি গুলী করিয়া মারিতে পারিতাম না, তাহা তুমি জান। অস্ত্র ব্যবহার না করিলে বাহুবলে তাহাকে পরাস্ত করিব—সে শক্তি তোমারও নাই, আমারও নাই। সুতরাং আমাদের মৌখিক আপত্তি নিফল হইত, এবং তর্কবিতর্ক করিয়া তাহাকে তাহার সঙ্কল্প-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না ; কারণ আপনাদিগকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ; আমার অল্পরোধে সে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিত না। এ অবস্থায় তাহার সহিত বিরোধ না করিয়া তাহার মতানুবর্তী হওয়াই সঙ্গত।—অনর্থক বিবাদ করিয়া লাভ নাই ; তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া এস।”

স্বিথ বলিল, “অগত্যা।—ওয়াল্ডোর হাতে পড়িয়া আপনি কে-সামাল হইয়াছেন কর্ত্তা ! ও রকম অল্পত লোক জীবনে কখন দেখি নাই। দেহখানি ত লোহায় ঢালা, মনেও ভয়ের লেশমাত্র নাই ; আপনি উহার বুকের উপর পিষ্টল উচাইলেন, হতভাগা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল!”

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক যে কার্য্যে লজ্জা বোধ করিলেন না, তাহাতে লজ্জিত

হইবার কোন কারণ নাই বুঝিয়া, স্থিথ ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া পরিত্রস্ত পরিবর্তনের জন্ত তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে বুঝিতে পারিল ওয়ালডো ভয় পাইয়াই মিঃ ব্লেককে কার্যক্ষেত্রে হইতে স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইয়াছে; দেহে তাহার অসাধারণ বল থাকিলেও মিঃ ব্লেকের বুদ্ধির নিকট, সে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে ভাবিয়া স্থিথ প্রফুল্ল হইল।

স্থিথ পরিত্রস্ত পরিবর্তন করিতে করিতে বলিল, “অদ্ভুত লোক এই ওয়ালডোটা! সে বুঝিয়াছে আমরা এখানে থাকিলে তাহার ক্ষমতা-ক্ষিকুর সমস্তই ওলটু-পালটু করিয়া দিব। সেই জন্ত সে আমাদেরকে তকাত্তে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু সে কি ভাবে আমাদেরকে আটক করিয়া রাখিবে—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

স্থিথ জানিত ওয়ালডো তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবে না, স্ত্রতরাং বিপদের আশঙ্কায় সে কাতর হইল না। ওয়ালডো মিঃ ব্লেক ও স্থিথকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্ত সে কোন হীন উপায় অবলম্বন করে নাই। সে তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদিগকে তাহার মতানুবর্তী করিতে পারিয়াছে বুঝিয়া তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের সঞ্চার হইল না।

মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন ওয়ালডোর এই কার্যে অস্কার মেটল্যাণ্ডের ক্ষতি হইবে। মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্র্যাকউডের কোটা চুরি করে নাই, এবং তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই, ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন; স্ত্রতরাং তাহার ফলে মেটল্যাণ্ড মুক্তিলাভ করিতে পারিত। কিন্তু মেটল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থনের জন্ত তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এই জন্ত তিনি প্রকাশ্য ভাবে ওয়ালডোর কার্যের সমর্থন না করিলেও তাহাতে বাধা দান করিতে উৎসুক হইলেন না; প্রকারান্তরে তিনি ওয়ালডোর আনুকূল্য করিতেই উদ্যত হইলেন।

প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে মিঃ ব্লেক ও স্থিথকে সঙ্গে লইয়া ওয়ালডো তাহার ব্যক্তিগত উঠিয়া বসিল। সে তাঁহাদের সহিত বন্ধুভাবে গল্প করিতে করিতে

গাড়ী চালাইতে লাগিল। তাঁহারা তাহার গাড়ী হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে পারেন—একপ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইল না। মিঃ ব্লেকের অঙ্গীকারের প্রতি তাহার গভীর বিশ্বাস ছিল।

ওয়াল্ডোর ট্যাক্সি লগুন অতিক্রম করিলে ওয়াল্ডো শকটের গতিবেগ বদ্ধিত করিয়া বলিল, “মিঃ ব্লেক, আমরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে নিরুদ্ধেশ-বাক্স করিতেছি—ইহা আপনি বিশ্বাস না করিলেও আমরা কোথায় যাইতেছি—তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। আমরা কোথায় যাইতেছি তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই; কারণ আর কিছুকাল পরেই আপনি তাহা জানিতে পারিবেন। আমরা শীঘ্রই ট্রেথাম ও ক্রয়ডন পার হইয়া সরে জেলায় প্রবেশ করিব। সরের অরণ্যের ভিতর দিয়া আমাদের গন্তব্য পথ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এবং সরের অরণ্যের ভিতর ষ্টোক পুড্‌নীর অদূরে একটি উচ্চ প্রাচীরেব অন্তরালে আমাদেরকে আশ্রয় লইতে হইবে।”

ওয়াল্ডো সবিস্ময়ে বলিল, “অদ্ভুত! কি চমৎকার আপনার অনুমান-শক্তি! এই শক্তির বলেই আপনি অসাধ্য সাধন করেন। হাঁ, আমরা সার রড নে ডুমগের আরণ্যনিবাসে যাইতেছি। আপনি ও স্থিথ পূর্বে একবার সেখানে গিয়াছিলেন ত! আপনি আমার অজ্ঞাতসারে গোন্ডবার্গের হীরাগুলি গর্তের ভিতর হইতে তুলিয়া আনিয়া আমার সকল শ্রম বিফল করিয়াছিলেন। সেই শয়তানকে সেগুলি ফেরত না দিলেই ভাল করিতেন। হুঃখের বিষয়, সে সময় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই।”

স্থিথ বলিল, “হাঁ, কর্ত্তা তোমাকে সেই সময় খাসা জঙ্ক করিয়াছিলেন। ছয় হাজার ফিট উচু হইতে প্যারাচুট লইয়া তোমার লাকাইয়া পড়া বৃথা হইয়াছিল।”

ওয়াল্ডো বলিল, “হাঁ, একদম! আমার সেবারের পরাজয় শোচনীয়। আমি ভাবিয়াছিলাম হীরাগুলি মাটির ভিতর পুতিয়া রাখিলাম, কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না; কিন্তু হীরাগুলি আনতে গিয়া দেখি খোঁসা পড়িয়া আছে, শাঁস অদৃশ্য হইয়াছে! তখনই বুঝিলাম, সে আপনার কাষ! হীরাগুলির সন্ধান পাওয়া অন্ত কোন লোকের অসাধ্য হইত। সেবার আমার বিলক্ষণ শিক্ষা

হইয়াছিল, সেই জন্তই ত এবার আমি চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাঁচ করিতেছি। পুনর্বার আমাকে অপদস্থ করিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে আপনাকে ধরিয়া আনিয়াছি। শয়তান মেটল্যাণ্ডের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করে—এ সাধ্য অব কাহারও নাই। পুলিশ আমার শত্রুতা করিলেও আমি তাহাদের উপকাব করিতেছি; আপনাকে ধরিয়া না আনিলে পুলিশকে অপদস্থ হইতে হইত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু নিরপরাধ লোকটা মুক্তি লাভ করিত।”

ওয়াল্ডো বলিল, “ওরকম নর-প্রেতের মুক্তিলাভ বাঞ্ছনীয় নহে। এক রকম বাহুড় আছে—তাহারা ঘুমন্ত মানুষের রক্ত শোষণ করে; কিন্তু মেটল্যাণ্ড ও তাহার দুই বন্ধু—যাহারা আপনার সাহায্যপ্রার্থীহইয়াছিল—তাহারা ঐ সকল বাহুড় অপেক্ষাও ভয়ানক জীব, ‘জাগন্ত’ মানুষের রক্ত শোষণ করে! মেটল্যাণ্ডের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করা উচিত। আপনি তাহাতে বাধা দিলে ঘোর অশ্রয় হইত; আপনার শক্তির অপব্যবহার হইত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই জন্ত তুমি তোমার শক্তির সদ্যবহার করিতেছ? এবার তুমি জয়ী হইয়াছ।”

ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “যদি শেষ রক্ষা করিতে পারি।—বড় ঠাণ্ডা পড়িতেছে, আপনার চুরুটের আগুন নিবিয়া গিয়াছে, একটু ধূমপান করুন; আমার চুরুট ব্যবহার করিতে ভয় পাইবেন না। আমি চুরুট দিয়া আপনাকে বেহুঁস করিব না, আপনি ত জানেন আমি ততদূর ইতর নহি; তবে লোক-বিশেষের সঙ্গে সময়ে সময়ে একটু চালাকি করিতে হয় বটে, বিশেষতঃ মেটল্যাণ্ডের মত লোভী শয়তানের সঙ্গে। বেটা খুব জব্দ হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ভারি বদ নেশা,—এই চুরুটের।”

ওয়াল্ডো বলিল, “কিন্তু আমরা ত সকলেই পীর নাহি, এক-আধটু ধোঁয়া না গিলিলে এই শীতে জামিয়া যাইব যে!”—সে একটি চুরুট বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিল। মিঃ ব্লেক অকুণ্ঠিত চিন্তে তাহা মুখে গুঁজিলেন।

কিছুকাল পরেই তাহার সার রঙনের আশ্রয় নিবাসে উপস্থিত হইলেন।

সার রঙনের সহিত আলাপ করিবার জন্ত মিঃ ব্লেকের আগ্রহ হইল। সার

রডনে তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিবেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ওয়াল্ডো রাজি-শেষে সার রডনের নিদ্রাভঙ্গ করিল। তিনি শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিয়া ওয়াল্ডোর সঙ্গে মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে হতবুদ্ধির ভাষা দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইতে দেখিয়া ওয়াল্ডো তাহার কয়েদীঘরকে সঙ্গে লইয়া সার রডনের প্রশস্ত লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে কয়েকটি মোম-বাতি জলিতেছিল। সার রডনের খানসানা জার্মিস্ ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে আগন্তুকগণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনিবের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সার রডনে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া বিহ্বল স্বরে বলিলেন, “ওয়াল্ডো, তোমার মতলব কি তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না! এ কায তুমি কেন করিলে? এই ভুল্লোক হুটিকে তুমি কেন এখানে লইয়া আসিলে? উঁহাদিগকে এখানে আনিবার পূর্বে আমার সম্মতি গ্রহণ করা কি তোমার উচিত ছিল না?”

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনি আমাকে স্বাধীন ভাবে কায করিবার অধিকার দিয়াছেন, এখন বাগ করিলে চলিবে কেন? আমার বিশ্বাস, মিঃ ব্লেকের সহিত আপনার পরিচয় আছে; কিন্তু আমি উঁহাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানি। আমি উঁহাকে আন্তরিক প্রজ্ঞা করি, এবং উঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করা আমার সাধ্যাতীত; কিন্তু উঁহাকে আঁটিয়া উঠা আমার অসাধ্য। উনি অসাধারণ চতুর; এইজন্য আমি উঁহাকে এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি। আপনি মাসখানেক ধরিয়া পরম বড়ে অতিথি সংকার করুন। একজন কারাগার ভিন্ন অন্য কোন স্থানে উঁহাকে আটক করিয়া রাখিবার উপায় নাই। এই দুর্ভেদ্য হুর্গের চতুর্দিকে দুর্লভ প্রাচীর, এবং দুর্দান্ত শৃগালের দল এখানে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত আছে। মিঃ ব্লেক ও উঁহার ঐ সাক্ষরদ্বয় এখানে নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবেন। আপনি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে; শিয়ালগুলো পাহারা দিতে গাঙ্কিলি করিবে না।”

সার রড্‌নে ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, “শিয়ালগুলি প্রায় সাবাড় ! ছুটি তোমার হাতে মারা গিয়াছে, আর একটিকে যে কোন্‌ জানোয়ার তীক্ষ্ণদন্তে গর্জা ফুট করিয়া হত্যা করিয়াছে তাহা—”

স্মিথ বলিল, “অন্ত কোন জানোয়ার নয়, আমাদের টাইগারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে অক্লা লাভ করিতে হইয়াছে।”

সার রড্‌নে বলিলেন, “আমি তাহা জানিতাম না। এখন আর ছুইটি মাত্র শিয়াল এখানে বর্তমান ; কিন্তু তাহারা প্রাণভয়ে আর তাহাদের গুহা হইতে প্রায়ই বাহির হয় না। শিয়ালগুলি সাধারণতঃ ভীকপ্রকৃতি, কিন্তু এই পার্শ্বায়ন শিয়ালগুলি বলবান ও দুর্দান্ত বলিয়া ঐ গুলিকে আমি পারস্ত দেশ হইতে আনিয়াছিলাম। আমার এই আরণ্য নিবাসে তাহারা পাহারা দিত ; কিন্তু এখন তাহারা ই প্রাণভয়ে ব্যাকুল।”

ওয়ালডো বলিল, “শিয়ালগুলার কথা শুনিয়া আর আমার সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, আমাকে এখনই অন্ত কাষে যাইতে হইবে। যদি মিঃ ব্লেক কাষকর্ম ছাড়িয়া কিছুদিন আপনার আতিথ্য ভোগ করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আপনি অনায়াসে তাঁহার অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পারেন সার রড্‌নে ! আমি এখন বিদায় লইলাম মিঃ ব্লেক ! স্মিথ, আশা করি এখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিতে তোমার কষ্ট হইবে না। তোমরা এখানে ক্ষুণ্ণ কর।”

ওয়ালডো প্রস্থান করিল। সার রড্‌নে তাঁহার অতিথিত্বের সম্মুখে বসিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কণকাল চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “মহাশয়, ওয়ালডো আমার অজ্ঞাতসারে আপনাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। এমন কি, সে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করে নাই ; সুতরাং আপনাদিগকে তাহার সঙ্গে হঠাৎ এখানে আসিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। আপনারা আমার আতিথ্য স্বীকার করিলে আমি অনুখী হইব না ; কিন্তু আপনারা এই বিজন অরণ্যে বাস করিতে পারিবেন, ইহা আমি আশা করিতে পারি না। আমি আপনাদের আদর যত্নের জন্য না করিলেও আপনাদিগকে পদে পদে অরণ্য-বাসের অনুবিধা সহ করিতে হইবে।

দুইবেলা দুইটি খাইতে দেওয়া কঠিন নহে ; কিন্তু অতিথির সকল অভাব পূরণ করা এখানে আমার অসাধ্য। একটি মাত্র ভূত্য লইয়া আমি এখানে যোগী তপস্বীর ভায় বাস করি। জাভিস্ একটি কক্ষে নীচুই আপনাদের শয়নের ব্যবস্থা করিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “শুভবাদ মহাশয়, কিন্তু আমি ওয়াল্ডোর প্রস্তাবেই এই স্বেচ্ছাস্বীকৃত নির্বাদন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি ; ইহার কারণ বোধ হয় আপনি জানিতে পারেন নাই। আপনার সহিত গোপনে আমার দুই চারিটি কথা আছে ; আমি এখানে না আসিলে কথাগুলির আলোচনার সুযোগ হইত না। ওয়াল্ডো আপনার প্রস্তাবে কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে তাহা আমার অজ্ঞাত নহে ; কিন্তু আপনাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সে যে কায করিয়া বসিয়াছে তাহা ফোজদারী আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য ! হাঁ, সে আইনানুসারে অপরাধী হইয়াছে।”

সার রড্‌নে বিচলিত স্বরে বলিলেন, “হাঁ, আমি এইরূপই আশঙ্কা করিয়াছিলাম মিঃ ব্লেক ! ওয়াল্ডো কিরূপ চরিত্রের লোক তাহা আমি জানিতাম, এবং তাহাকে সতর্ক করিতেও ক্রটি করি নাই ; তথাপি সে এমন অপরাধ করিয়া বসিয়াছে যে, তাহাকে ফোজদারী মামলার আসামী হইতে হইবে ? সে আমার অবাধ্য হইয়া কোন বে-আইনি কায করিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আপনি বিখ্যাত ব্যক্তি, আপনার শক্তিও অসাধারণ। ওয়াল্ডোর ব্যবহারে আপনিই যখন চিন্তিত হইয়াছেন, তখন আমার দৃষ্টিস্তা কিরূপ অধিক হইয়াছে— তাহা আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন। ওয়াল্ডো আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ; তাহার ব্যবহারে আমি—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আপনি ওয়াল্ডোর প্রতি অবিচার করিতেছেন। সে অজ্ঞায় কায করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই ব্যাপারে সে আপনাকে জড়ায় নাই। আমি ওয়াল্ডোকে বেশ চিনি ; সে বিপন্ন হইলেও কোন বন্ধকে বিপন্ন করিবে না, বা তাহার গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিবে না। অপরের গুপ্তকথা সে কখনও ব্যক্ত করে না। তাহার চরিত্র যেনপট হউক, সে সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করে না।”

সার রডনে সবিস্ময়ে বলিলেন, “তাহার সম্বন্ধে আপনার ধারণাও এইরূপ? যে ব্যক্তি বহু বে-আইনি কায করিয়া কোজদারীর আসামী হইয়াছে, যাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ সর্বদা চেষ্টা করিতেছে, যে স্বয়ং আপনাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে, (self-confessed criminal)—আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডিটেক্টিভ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পরের ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে তাহার ধারণা কিরূপ, এবং সে পরের অর্থের কিরূপ ব্যবহার করে—সে কথা আমি বলিতেছি না; আমি বলিতেছি—তাহার প্রকৃতি যেসুপাই হউক, সে কখন অস্বীকার ভঙ্গ করে না, এবং বিশ্বাসঘাতকতা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।”

সার রডনে বলিলেন, “কিন্তু সে কি আপনার নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করে নাই? আপনার নিকট আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার ত তাহা মনে হয় না। যদি সে আপনার সহিত তাহার সংস্রবের কথা পুলিশের নিকট প্রকাশ করিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতাম সে আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিন্তু সে জানে আমি তাহার গুপ্তকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না, তাহার বিশ্বাসের অপব্যবহার করিব না। সার রডনে, গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা হইলেও আমি পুলিশের গুপ্তচর নহি। আমি যদি আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ হিতোপদেশ প্রদান করি তাহা আপনি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করিতে পারি কি?”

সার রডনে আশ্চর্য চিত্তে বলিলেন, “আপনি ওয়াল্‌ডোর নিকট আমার যে গুপ্ত সঙ্ঘের কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা আপনি আমার প্রতিকূলে ব্যবহার করিবেন না? ওয়াল্‌ডোর অভিপ্রায় অনুসারে যদি আপনাদিগকে আমার বাস-ভবনে আবদ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে আপনি কোন্ পক্ষা অবলম্বন করিবেন জানিতে পারি কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার রডনে! এই প্রশ্নের আলোচনা বন্ধ রাখিয়া অন্ত

ক্রথার আলোচনা করা যাউক। আমি পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি আপনি ওয়াল্ডোর সহায়তা গ্রহণ করিয়া ফৌজদারী-সোপানক হইবার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।”

সার রড্‌নে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “হাঁ, বোধ হয় করিয়াছি; কিন্তু আমি ওয়াল্ডোকে বিশ্বাস করিয়া তিন জন লোককে আমার অনিষ্টসাধনে নিবৃত্ত করিবার ভার দিয়াছিলাম। সেই তিনজন লোক সর্ব অপেক্ষাও অধিক খল, তাহারা ব্যাভ্রান্দি হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিকতর ভীষণপ্রকৃতি। ওয়াল্ডো আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু বলিয়াছিল সে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবে, আমি তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিব না। এ সম্বন্ধে সে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেও সম্মত হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, ওয়াল্ডো সেই প্রকৃতিরই লোক বটে; কিন্তু সে আইন লঙ্ঘন না করিয়াও একাধিক করিতে পারিত। অনেক কাহ আছে যাহা বৈধ ও অবৈধ দুই ভাবেই করা যাইতে পারে।”

সার রড্‌নে বলিলেন, “হয় ত আপনার কথা সত্য; কিন্তু এ সম্বন্ধে তর্ক না করিয়া আমার সকল কথা শুনিুন; তাহা হইলে আপনি আমার সম্বন্ধে সুবিচার করিতে পারিবেন। দশ বৎসরকাল ঐ তিন জনলোক—কার্ল রোরকি ও মেট্‌ল্যাণ্ড মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত জেঁকের মত আমাকে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। আমাকে সমাজে অপদস্থ, লাজিত এবং বিপন্ন করিবার ভয় দেখাইয়া আমার নিকট হইতে উৎকোচ আদায় করিয়াছে; আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এই ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, এ সংবাদ আমার সুনিদিত।”

সার রড্‌নে বলিলেন, “দশ বৎসর ধরিয়া তাহারা আমার সকল সুখ শান্তি, আশা, আনন্দ অপহরণ করিয়া আমার জীবন বিষময় করিয়াছিল। নানা জঘন্ত উপায়ে, স্থগিত কোশলে তাহারা নিত্য আমাকে শোষণ করিয়াছে। অবশেষে তাহাদের পীড়ন অসহ্য হইলে আমি পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিলাম। পুলিশের চেষ্টায় তাহারা তিন বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; কিন্তু এই দণ্ডদেশে

তাহারা ভীত না হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।

“তাহাদের প্রতিজ্ঞা আমি বিশ্বস্ত হই নাই; আমি বুঝিয়াছিলাম—তাহারা সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। আমি তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য দুর্গম অরণ্যে যোগী ঋষির ভ্রায় একাকী বাস করিতেছি; স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি।—আমি আত্মীয় স্বজন ও সমাজের সহিত সংস্রব, আমোদ প্রমোদ, সুখ শাস্তি সকলই প্রাণভয়ে ত্যাগ করিয়া নির্বাসিতের ভ্রায় অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করিতেছি। কিন্তু আমারও সহিষ্ণুতার সীমা আছে; আর আমার ধৈর্য্য ধারণের শক্তি নাই। স্বাধীনতার জন্য আমার প্রাণ হাহাকার করিতেছে। নিঃশব্দ চিত্তে আমার স্মৃতিপূর্ণ গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য আমি অধীর হইয়াছি। কিন্তু সেই তিন নরপ্রেতের ভয়ে এই অরণ্য ত্যাগ করা আমার সম্পূর্ণ অসাধ্য হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি আমি তাহাদের কবল হইতে মুক্তি লাভের কোন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি, সে জন্য কি আপনি আমাকে অপরাধী করিতে পাবেন? ওয়াল্ডো সেই তিনটা রক্ত-শোষী দানবের দমনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য সে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে।”

শ্রুত বলিল, “আশা করি সে তাহাদিগকে হত্যা করিতে প্রতিক্ষিত হয় নাই।”

সার রড্‌নে ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, “না, না, সে তাহাদিগকে হত্যা করিবার প্রস্তাব করে নাই, সে সঙ্কল্প তাহার নাই; ওয়াল্ডোর চরিত্র সঙ্কটে মিঃ ব্লেক বাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ওয়াল্ডো নরহন্তা নহে। সে তাহাদিগকে হত্যা করিবে না। তাহারা আমার মহাশত্রু হইলেও নরহত্যায় আমার স্পৃহা নাই। আমিও ঐ কাণ্ডটিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। ওয়াল্ডো আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে বিনা-রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার করিবে; এল্প পন্থা অবলম্বন করিবে যে, তাহারা আর কখন আমাকে দংশন

ফরিবার জন্ত ফণা তুলিতে পারিবে না। তাহাদের অত্যাচারের পথ চিরকদ্ধ হইবে। সে সুবিচারের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সাধু উপায়ে এই সঙ্কর সিদ্ধ করা তাহার পক্ষে কঠিন। আপনার প্রতি যে অবিচার হইতেছিল সুবিচারের সাহায্যে তাহার প্রতিরোধের ভার লইল—একজন ফেরারী আসামী, বাহার গ্রেপ্তারের জন্ত পাঁচ সাতখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে! তবে আপনি কার্ণ, রোরকি ও মেটল্যাও কর্তৃক নির্যাতনের যে বিবরণ বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছে; কারণ তাহাদের চরিত্রের পরিচয় আমার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু আপনি ফৌজদারীর একটা ফেরারী আসামীর সহায়তা গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত অসঙ্গত কায করিয়াছেন; আপনার এই ভ্রম অত্যন্ত শোচনীয়।”

সার রড্‌নে নীরস স্বরে বলিলেন, “আমি কোন সাধু মহাত্মার সহায়তা পাইতাম তাহা দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন কি? উহারাও কি প্রভু বিশ্বর উপদেশে এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল পাতিয়া দিত?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি বহুব্যয়ে এই দুর্লভ প্রাচীর নির্মাণ করাষ্টয়া ইহার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্তে পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিলে কি তাহাদের সাহায্যে নিরাপদ হইতে পারিতেন না?”

সার রড্‌নে বলিলেন, “তবে আর আপনি আমার চঃখের কথা শুনিলেন কি? সকল কথা শুনিয়াও এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা কি আপনার সম্ভব হইল? ইহা কি আপনার আন্তরিক কথা? এ দেশের পুলিশের কার্য-প্রণালীর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই; আমি স্বীকার করি এ দেশের পুলিশ পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের পুলিশ অপেক্ষা অধিকতর কর্তৃবানিষ্ঠ, কর্মঠ, এবং কার্যদক্ষ; কিন্তু আমি জানি এবং আপনি বোধ হয় আমার অপেক্ষাও ভাল-রকমই জানেন যে, একপাল ডিটেক্টিভ অন্ত্র সকল কায তাগ করিয়া আমার দেহরক্ষী হইবে, আমার প্রাণ রক্ষার জন্ত দিবা রাত্রি আমাকে বেঁটন করিয়া রাখিবে—এরূপ আশা করা পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ, যাহারা যে কোন উপায়ে আমাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কর, পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কি তাহাদের সঙ্কর

ব্যর্থ করিতে পারিত ? হয় ত আমার আশঙ্কা অমূলক; কিন্তু বাহারা ঐ প্রকার নৈর-
 পিশাচ এবং সর্ব প্রকার পাপে অকুণ্ঠিত, তাহাদের কঠোর শাস্তিই প্রার্থনীয়।
 ওয়ালডো তাহাদের প্রতি কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবে জানি ন; কিন্তু
 আমার বিশ্বাস তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা ওয়ালডোরও
 সাধ্যাতীত !”

নবম ধাক্কা

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ

মিঃ ব্লেক অতঃপর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। সার রড্‌নের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, ইহা তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না ; সুতরাং তিনি তাহার প্রতি-বিধানের উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে অপরাধী করা সম্ভব নহে। তাঁহার শত্রুগণ যেসকল ভীষণপ্রকৃতি নর-দানব, তাহাদের দমনের জন্য সেইসকল শক্তিশালী ফন্দিবাজ, চতুর ও নির্ভীক ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিলে তাঁহার নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি তর্ক-যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিলেন না ; তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “সার রড্‌নে, আপনার সঙ্কট আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আশ্চর্য্যকার জন্ত যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্ভব কি অসম্ভব তাহাও এখন ভাবিয়া দেখিলাম। আপনার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি—আপনার জীবন সত্যি ভার-স্বরূপ হইয়াছে। যে তিন জন নর-পিশাচ আপনার জীবন বিষময় করিয়াছে তাহারা মনুষ্য-সমাজের শত্রু ; তাহারা সকলেই দাগী-অপরাধী। আপনার কি বিশ্বাস—তাহারা জেল খাটিয়া আসিয়া এখনও তাহাদের পুরাতন পেশা ত্যাগ করে নাই ?”

সার রড্‌নে বলিলেন, “বাঘ কি তাহার চামড়ার রঙ্গ পরিবর্তিত করিতে পারে ? না, বিষধর সর্প তাহার স্বভাব ত্যাগ করে ? সেই তিন নর-প্রেত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমাজের রক্ত শোষণ করিবে ; তাহারা অপহরণ ও লুণ্ঠনের অভ্যাস ত্যাগ করিবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তাহারা এখন ধনবান হইয়া সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে ; ভদ্রতার মুখোশ পরিয়া সাধু সাজিয়াছে ! এক একটা সাধু

ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহার আবরণে দস্যুবৃত্তি চালাইতেছে। আপনি তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে কারাগারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না ? ওয়াল্ডো মেট্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহাকে চোর সাজাইয়াছে। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগ উপস্থিত নহে, তাহার আসল চুরি ধরাইয়া দিয়া তাহার কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা কি খুব কঠিন ?”

সার রড্‌নে উৎসাহভরে বলিলেন, “ওয়াল্ডো তাহাকে চোর সাজাইয়াছে ? তাহার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উপস্থিত ! চমৎকার হইয়াছে। অভিযোগটা মিথ্যা ? ইউক মিথ্যা, চুরির অকাটা প্রমাণ সে যোগাড় করিতে পারিয়াছে ত ? খাসা বুদ্ধিমানের মত কায করিয়াছে ওয়াল্ডো। শুনিয়া ভারী খুসী হইলাম। মেট্‌ল্যাণ্ডের মাথা না ফাটাইয়া তাহাকে সে জেলে পুরিবাব ফন্দী করিয়াছে—এ কায আমার ঠিক মনের মত হইয়াছে।—আমি খুসী হইয়াছি এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া কি জেলে যাইবার মত অপরাধ করিলাম মিঃ ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, আপনার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি হইয়াছে। কিন্তু আমার কথা এই যে, মেট্‌ল্যাণ্ডকে মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া, তাহার আসল চুরি ধরিয়া দিয়া তাহাকে কারাগারে পাঠাইলে সম্পূর্ণ সঙ্গত উপায়ে আপনার শত্রুদমন হইতে পারে, এবং তাহাই আপনার নিষ্কৃতি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।”

সার রড্‌নে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, “কিন্তু মহাশয় ! সেরূপ সুযোগ আমি কোথায় পাইব, তাহা কি আপনি দয়া করিয়া বলিয়া দিবেন ? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার উপদেশটি বিলক্ষণ ক্ষতিমধুর ; কিন্তু ঘণ্টাটা বাঁধিবে কে ? উহার প্রকাশ দস্যু ; কিন্তু উহাদের দস্যুবৃত্তি কৌশলপূর্ণ। ও কায উহারা সাক্ষী রাখিগা করে না। উহাদের চুরি ধরিতে পারে—এরূপ লোক, এরূপ হুচতুর বিচক্ষণ ডিটেক্টিভ, আপনি ভিন্ন এদেশে আর একজনও নাই ; এইজন্য এই জঙ্গলে বসিয়া আমি কত দিন ভাবিয়াছি, আপনার সাহায্য পাইলে আমি নিষ্কটক হইতে পারিতাম ; আপনি চেষ্টা করিলে উহাদের চুরি ধরিতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার

সহায়তা লাভের কোন সুযোগ পাই নাই, অনিচ্ছিত অভিযোগে আপনি আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন—একপণ্ড আশা করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, কার্ল ও তাহার দুই বন্ধু এখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সমাজে সম্মানিত; আমার ছাত্র ভাগ্যবিড়ম্বিত নিকপায় বনবাসী তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণহীন অভিযোগ উত্থাপিত করিয়া কৃতকার্য হইবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? আপনি আরও দীর্ঘকাল সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াই বা কি ফল লাভ করিতেন?—এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই ত আমি ওয়ালডোর সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম—সে কোনও একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে। আপনার নিকট জানিতে পারিলাম—সে আমাকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করে নাই।”

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “সার রড্‌নে! আপনার স্থির-সঙ্কল্প কি তাহা ব্যাখ্যাত পারিয়াছি। আপনি ওয়ালডোর অন্তিমত উপায়েরই অনুমোদন করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই কার্যেরই সমর্থন করিবেন। আমি আপনাকে এ বিষয়ে সতর্ক করি নাই, এ কথা আপনি বলিতে পারিবেন না। আপনি যে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে; এই জন্য আমি পুনর্ব্বার আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি ইহাতে ক্ষান্ত হউন। আপনার হৃদয় বিরুদ্ধে আপনাকে পরিচালিত করিবার অধিকার আমার নাই, এবং সম্ভবতঃ তাহা আমার অনধিকারচর্চা; কিন্তু আপনাকে এইমাত্র বলিতে পারি—আমার উপদেশ গ্রহণ করিলে আপনার ঠিকিবার আশঙ্কা নাই।—স্মিথ, চল আমরা বাড়ী যাই।”

সার রড্‌নে সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর মুহূর্ত্তে বলিলেন, “কিন্তু আমার ধারণা ছিল—আপনারা আমার বন্দী-অতিথি!”

মিঃ ব্লেক দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “দেখুন সার রড্‌নে! আপনার যদি এইরূপই ধারণা হইয়া থাকে যে, অর্থাৎ আমাদেরকে আপনার এই আরণ্য নিবাসে ‘অন্তরীণ’ থাকিতে হইবে, তাহা হইলে সকল কথা আপনাকে পরিষ্কার করিয়া বলাই উচিত। আমি ওয়ালডোর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—যতক্ষণ আমরা তাহার সঙ্গে থাকিব, ততক্ষণ পলায়নের চেষ্টা করব না। কিন্তু আমরা আপনার

আশ্রয়ে কতক্ষণ থাকিব, সে সম্বন্ধে কোন প্রকার অঙ্গীকার করি নাই। আপনার আতিথেয় আমরা পরিভূক্ত হইয়াছি, এখন আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।”

সার রড্‌নে হতবুদ্ধি হইলেন; তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন: “এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আমি কি করিব—তাহা স্থির করিয়াছি। আমি আপনার গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যদি আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভের জন্ত আমি বলা প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইব না; তবে আমার বিশ্বাস আমাকে তাহা করিতে হইবে না। কারণ আমি জানি—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখানে আটক করিয়া রাখিতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে না।”

সার রড্‌নে বলিলেন, “না, সেরূপ কার্য্য আমি নিশ্চয়ই করিব না। আপনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাও আমি ভাবিয়া দেখিব মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর সহিত পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি বোধ হয় আমার আদেশ প্রত্যাহার করিব। আপনার যুক্তি সঙ্গত বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছে। হাঁ, আপনি ঠাট্টা কথাই বলিয়াছেন। আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। আমি ফৌজদারীর আসামীকে আমার সাহায্যে নিযুক্ত করিয়া অন্তায় করিয়াছি। তাহার উপর যদি তাহার ইজিতে আপনাকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আটক করিয়া রাখি তাহা হইলে আমার অপরাধের গুরুত্ব বদ্ধিত হইবে—হঁহ আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।”

সার রড্‌নের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তিনি প্রকৃত ভাবে বলিলেন, “খুব ভাল কথা, সার রড্‌নে! আপনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি সত্যই আশা করিয়াছিলাম—আপনি আমার সহপাঠ্য প্রথমমানে গ্রহণ করিবেন

স্বিথ সার রড্‌নেকে বলিল, “মহাশয়, আপনি আমারও একটি উপদেশ শুুনুন

আপনার সেই তিনটি মহাশত্রুকে জব্দ করিবার জন্ত কর্তীকে অনুরোধ করুন।
উনি ঐষ উপায়েই তাহাদিগকে শাস্ত্রস্তা করিবেন।”

সার রড্‌নে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, আমি উঁহাকে ঐরূপ অসঙ্গত
অনুরোধ করিব না। আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল এই অরণ্যেই সন্ন্যাসীর ভাষা
বাস করিব। সেই তিনটি নরপ্রেত অস্পৃশ্য। (untouchable.) অস্ত্র কেহ
তাহাদিগকে নাড়িতে চাহিবে না; সে কাষ ওয়াল্ডোর; ওয়াল্ডেই তাহা
করিতেছিল। কিন্তু ওয়াল্ডোর সচায়তা গ্রহণ করিয়া আমি অস্ত্র করিয়াছি।
আমি আমার আদেশ প্রত্যাখ্যার করিব। মিঃ ব্লেক, আপনি আমার এই
অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পারেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি।”

স্মিথের ইচ্ছা ছিল সার রড্‌নে তাঁহার শত্রু-দমনের জন্ত মিঃ ব্লেককে অনুরোধ
করেন; কিন্তু সার রড্‌নে সেজন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। মিঃ ব্লেকও
বিনা-অন্তবোধে কাহারও কার্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না। সার
রড্‌নে ওয়াল্ডোর সাহায্যে শত্রু-দমনের আশা ত্যাগ করিলেন, মিঃ ব্লেকও
তাঁহাকে আশা ভংসা দিলেন না। ওয়াল্ডো বহুদূর অগ্রসর হইলেও তাহার আর
কিছুই করিবার রহিল না।

সার রড্‌নে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেউড়ির বাহিরে রাখিয়া আসিলেন।
মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে স্মিথের সহিত প্রস্তুতচিত্ত ভ্রমপূর্ণ পথ দিয়া ধীরে ধীরে
অগ্রসর হইলেন। তখন পূর্ব-গগন উলালোকে লোহিত হইয়াছিল।

স্মিথ ক্ষুব্ধবে বলিল, “কর্তী, অজ্ঞ রাত্রিটা রথা কাটিল। সারা রাত্রি ঘুম হইল
না, কোন কাষও হইল না; এখন দশ মাইল পথ না হাঁটিলে আর বাড়ী পৌছিতে
পারিব না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সকালে দশ মাইল হাঁটিতে আমাদের কষ্ট হইবে না
স্মিথ! ছই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বাড়ী পৌছিতে পারিব। সার রড্‌নে আমার
প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। ওয়াল্ডো তাঁহার
অনুরোধে তাহার শত্রুদের চূর্ণ করিবার জন্ত এইরূপ কাষ করিবে—ইহা আমি

পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি তাহার কাষে বান্ধা দিতে না পারি এই উদ্দেশ্যে সে আমাকে কয়েদ করিবার জন্য এখানে লইয়া আসিলে, তাহাও তাহার কথা শুনিয়া কাল রাত্রে অনুমান করিয়াছিলাম।”

শ্মিথ বলিল, “তাহা হইলে গ্রে প্যাছারেই আপনাদের এখানে আসা উচিত ছিল। গ্রে প্যাছারে আসিলে আমাদিগকে দশ মাইল পদ হাটবার কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডোই তাহার গাড়ীতে আমাদিগকে লইয়া যাইবে; তুমি বৃথা আক্ষেপ করিতেছ।”

শ্মিথ বলিল, “ওয়াল্ডো আমাদের এখানে রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার এই অনুমান সত্য মনে হয় না; আমার বিশ্বাস, ওয়াল্ডো নিকটেই কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে সার রডনে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন।”

শ্মিথ ভয়ে বলিল, “তবে সেই গোয়াপটা ত আবার আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে!”

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া মোড় ঘুরিয়া বড় পাথর ভায়া উপস্থিত হইলেন; সেইখানে তাঁহার ওয়াল্ডোর টাক্সি দৌখতে পাইলেন। ওয়াল্ডো গাড়ীতেই বসিয়া ছিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে দোপিয়াও দেখিলেন না, শ্মিথের সহিত গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

ওয়াল্ডো আমাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইল; কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত গভীর হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিল, এবং মিঃ ব্লেককে বলিল, “আমি এই রকমই মনে করিয়াছিলাম; তাই এতক্ষণ এখানে আমাদিগকেই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি যখন বুঝিয়াছিলে—এই রকমই হইবে, তখন আমাদের এখানে না আনিলেই ত ভাল করিতে। এ ভাবে আমাদের কষ্ট দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?”

ওয়াল্ডো বলিল, “ভুল। আমি আমাদিগকে এখানে আনিয়া অত্যন্ত ভুল

করিয়াছি। প্রত্যেক মানুষেরই ভুল হয়; আপনিও কি কখনও ভুল করেন না মিঃ ব্লেক? আমি মনে করিয়াছিলাম—সার রড্‌নে তাঁহার জিদ বজায় রাখিবার জন্য আপনাদিগকে আটক করিয়া রাখিবেন, আমার কাজ শেষ হইবার পূর্বে ছাড়িয়া দিবেন না। আমি তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম—আপনার তর্ক-শক্তি আমার দেহের শক্তি অপেক্ষা মানুষকে অধিকতর মুক্ত করিতে পারে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার যুক্তি জানিয়া সার রড্‌নে বৃদ্ধিতে পড়িয়াছেন তোমার সাহায্য গ্রহণ তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে; তোমার অঙ্গীকার হইতে তিনি তোমাকে মুক্তি দান করিয়াছেন। আহনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ভবিষ্যতে তিনি বিপন্ন হইতে পারেন, এ কথা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি।”

স্মিথ বলিল, “কর্তা তোমার চাকরার মাথা খাইয়া আসিয়াছেন ওয়াল্ডো! তোমার কার্য ফুরাইয়াছে। সার রড্‌নে তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন; দেখা হইলে তিনি তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিবেন।”

ওয়াল্ডো তা কুণ্ঠিত করিয়া বলিল, “আপনারা আমার সকল কাম নষ্ট করিয়া আসিয়াছেন! যাহা ভাবিয়া আপনাদের ধরিয়া আনিলাম, ফল হইল তাহার বিপরীত! কিন্তু সার রড্‌নের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পূর্ব-আদেশ বাতাল রাখিতে আমি বাধ্য। তাঁহার সঙ্গে আমি দেখা না করিলে তিনি কিরূপে আদেশ প্রত্যাহার করিবেন? আমি যে কায়ে খুঁত দিয়াছি তাহা শেষ না হইলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব না।”

মিঃ ব্লেক কঠোর স্বরে বলিলেন, “তিনি আর তোমার সাহায্য চাহেন না, ইহা জানিয়াও তুমি জিদ ছাড়িবে না? যে কায আরম্ভ করিয়াছ তাহা শেষ করিবে?”

ওয়াল্ডো দৃঢ় স্বরে বলিল, “হাঁ, তাহা আমাকে করিতেই হইবে। তিনি আপনার যুক্তি তর্কে পরাস্ত হইয়া আপনাকে মাংসই বলুন, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা কি, তাহা কি আমি জানি না? আমি যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, সেই পথ হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করাই যদি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই বা কি? আমি তাঁহার বা আপনার আদেশে আমার সকল ত্যাগ করিব

না। আপনারা আমাকে তাড়াইতে চাছিলেনও, আমি যে কাষে হাত দিয়াছি তাহা শেখ না করিয়া ফিরিব না। এইরূপই আমার স্বভাব।”

স্মিথ বলিল, “খুব চমৎকার স্বভাব। এই রকম স্বভাবই আমি পছন্দ করি। আমি তোমার একগুঁয়েমির প্রশংসা করিতেছি।”

ওয়ালডো বলিল, “তুমি প্রশংসা করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের ব্যবহারের প্রশংসা করিব না। মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি তিনি আমার বিরুদ্ধাচরণেই ক্রুতসঙ্কল্প হইয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি প্রত্যেক অবৈধ কার্যেরই বিরুদ্ধাচরণ করি; সেই কাষ কে করিতেছে, সে আমার আত্মীয় কি পব—তাহা আমি ভাবিয়া দেখি না।”

ওয়ালডো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আপনার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আমার বিশ্বাস ছিল, আমি আপনার স্নেহের পাত্র। বিশেষতঃ, আমার অভিসন্ধি মন্দ নহে, ইহা ত আপনি জানেন। এ অবস্থায় আপনি আমার এই কাষটা উপেক্ষা করিতে পারেন না? এই তিন নরপিশাচ সমাজের শত্রু, মানব জাতব কলঙ্ক; বহু ভদ্র লোকের সর্বনাশ কবিয়াছে, এখনও করিতেছে; যে কোন কৌশলে শীঘ্র তাহাদিগকে চূর্ণ করা উচিত। তাহাতে সমাজের উপকার, দেশের মঙ্গল। আমি তাহাদের বিষদাত ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছি—এ চেষ্টা কি মন্দ? আপনি কেন আমাকে এই চেষ্টায় বিরত করিবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার এই কাষের ফলে সমাজের কল্যাণ হইতে পারে; কিন্তু সমাজ যদি ধ্বংস হইয়া তাহা হইলেও—যে যে অপরাধ করে নাই, সেই অপরাধে তাহার দণ্ডের সমর্থন করিব না। আমি চিরদিন যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছি, কোন কারণে সেই আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিব না। তোমার আদর্শ ভিন্ন; হয় ত কেহ কেহ তাহার সমর্থন করিবে। আমি তাহাদের নিন্দা করিতে চাহি না; কিন্তু আমার পথ আমি ত্যাগ করিব না।”

ওয়ালডো ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “আমার আদর্শ অত উচ্চ নহে; কিন্তু সে জন্ত আক্ষেপ করিয়া লাভ কি? আমাদের সকলেরই চরিত্রে কিছু না কিছু দুর্বলতা

আছে; আপনি সকল দুর্বলতা জয় করিয়াছেন, এত বড় অহঙ্কারের কথা আপনি বলিতে পারিবেন কি না জানি না। আমি আপনার সহিত তর্ক করিতে অনিচ্ছুক। আপনি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মেটল্যাণ্ডকে রক্ষা করিতে পারেন ত চেষ্টা করিয়া দেখুন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আমি এখন লগুনে ফিরিয়া যাইব; আপনার ইচ্ছা হইলে আমার সঙ্গে যাইতে পারেন।”

* * * *

পর দিন বেলা দশটার সময় মিঃ ব্লেক স্থিথকে সঙ্গে লইয়া প্রাভাতিক ভোজনে বসিলেন। সারারাত্রি জাগিয়া সে দিন প্রভাতে বিলম্বে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহারা দুই ঘণ্টার অধিক ঘুমাতে পারেন নাই।

আহার শেষ হইলে মিঃ ব্লেক স্থিথকে বলিলেন, “আমি এখনই নাইটস-বৌদ্ধে যাইব। আমার বিশ্বাস, লেনার্ড মেটল্যাণ্ডের ঘরে গিয়া এককণ তাহার কাগজ-পত্র দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমিও সেই সকল কাগজ-পত্র এবং আরও কিছু দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছি।”

স্থিথ বাগল, “ওয়াল্ডো হয় ত পথের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে, সে আমাদের গকে আবার চুরি করিয়া লইয়া না যায়!”

ওয়াল্ডোর পুঙ্খ-প্ৰান্তের ব্যবহার তাহািসার ব্যাপার (something of a joke) বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল। সে তাঁহাদিগকে সার রড্‌নের আরণ্য নিবাসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; আবাব প্রভাতেই তাঁহাদিগকে গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছিল। এক্রপ ব্যবহারকে মিঃ ব্লেক শত্রুতাচরণ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন—ওয়াল্ডো যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, সে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। ওয়াল্ডোও বুঝিতে পারিয়াছিল মিঃ ব্লেক তাহার প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিবেন, এবং তাহার চেষ্টা বিফল করিবার জন্ত চেষ্টা যত্নের ক্রটি করিবেন না। তাঁহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন—ইহা বুঝিতে পারিয়া ওয়াল্ডো সতর্ক হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দেখ স্থিথ! ওয়াল্ডো যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহা সরল পথ নহে; তাহার আশা পূর্ণ না হয় তাহার উপায় করিতেই হইবে।

মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্র্যাকউডের ঘর হইতে বর্জিয়া-কোটা চুরি করে নাই, এমন কি সে তাহা চুরি করিবার চেষ্টাও করে নাই ; অথচ তাহার বিরুদ্ধে অকাটা' প্রমাণ বর্তমান ! এ সকলই ওয়াল্ডোর কারসাজি ; সে মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাটা এ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, বিচারে মেটল্যাণ্ডের শাস্তি অপরিহার্য্য ; কিন্তু যে অপরাধ সে করে নাই, সেই অপরাধে তাহার শাস্তি হইলে বোঝা অবিচার হইবে। অবিচারে সে দণ্ডভোগ না করে তাহার উপায় আমাকে করিতেই হইবে।”

শ্মিথ হাসিয়া বলিল, “আপনার কথা শুনিয়া বুঝিলাম—সুবিচারে সে দণ্ডভোগ করিলে আপনি সুখী হইবেন। কিন্তু মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পুলিশের হস্তগত হইয়াছে—তাহা খণ্ডন করিবার উপায় কি ? ওয়াল্ডোর কৌশলেই মেটল্যাণ্ড চোর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে—ইহা যদি ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের নিকট প্রকাশ করা যায়—তাহা হইলে তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিবেন না ; আসামীর অপরাধের অকাটা প্রমাণ বর্তমান, তাহার ঘর হইতে চোরা মাল বাহির হইয়াছে—তথাপি সে নিরপরাধ—এ কথা লেনার্ড কেন, পৃথিবীর কোন দেশের কোন পুলিশ-কর্মচারী বিশ্বাস করিবেন না ; এমন কি, আসামী নিরপেক্ষ বিচারকের নিকটেও সন্দেহের সুযোগ পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না ! বিশেষতঃ, ওয়াল্ডোর চাতুর্য্যেই মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই সকল অকাটা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে—ইহা প্রতিপন্ন করা আমাদের অসাধ্য ; প্রকৃত অপরাধীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবারও উপায় নাই ! এ অবস্থায় ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে আপনার মতাবলম্বী করিয়া মেটল্যাণ্ডকে নিষ্কৃতি দান করিতে পারিবেন—ইহার সম্ভাবনা কোথায় ? ইন্স্পেক্টর লেনার্ড তাহার হাতের আসামীকে ছাড়িবেন না—ছাড়িতে পারিবেন না, তা তিনি আপনার যুক্তি তর্ক বিশ্বাস করুন আর না করুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ভবিষ্যতে আমরা কি করিতে পারিব বা পারিব না—এখন সে সকল কথার আলোচনা করিয়া ফল নাই। আপাততঃ চল মেটল্যাণ্ডের বাড়িতে বাই, সেখানে ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের সঙ্গে আলাপ না করিয়া আমরা কিছুই

স্থির করিতে পারিব না। এই তদন্তের সত্বে আমার কোন সন্দেহ নাই। লর্ড ব্লাকউড প্রথম আম'র সাহায্যপ্রার্থী হইলেও অবশেষে ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের সঙ্গেই তদন্তের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং লেনার্ডের তদন্ত-ফলে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। মেটল্যাণ্ড সন্ধকে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত মন্দ। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—মেটল্যাণ্ডই চোর; বিশেষতঃ তাঁহার ঘরে চোরা মাল পাওয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস মেটল্যাণ্ড সন্ধকে তাঁহার এইরূপ বিকল্প-ধারণার জন্য ওয়াল্ডেই দায়ী। আমি ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের নিকট মেটল্যাণ্ডের অল্পকালে কোন কথা বলিব না, তা তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করিব না।”

স্মিথ বলিল, “তাহা হইলে আপনি কি উপায়ে নিরপরাধ মেটল্যাণ্ডকে আইনের কবল হইতে মুক্ত করিবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই অপরাধে তাহার শাস্তি না হয় তাহাবই কিরূপ ব্যবস্থা করিব বলিবে?—কিন্তু সে মুক্তিলাভ করিবে—এ কথা আমি একবারও বলি নাই। আমি বলিয়াছি—অবিচারে সে দণ্ডভোগ না করে তাহার উপায় আমাকে কবিতে হইবে। বিশেষতঃ, সাব রডনের হাতশ ভাব দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার ধারণা—তাঁহার তিনজন শত্রুই অজ্ঞেয়; তাহাদের দমনের কোন উপায় নাই। তাহার এই উক্তি খণ্ডন করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে; কিন্তু ওয়াল্ডে তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহা সুপথ নহে। আমরা তাহার কার্যের সমর্থন করতে পারি না; তথাপি আমরা অল্প দিক দিয়া এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতেও পারি।”

স্মিথ বলিল, “কেবল আমাদের জন্য?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, সাব রডনের ক্ষোভ নিবারণের জন্য; তাঁহার মানসিক আশান্তি দূর করিবার জন্য।”

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত সঙ্গে লইয়া নাইটস-ব্রীজ পল্লীতে মেটল্যাণ্ডের গৃহে যখন উপস্থিত হইলেন তখন বেলা এগারটা বাজিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ছই তিনজন তাঁবেদারসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দেখিয়া দস্তবিকাশ করিলেন, বোধ হয় ইহাই অভির্থনা!

কিন্তু মিঃ ব্লেককে একটু উপহাস না করিয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না ; ঈশ্বর বিজ্ঞপের সুরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, জিত কার ? আপনার না আমার ? বাঁকা পথে চলিয়া কি সব যামগাতেই কার্যোদ্ধার হয় ? আমরা চোর ধরিয়াছি, চোরা মালও তাহার ঘরে পাওয়া গিয়াছে । তাহাকে গারদে রাখা হইয়াছে, কিছুকাল পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইবে । আজ ত আর মামলা হইবে না । কয়েক দিনের মূলতুবি লইতে হইবে ; আমি এখনও প্রস্তুত হইতে পারি নাই । মেটল্যাণ্ডকে এক সম্ভাষিত হাজতে রাখিবার প্রার্থনা করিব ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার বিরুদ্ধে মামলা চালাইবার জন্ত যে সকল প্রমাণ দিতে হইবে, তাহা সংগ্রহ হইয়াছে ত ? মামলা ফাঁসিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই ত ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড চক্ষু ছাট কপালে তুলিয়া বলিলেন, “এ রকম সত্য মামলা ফাঁসিয়া যাইবে ? আপনার কি আশঙ্কার কোনও কারণ আছে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সম্পূর্ণ ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বাবি থাইবার ভঙ্গিতে মুখ নাড়িয়া বলিলেন, সম্পূর্ণ !—
অর্থাৎ ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অর্থাৎ গোড়ায় গলদ ! মেটল্যাণ্ড গত রাত্রে লর্ড ব্র্যাকউডের ঘর হইতে তাঁহার কোটা চুরি করে নাই ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “ঘর হইতে চুরি করে নাই ! তবে কি পথ হইতে চুরি করিয়াছিল ? আপনি কোন প্রমাণে ও কথা বলিতেছেন ? কাল যখন লর্ড ব্র্যাকউডের ঘরে মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কার করি তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত ; হাঁ, জাগিয়াই ছিলেন ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, জাগিয়াই ছিলাম ; এই জন্তই মেটল্যাণ্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন-সংবলিত একখান সাদা কাগজ সেই ঘরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, মেটল্যাণ্ড সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই ।”

ইন্স্পেক্টর অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “খুব পাকা কথা বলিলেন !
অন্ত কোন চোর মেটল্যাণ্ডের হাত ছুঁখানি ধার করিয়া লইয়া গিয়া সেখানে তাহার
অঙ্গুলি-চিহ্ন ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “অন্ত কোন চোরকে ততখানি কষ্ট স্বীকার
করিতে হইবে কেন ; যে কোন লোক অঙ্গুলি-চিহ্নযুক্ত কাগজখানি সেই কক্ষে
ফেলিয়া রাখিতে পারিত ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “হাঁ, আপনার এ যুক্তি অসঙ্গত
নহে, কিন্তু মেটল্যাণ্ডের অপরাধের অকাটা প্রমাণ বর্তমান ; আমি তাহার ঘর খানা-
তল্লাস করিয়া একটা কেতাবের আলমারির ভিতর লর্ড ব্ল্যাকউডের সেই পাঁচ
হাজার গিনি মূল্যের কোটাটি পাওয়ায়, মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া
গিয়াছিলাম, তাহা কি আপনি শুনিতে পান নাই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাহাও জানি ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “তাহা জানিয়াও আপনি বলিতেছেন—ইহা
মেটল্যাণ্ডের অপরাধের অকাটা প্রমাণ নহে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন “এইরূপই আমার বিশ্বাস ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “চোরা মাল সমেত চোরকে গ্রেপ্তার করিলেও
যদি তাহা তাহার অপরাধের অকাটা প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে
আর কিরূপ প্রমাণ আপনি অকাটা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন তাহা শুনিতে
পাই কি ? লর্ড ব্ল্যাকউডের ঘরের পশ্চাতের আঙ্গিনায় যে সকল টাক্তা গুরকার
গুঁড়া পড়িয়া আছে তাহা মেটল্যাণ্ডের জুতায় লাগিয়া ছিল—ইহা আমি স্বক্ষে
দেখিয়াছি । মেটল্যাণ্ড স্বয়ং চুরি করিতে না যাইলে কি স্ত্রীকীণ্ডলা তাহার
ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া তাহার জুতায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ?—এসবকে
আপনার কি বলবার আছে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার এই মাত্র বলবার আছে যে, ঐ সকল অকাটা
প্রমাণের মূলে যে রহস্যই নিহিত থাক, মেটল্যাণ্ড লর্ড ব্ল্যাকউডের ঘর হইতে
তাহার সেই কোটা চুরি করে নাই । এমন কি, সে তাহার ঘরের কাছেও যায়

নাই। আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবার পূর্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে ঐ সকল ব্যাপার জানিতে পারে নাই। তাহার অপবাদের সে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সমস্তই কৃত্রিম প্রমাণ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বিরক্তিতে ভ্রূণ করিয়া বলিলেন, “আপনার কথাগুলি যে সত্য, ইহার প্রমাণ কোথায়? আপনার কথার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু বিনা-প্রমাণে আপনার এ সকল কথা কেহ বিশ্বাস করিবে—আপনি কি এরূপ আশা করিতে পারেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না; কিন্তু এই সকল প্রমাণের জন্ত আপনাদিগকে কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। আপনি বলিতেছেন, আপনি এই মামলার বিচার কয়েক দিন মূলত্বি রাখিবার জন্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করিবেন। আমার বিশ্বাস—আপনার এই অনুরোধ গ্রাহ্য হইবে। মূলত্বির পর যে দিন এই মামলার বিচার আরম্ভ হইবে সেই দিনই আমি মেটল্যাণ্ডের নির্দোষিতার প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিব; সুতরাং অসুবিধার কোন কারণ নাই।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মিঃ ব্লেকের কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনি চিরজীবন ন্যায্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুবিচারের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন ইহাই জানিতাম; সুতরাং আজ আপনাকে চোরের পক্ষ সমর্থনের জন্ত উৎসুক দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। মেটল্যাণ্ড কোন গুণে আপনাকে বশীভূত করিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সে ধনবান বটে, কিন্তু সে অর্থের লোভ দেখাইয়া আপনাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এ অবস্থায় আপনি কি কারণে তাহার মত নরপ্রেতের পক্ষ সমর্থনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন? তাহার উপর আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকায় সে ইদানী কতকটা সতর্ক হইয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু সে স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই, এ কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি। মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনি কৃত্রিম প্রমাণ বলিতেছেন! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি আপনাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিব ? না ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ! আমার সেরূপ ছবিসন্ধি নাই।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আপনাকে তিষ্ঠেখী বন্ধু মনে করি। আমাদের বন্ধুত্ব পূর্বে কোন দিন কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; আশা করি এখনও তাহা—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমি মেটল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থনের জন্য উৎসুক নহি, ন্যায়ের সমর্থনই আমার লক্ষ্য। আশা করি আপনি আমাকে তাহার ঘরের জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিবেন।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড দাঁড়ি চুলকাইয়া বলিলেন, “না, আমার কোনও আপত্তি নাই ; তবে আপনি যদি আমার দিক্‌দ্বাচরণের উদ্দেশ্যে এই কায করেন তাহা হইলে আপনাকে এই ভাবে সাহায্য করা—”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “না ইন্স্পেক্টর, আমার সেরূপ উদ্দেশ্য নাই। মেটল্যাণ্ড সমাজের শত্রু, নরপ্রেত ইহা ত আমার অন্তরাত্ম নহে ; সেই জন্য যদি তাহার অপরাধের কোন খাঁটি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সংগৃহীত মিথ্যা প্রমাণগুলি খণ্ডন করিবার জন্য আনাকে সময় নষ্ট করিতে হইবে না।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সোৎসাহে বলিলেন, “হাঁ, এবার আপনি আমার মনের মত কথা বলিয়াছেন। তাহার অপরাধের যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বুঢ়ী প্রমাণ বলিয়া আপনি মন্তব্য প্রকাশ করায় মতাই আমার দক্ষিণ চশ্চিস্তা হইয়াছে ; এইজন্য তাহাকে ভাল করিয়া বাধাইতে পারি—এরূপ কোন গুরুতর অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আমিও চেষ্টা করিতেছি। আপনিও চেষ্টা করিয়া দেখুন। তাহাকে ফাঁসিতে বটুকাইতে পারা যায়—এরূপ কোন প্রমাণ যদি খুঁজিয়া বাতির করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কত খুসী হইব তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। মেটল্যাণ্ডের মত দুর্জনেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়াই প্রার্থনীয়।”

মিঃ ব্লেক মেটল্যাণ্ডের বিভিন্ন কক্ষ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটুকু

নানা প্রকার ছলভ ও প্রাচীন আসবাব-পত্র সজ্জিত ছিল ; তিনি সেইগুলির প্রত্যেকটি সাবধানে পরীক্ষা করিতেছেন দেখিয়া স্থিথ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

স্থিথ বলিল, “কর্ত্তা, আমরা কি এখানে মেটল্যাণ্ডের এই সকল বকেয়া রদী মাল কিনিতে আসিয়াছি যে, আপনি জিনিসগুলি ওভাবে নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিতেছেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি এসকল জিনিসের মৰ্ম্ম জান না, আমি কি খুঁজিতেছি তাহা কিম্বাণে বুঝিবে ? কিন্তু আমার পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই কোণের কয়েকটি জিনিস দেখিলেই কাষ শেষ হইবে। এই যে গালা দিয়া রঙ-করা চীনা টেবিলখানি দেখা যাইতেছে—এইবার উহাই পরীক্ষা করিব। তুমি ওখানা এদিকে সরাইয়া আনিতে পারিবে ?”

স্থিথ টেবিলখানি সেই কক্ষের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল। মিঃ ব্লেক তাহার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইন্সপেক্টর লেনার্ড ও তাঁহার অহুচরেরা তখন মেটল্যাণ্ডের খাতা-পত্র খুলিয়া জমাখরচের গলদ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই টেবিলখানির সুরঞ্জিত ডালার দিকে নির্নিমেষ নেত্র চাহিয়া আছেন দেখিয়া স্থিথ বলিল, “ছ’নয়ন ভরিয়া কি দেখিতেছেন কর্ত্তা ! চীনাযানদের কারিগরি ? হাঁ, উহাদের এই রকম রঙের চটক দেখিবার জিনিস বটে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কেবল রঙের চটক নয় স্থিথ ! টেবিলের ডালখানি নিরেট বলিয়াই মনে হইতেছে ; কিন্তু এই রঙের ভিতর একটি সূক্ষ্ম গোলাকার রেখা দেখিতেছ ? এই রেখাটি রহস্য-পূর্ণ, আমার বিশ্বাস, একখানি আলাগা তক্তা এই রেখার সমান গোল করিয়া ডালার উপর আঁটিয়া রাখা হইয়াছে।”

স্থিথ বলিল, “হইতেও পারে ; কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া আমাদের মাথা খামাইবার প্রয়োজন কি কর্ত্তা ! আমরা ত এখানে চীনা শিল্পের বাহ্যর দেখিতে আসি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বক্তৃতা বন্ধ করিয়া ডালাখানি ধীরে ধীরে ঘুরাও, দেখ কি ফল হয়।”

শ্মিথ ডালা ঘুরাইতে লাগিল; কয়েক মিনিট ঘুরাইবার পর পূর্কোক্ত গোলাকার চাক্ষুখানি ক্রমশঃ উদ্ধে উঠিয়া টেবিলের ডালা হইতে খসিয়া পড়িল, এবং তাহার নীচে একটি গোলাকার গহ্বর লক্ষিত হইল। গহ্বরটি গভীর, তাহা টেবিলের মধ্যস্থিত স্থল পায়টি খুঁদিয়া প্রস্তুত করা!

শ্মিথ সেই গহ্বর দেখিয়া বলিল, “এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার কর্কা! টেবিলের ডালা দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না! এই গহ্বরের ভিতর মেটল্যাণ্ড কোন চোরা মাল—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অত ব্যস্ত হইও না শ্মিথ! আমরা এখনই তাহা জানিতে পারিব। মেটল্যাণ্ড এবং তাহার ছই বন্ধু কার্ণ ও রোরিক কি চরিত্রের লোক—তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে। উহারা চোরা মালের কারবার করিয়াই কাঁপিয়া উঠিয়াছে। উহারা পুলিশের সন্দেহভাজন, সুতরাং পুলিশ কখন উহাদের ঘর তল্লাস করিতে আসিবে—এই ভয়ে চোরা মালগুলি সতর্কভাবে লুকাইয়া রাখিত, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু এইরূপ গুপ্ত স্থান হইতে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা পুলিশের অসাধ্য।—সৌভাগ্যক্রমে মেটল্যাণ্ডের একটি গুপ্ত আধার আবিষ্কার করিতে পারিলাম।”

মিঃ ব্লেক টেবিলের পায়ার মধ্যস্থিত ফুকরের ভিতর হাত পুর্দিয়া দিলে কি একটা জিনিসে তাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শ হইল। তিনি তাহা ধীরে ধীরে টানিয়া তুলিলেন।

শ্মিথ তাঁহার হাতের দিকে চাহিয়া সবিম্বয়ে বলিয়া উঠিল, “কি আশ্চর্য্য!”

মিঃ ব্লেক যাহা টানিয়া তুলিলেন—তাহা চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি; তিনি সেই থলির জিনিস করতলে ঢালিয়া ফেলিলেন। তাহা বহুমূল্য লোহিতবর্ণ রূপের নেক্লেস! তাহার ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

শ্মিথ বলিল, “কস্তী, এরকম উজ্জ্বল রূপের নেক্লেস আমি জীবনে দেখি নাই! এ যে অদূর্ব্ব সামগ্রী!”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড দূর হইতে মিঃ ব্লেকের হাতে সেই নেক্লেস দেখিয়া বাঁগ-
ভাষে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ক্লান্তবশে বলিলেন, “আপনার হাতে
ও কি মিঃ ব্লেক ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অস্কার মেট্‌ল্যাণ্ডের প্রকৃত অপরাধের প্রমাণ ;
দেখুন দেখি—ইহা চিনিতে পারেন কি না ?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড নেক্লেস হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “কিছুদিন
পূর্বে যে রাগোজিন কবি নেক্লেস (*Ragotzin rubi necklace*) চুরি যাওয়ায়
চারি দিকে ভুমল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা সেই নেক্লেস বলিয়াই
মনে হইতেছে !—আপনি কি ইহা চিনিতে পারিয়াছেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহা সেই নেক্লেসই বটে ! প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে
কাউন্টেস্‌ ডি রাগোজিন এই নেক্লেস হারাইয়া মনের দুখে আহার নিদ্রা ত্যাগ
করিয়াছিলেন । তিনি ইহা উদ্ধারের আশায় প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন ;
কিন্তু কে তাহা চুরি করিয়াছিল, জানিতে পারা যায় নাই । আজ তাহা অস্কার
মেট্‌ল্যাণ্ডের ঘরে পাওয়া গেল । মেট্‌ল্যাণ্ড ইহা স্বয়ং চুরি করিয়াছিল, কি
চোরের নিকট হইতে অল্প মূল্যে কিনিয়া লইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন ।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “সে জন্ত কোন অমুবিধা হইবে না । ব্ল্যাকউডের
বকেয়া রদি মাল চুরির অপরাধে উহার যে শাস্তি হইত, এই চোরা মাল ঘরে
লুকাইয়া রাখিবার অপরাধে তাহার তিনগুণ দণ্ড উহাকে বহন করিতে হইবে ।
এবার উহাকে যে নামলার আসামী করিব—তাহার তুলনায় ব্ল্যাকউডের কোটা
চুরির মামলা তুচ্ছ ! আর উহার পরিত্রাণ নাই ; উগার সঙ্গে উহার সেই দুই
দোস্তকেও জেলে পুরিতে পারিলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত । কার্ণ
ও রোরকি কাল রাত্রি এগারটার সময় উহার সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ করিতে আসিয়া-
ছিল ; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও আমি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ
পাই নাই । আপনি কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির করিয়াছেন ! চোরের
ঘর হইতে চোরা মাল বাহির করিবার শক্তি আপনার অসাধারণ । আপনার
নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম মিঃ ব্লেক !”

দশম ধাক্কা

বন্ধুত্বের পরিণাম

অন্যকার মেট্রোপলিটান ওয়েস্ট-লন্ডন পুলিশ কোর্টে আনীত হইয়া হাজতের আসামীদের কক্ষে বসিয়া ছিল ; তাহার মুখ মলিন, দেহ অবসন্ন, পরিচ্ছদ পরিপাটিবিহীন । তাহার পরম বন্ধু সাইমন কার্ণ, এবং ছবার্ট রোরিক তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল । সকলেই অধোমুখ, চিন্তামগ্ন ।

কয়েক মিনিট পরে কার্ণ মাথা তুলিয়া মেট্রোপলিটানকে বলিল, “আমরা এখন চলিলাম ।”

মেট্রোপলিটান বলিল, “যাইবে ? তা যাও । আমি কি বলিয়া তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব—জানি না । তোমরা না থাকিলে আমার কি দর্পিত হইত, তাহা ভাবিলেও হৃদয় অবসন্ন হয় ।”

কার্ণ বলিল, “পাগল হার কি ! আমরা কি বলি নাই—সুখে দুঃখে আমরা কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিব না ?”

প্রায় পনের মিনিট পূর্বে মেট্রোপলিটানকে ন্যাজিষ্ট্রের এজলাসে আসামীর কাঠরায় উপস্থিত করা হইয়াছিল । ন্যাজিষ্ট্র পুলিশের প্রার্থনা অনুসারে মামলা মূলত্ববি রাখিয়া তাহার হাজতবাসের আদেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার বন্ধুত্ব কার্ণ ও রোরিক পাচ হাজার পাউণ্ড জামিনের টাকা দাখিল করিয়া দ্বাহাকে মামলার মূলত্ববি-কালের অন্ত মুক্ত করিয়াছিল । এই জন্তই বন্ধুত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল । উত্তর বন্ধু জামিনের টাকা আদালতে দাখিল করিয়া মেট্রোপলিটানের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিল । জামিনের টাকা দাখিল করা হইলে মেট্রোপলিটান মুক্তিলাভ করিল । সে তাহার বন্ধুত্বের অনুসরণ করিল ।

তাহারা আদালত হইতে প্রস্থান করিলে ইন্সপেক্টর লেনার্ড মিঃ ক্লেক ও

স্বিথসহ আদালতে উপস্থিত হইলেন। ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মেটল্যাণ্ডের বিক্রেত একখানি নতন ওয়ারেন্ট আনিয়াছিলেন। তাঁহাব ইচ্ছা ছিল মেটল্যাণ্ড জামিনে মুক্তিলাভ করিলে সেই ওয়ারেন্ট-বলে তাহাকে পুনর্বার গ্রেপ্তার করিবেন। যে অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্ত এই নতন পরোয়ানা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহার গুরুত্ব অনেক অধিক।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন কার্ণ ও রোরিক মেটল্যাণ্ডকে জামিনে খালাস করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যগ্রভাবে ব্লেককে বলিলেন, “আমাদের আসিবার পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছে! জামিন দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তা যাক; বোধ হয় নাইটস-ব্রীজে তাহার বাড়ীতেই ফিরিয়া গিয়াছে। মি: ব্লেক, চলুন আগরাও সেখানে যাই।”

মি: ব্লেক বলিলেন, “সে কি একাকী গিয়াছে?”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “না, শুনিলাম তাহার দুই বন্ধু কাল ও রোরিক তাহার সঙ্গে ছিল।”

মি: ব্লেক বলিলেন, “না, আর এখানে বিলম্ব করা হইবে না, চলুন শীঘ্র যাই।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মি: ব্লেকের ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে না পারিলেও আর সেখানে বিলম্ব করা সম্ভব মনে করিলেন না। মি: ব্লেক আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ওয়াল্ডো যে বে-আইনি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বাধা দানের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ সার রডনের তিন জন শত্রুর মধ্যে একজনকে তিনি চূর্ণ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। তাঁহার আর কোভের কোন কারণ ছিল না।

রাগোজেন-নেক্লেস বহুমূল্য অলঙ্কার, তাহার মূল্য বহু সহস্র পাউণ্ড। সেই নেক্লেস অপহৃত হইবার পর ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের প্রধান ডিটেক্টিভগণ তাহা উদ্ধারের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দেড় বৎসর পূর্বে তাহা অপহৃত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অপহৃত হইবার কত দিন পরে মেটল্যাণ্ডের হস্তগত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় ছিল না, এবং মেটল্যাণ্ড

তাহাঁ আত্মসাৎ করিয়া এই ভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছিল একরূপ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পায় নাই। মেটল্যাণ্ড আশা করিয়াছিল, পুলিশ হতাশ হইয়া উহার অনুসন্ধানে বিরত হইলে—সকল আন্দোলন যখন থামিয়া যাইবে সেই সময় তাহা দেশান্তরে পাঠাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। সে তাহা কি উপায়ে হস্তগত করিয়াছিল ইহা জানিবার জন্ত মিঃ ব্লেক বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না; তাহা তাহার ঘরে থাকাই তাহার চূড়ান্ত অপরাধ। (the fact that he possessed them was black enough.)

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর লেনার্ডসহ মেটল্যাণ্ডের বাসগৃহে আসিয়া তাহার সন্ধান পাইলেন না, কারণ মেটল্যাণ্ড তাহার বন্ধুত্বের সহিত তাহাদের ক্লাবে গিয়াছিল। সেই ক্লাবটি ক্ষুদ্র এবং অপ্রসিদ্ধ। মেটল্যাণ্ডের দোকান হইতে তাহার দ্রব্য একশত গজের অধিক নহে।

ক্লাবে আসিয়া কার্ণ মেটল্যাণ্ডকে বলিল, “এখানে কিছু আহার কর বন্ধু! আজ ত তোমার কিছুই খাওয়া হয় নাই।”

মেটল্যাণ্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, আমার ক্ষুধা নাই।”

কার্ণ বলিল, “ক্লাবে আসিলাম বটে, কিন্তু আমারও কিছু খাইবার ইচ্ছা নাই; তবে নানা কারণে মন একটু দমিয়া গিয়াছে, মন চাঙ্গা করিবার জন্ত জল-পথে চলিতে আমি আপাত্তর কারণ দেখি না।—দেখ মেটল্যাণ্ড, তোমার শরীর অত্যন্ত বেজুত হইয়াছে, এক ডোজ ঝাঁঝাল ব্র্যান্ডি চুকিলে তোমার অবসাদ দূর হইবে, কায়কর্মে মন বাসবে।”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “তা তুমি যখন ব্যবস্থা দিতেছ, তখন আমার রাজি হওয়াই উচিত; আর ত্বইক্ষি অপেক্ষা ব্র্যান্ডিটাই আমার ধাতে বরদাস্ত হয় ভাল।”

মেটল্যাণ্ড অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাঁ আশঙ্কা হইয়াছিল তাহার কোন পরাক্রান্ত শত্রু তাহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার কবল হইতে নিষ্কর্তৃত্ব লাভ করা কঠিন। সে বার্ষিক-কোটা আত্মসাৎ করিবার জন্ত কোন চেষ্টা করে নাই, জিনিসটির উপর তাহার লোভও ছিল না; মকেলের অনুরোধে নিলামে তাহা ডাকিয়াছিল মাত্র। তাহাই চুরির অভিযোগে তাহাঁকে

গ্রেপ্তার করা হইল ; তাহার ঘর হইতে তাহা বাহির হইল, এবং তাহার অপরাধের অব্যর্থ প্রমাণও সংগৃহীত হইল ! কোন সাধারণ শত্রু তাহাকে এ ভাবে বিপন্ন করিতে পারিত না। এ সকল কায তাহার অপরিচিত কোন চতুর শত্রুর চেষ্টার ফল। কিন্তু সেই শত্রু কে, ইহার মূলে কিম্বদন্তি রহস্য নিহিত আছে—তাহা সে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টিভঙ্গি ও আতঙ্ক ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল।

তাহারা তিন বন্ধু যে সময় ক্লাবে প্রবেশ করিল, সেখানে অনেকেই তখন পানাহারে রত ছিল ; এ জন্ত তাহাদের দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। ভোজন-কক্ষে বহু লোকের সমাগম দেখিয়া তাহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল না, তিন জনেই নিঃশব্দে ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিয়া এক কোণে বসিয়া পড়িল।

কার্ণ পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া মেটল্যাণ্ডকে বলিল, “আপাততঃ ইহা হইতেই আরম্ভ কর মেটল্যাণ্ড ! আর্দালী-বেটাদের কাছকেও ত দেখিতে পাইতেছি না !”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “তোমার ও বোতলে কি আছে ? জিন বুঝি ? আমি উহা স্পর্শও করিব না কার্ণ ! জিন ভিন্ন আর কিছুই তোমার ভাল লাগে না, কিন্তু আমি জিন পছন্দ করি না।”

কার্ণ বলিল, “বেশ, তোমার যাচা গোচে তাহাই চালাও। তুমি মিনিট-পাঁচেক এখানে বসিয়া থাক, আমি রোরকিকে সঙ্গে লইয়া খাবার ঘরে গিয়া কিছু খাবার পাঠাইতে বলিয়া আসি।”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “তা যাও, কিন্তু আমি কিছুই খাইব না।”

কার্ণ বলিল, “ভাল কথা, আমাদেরই দু’জনের খানা পাঠাইতে বলিব। তুমি একটা আর্দালীকে ডাকাইয়া কড়া মাল আনাইয়া লও। আমাদের জন্ত কিছু আনিতে দিও না, আমরা খাবার-ঘরে গিয়া পানাহারের ব্যবস্থা করিব।—তবে তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই তোমার চাপা-হওয়া দরকার।”

কার্ণ ও রোরকি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তাহারা দেখিল মেটল্যাণ্ড প্রায় আধ গ্লাস ব্রাণ্ডি

সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া, চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে; চক্ষু মুদিত, যেন ধ্যানমগ্ন !

কার্ণ ব্র্যাণ্ডের গ্যাসটা হাতে লইয়া নাড়িয়া নামাইয়া রাখিল; তাহার পর বন্ধুর পকেটের কাছে সরিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার কাছে আস্তুলের খোঁচা দিয়া বলিল, ‘এখন একটু ভাল বোধ করিতেছ কি বন্ধু?’

মেটল্যাণ্ড চক্ষু মেলিয়া বলিল, “আমার মাথা! শরীর বড়ই বেজুত বোধ হইতেছে; আমি হঠাৎ কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।”

রোরকি বলিল, “তুমি যে দুর্ভাবনাতেই সারা হইলে! আমরা থাকিতে তোমার চিন্তা কি? তুমি ব্র্যাণ্ডটুকু সাবাড় না করিয়া গ্যাসটা সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়াছ কেন?—কার্ণ, এষ্ট গ্যাসের সবটুকু মাল উঠার গলায় ঢালিয়া দাও; সবটুকু খাইলেই শরীর চাঙ্গা হইবে।”

সাইমন কার্ণ গ্যাসটা মেটল্যাণ্ডের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, “ভাল ছেলের মত সবটুকু গলায় ঢালিয়া দাও ত দোস্ত!”

মেটল্যাণ্ড বিনা-প্রতিবাদে তাহার আদেশ পালন করিল। মুহূর্তের জন্ত মেটল্যাণ্ড চমকিয়া উঠিল; তাহার চক্ষু অতঃ-বিস্ফারিত হইল। পর মুহূর্তে সে চেয়ারের উপর চলিয়া পড়িল, যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল; তাহার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়িল না। তাহার মুখ হইতে একটিও শব্দ নিঃসারিত হইল না।

কার্ণ মুহূর্তের রোরকিকে বলিল, “চলিয়া এস।”

তাঁহারা উভয়ে নিঃশব্দে ধূমপানের কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া ক্লাবের বাগিচের আসিল। কিন্তু বোবকির মুখ তখন মৃত ব্যক্তির মুখের মত বিবর্ণ; তাহার ললাটে স্থূল বর্ষ্যবিন্দু সকল ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রোরকি অশ্রুট স্বরে বলিল, “বড়ই ভয়ানক কাষ করা হইল কার্ণ!”

কার্ণ বলিল, “তুমি যে ভয়েই মরিলে! ইহা ভিন্ন আমাদের আত্মরক্ষার কি অন্য কোন উপায় ছিল? ইহা করিতেই হইত।”

রোরকি বলিল, “কিন্তু বিপদের আশঙ্কাটা ত—”

কার্ণ বলিল, “কোন বিপদের আশঙ্কা নাই রোরিক ! এ রকম প্রকাশ্য স্থলে এই কার্য্য না করিলেই বরং বিপদের আশঙ্কা থাকিত । আদালীটা পর্য্যন্ত আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই ; সুতরাং লোকে কি অনুমান করিবে তাহা বুঝিতে কষ্ট নাই । মেটল্যাণ্ডকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে অকাটা প্রমাণ পাইয়াছে । আমরাই বহুচেষ্টায় তাহাকে জামিনে মুক্ত করিয়াছি ; কিন্তু মামলার দিন উহাকে আসামীর কাঠরায় হাজির করিতে আমাদের সাহস হইত কি ? করিয়াদী পক্ষের কোন্সিলীর জেরায় মেটল্যাণ্ড বেসামান্য হইয়া আমাদের সকল গুপ্তকথাই প্রকাশ করিত ; নিজে ত মরিতই, আমাদের পর্য্যন্ত জড়াইত । (would incriminate us both,) তাহার পর আমাদিগকে আসামীর কাঠরায় উঠিতে হইত, এবং আমাদের ভাগ্যে কি ঘটত তাহা অনুমান করা কঠিন নহে । এ অবস্থায় আমরা আত্মরক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিলাম, তাহা অপেক্ষা নিরাপদ উপায় আর কি আছে ?”

ঠিক সেই সময় ইন্স্পেক্টর লেনার্ড মি: ব্লেককে সঙ্গে লইয়া মেটল্যাণ্ডের দোকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । তখন লেনার্ডের দুইজন সহকারী দোকানের খাতা-পত্র পরীক্ষা করিতেছিল, এবং মেটল্যাণ্ডের কয়েকজন কর্মচারী বিষম মনে দোকানের জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিতেছিল ।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড দোকানের একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মি: মেটল্যাণ্ড দোকানে ফিরিয়া আসিয়াছেন কি ?”

কর্মচারী বলিল, “কিন্তু সে ফিরিয়া আসিবেন ? পুলিশ যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে ।”

লেনার্ড বলিলেন, “কিন্তু তাঁহাকে ত জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে । তিনি কোট হইতে চলিয়া আসিয়াছেন ; এখানেই তাঁহার আসিবার কথা ।”

লেনার্ডের একজন সহকারী বলিল, “না, তাহাকে এখানে ফিরিতে দেখি নাই ।”

সেই সময় টেলিফোন বাণ-বাণ শব্দে বাজিয়া উঠিল । ইন্স্পেক্টর লেনার্ডের সম্মুখেই দোকানের একজন কর্মচারী সাড়া দিল ; কিন্তু উত্তর শুনিয়া সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, “কি সর্বনাশ !”—সে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ।

তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ব্যাপার কি ? কোন সন্দেহ সংবাদ আছে না কি ?”

কন্সটারী বলিল, “হী মহাশয়, মিঃ মেটল্যাণ্ড ক্লাবে গিয়াছিলেন ; সেখানে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখানে না আসিয়া ক্লাবে গিয়াছিল ! ক্লাবটা কোথায় ?”

কন্সটারী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে বলিলেন, “আমার বিশ্বাস এখন ক্লাবে গিয়া আমাদেরই হতাশ হইতে হইবে।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “হতাশ হইতে হইবে ! আপনার এ কথার অর্থ কি ?”

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া ব্যগ্রভাবে ক্লাবের দিকে দৌড়াইলেন, ইন্স্পেক্টর লেনার্ড কিছুই বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ক্লাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা আফিস-ঘরে অনেক লোকের ভীড় দেখিতে পাইলেন ; তাহারা উত্তেজিত ভাবে তর্কবিতর্ক করিতেছিল। ক্লাবেও ধূমপানের কক্ষের দরজা বন্ধ। ক্লাবের সহকারী ম্যানেজার সেই রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বার খুলিয়া করিতেছিল।

ইন্স্পেক্টর সেই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র সে বলিল, “আপনি ও ঘরে যাইতে পারবেন না মহাশয় !”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড সক্রোধে বলিলেন, “যাইতে পাইব না ?—হ্যামি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আসিতেছি ; আমার সঙ্গে বাহাকে দেখিতেছ—উনি আমার বন্ধু মিঃ ব্লেক, ডিটেক্টিভ রবার্ট ব্লেক।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড ও মিঃ ব্লেককে আর বাধা দেওয়া হইল না ; তাহারা ধূমপানের কক্ষ প্রবেশ করিয়া ক্লাবের ম্যানেজার ও ডাক্তারকে দুই জন আদালী সহ মেটল্যাণ্ডের চেয়ারের নিকট দণ্ডায়মান দেখিলেন। মেটল্যাণ্ড তখনও চেয়ারে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া ছিল, তাহার সর্বাপেক্ষ অসাড়।

ইন্স্পেক্টর লেনার্ডকে সম্মুখে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, “আপনাদের আসিতে একটু বেশী বিলম্ব হইয়াছে। মিঃ মেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি এইরূপই আশঙ্কা করিয়াছিলাম।”

* ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “আত্মহত্যা করিয়াছে না কি?”

ডাক্তার মেটল্যাণ্ডের সম্মুখস্থ মদের গ্লাসটি পরীক্ষা করিয়া তাহার তলায় যেদিক পাইয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত উগ্র। তাহার পকেটে একটি ক্ষুদ্র শিশি পাওয়া গেল। শিশিটি খালি। তাহা দেখিয়া সকলেরই অনুমান হইল মেটল্যাণ্ড ক্লাবে আসিয়া এক গ্লাস ব্র্যান্ডি লইয়া তাহা ঐ শিশির বিষমিশ্রিত করিয়া পান করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কি এখানে একাকী আসিয়াছিল?”

এক জন আঙ্গিনী বলিল, “হাঁ মহাশয়; উহার সঙ্গে আর কাহাকেও আসিতে দেখি নাই। মিঃ মেটল্যাণ্ডের গ্লাসে আমিই ব্র্যান্ডি ঢালিয়া দিয়াছিলাম। উনি আমাদের ক্লাবের ‘মেশ্বর।’ আজ উহাকে দেখিয়া অত্যন্ত অনুগ্রহ মনে হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে উনি—”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বাধা দিয়া বলিলেন, “কে উহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল?”

দ্বিতীয় আঙ্গিনী বলিল, “আমিই দেখিয়াছিলাম। আমি এই ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম—মিঃ মেটল্যাণ্ড মাথা শুষ্কিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন, শরীর যেন নিষ্পন্দ! তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল—উনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি উহাকে দুই তিনবার ডাকিয়া সাড়া না পাওয়ায়, উহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিলাম। তখন বুঝিতে পারিলাম, দেখে প্রাণ নাই! ম্যানেজার সাহেবকে তড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিলাম।”

ম্যানেজার বলিলেন, “আমি উহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে উহার দোকানে সংবাদ দিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকিলাম। কিন্তু ডাক্তার আসিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না।—আমাদের ক্লাবে আসিয়া উহার আত্মহত্যা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? মরিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, ঘরে বসিয়া মরিলেই পারিতেন। কে এখন হাস্যামা সহ্য করে? ক্লাবেরও দুর্নাম।”

ইন্স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, “উহাকে জামিনে খালাস দেওয়াই অন্ত্য

‘হুঁ’। হতভাগাটা আত্মহত্যা করিয়া আমাদের মৃত্যুর ভিতর হইতে সবিস্ময়
পড়িল! ‘কি আপশোষের বিষয়।’

স্মিথ বলিল, “এ রকম নরপিশাচেরা আত্মহত্যা করিতে পাবে—ইহা না
দেখিল বিশ্বাস করিতাম না। সার রড্‌নে এখন বোধ হয় কতকটা নিশ্চিন্ত
হইতে পারিবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমিও ইহা আত্মহত্যা বলিয়া বিশ্বাস করিলে?”

স্মিথ বলিল, “তবে কি আপনার ধারণা—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মেট্রোপলিটান কার্ণ ও রোরিকের সঙ্গে আদালত হইতে
এখনে আসিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল মেট্রোপলিটানের অপরাধের বিচার আরম্ভ
হইল তাহাদের অনেক গলদ বাহির হইয়া পড়িলে; তখন তাহাদের বিপদের
সীমা থাকিবে না। এই বিপদের আশঙ্কা দূর কারবার জন্য তাহারা কিরূপ উপায়
অন্বেষণ করিয়াছিল তাহা সপ্রমাণ করা আমার অসাধ্য; কিন্তু তাহা অসম্ভব
করা কঠিন নহে। অতঃপর কেবল ওয়াল্ডোর উপর নহে, কার্ণ ও রোরিকের
প্রতিও আমাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।”

সেই দিন অপরাহ্নেব কাগজে ‘রুপার্ট ওয়াল্ডো মেট্রোপলিটানের ‘আত্মহত্যা’র
সম্বাদ পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে সোৎসাহে বলিল, “মেট্রোপলিটানের
‘আত্মহত্যা’-টা আত্মহত্যা সব মিথ্যা; বাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে! যাক হউক,
আমার প্রথম চেষ্টা প্রকারান্তরে সফল হইয়াছে। ব্লেক আর আমাকে অপরাধী
করিতে পারিবেন না। সার ডুমগুয়ে এখনও দুই শত্রু বর্তমান; কি কোশলে
তাহাদিগকে চূর্ণ করিব—তাহাচ এখন স্থির করিতে হইবে।”

ওয়াল্ডো এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্ত পুনরবার কোন পথ অবলম্বন করিয়াছিল,
পা দ্যক গাঠিকাগণ তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।—‘শনৈঃ পৰ্ব্বত-লঙ্ঘনম্।’

